শহর নিয়মিত পালটায়, বিভিন্ন পথ অচেনা হয়ে যায়। তার মোড়ে মোড়ে অমূল্য রতন। সেই অন্য শিলিগুড়ির হদিস খোঁজার চেষ্টা এবারের প্রচ্ছদে।
শিলিগুড়ির মধ্যে আছে আরেকটা শিলিগুড়ি

▸▸ ১৫ থেকে ১৮-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 17 November 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 178

উত্তপ্ত মণিপুর

মণিপুরে জাতিগত হিংসা প্রতিদিন যেন নতুন মোড় নিচ্ছে। শুক্রবার অপহরণের আশঙ্কা সত্যি করে ৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। ইম্ফলে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন মহিলারা।

▸▸ বিস্তারিত নয়ের পাতায়

মৃত্যু ১০ শিশুর

হাসপাতাল তো নয়, যেন জতুগৃহ। আগুনের ফুলকি থেকেই মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল হাসপাতালের সদ্যোজাত শিশুদের ওয়ার্ড। ঝাঁসিতে পুড়ে মৃত্যু হল ১০টি সদ্যোজাতর।

▸▸ বিস্তারিত দশের পাতায়

বরযাত্রীদের জন্য

বরযাত্রীদের সঠিক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে এক অনন্য নজির গড়ল ভারতীয় রেল। নইলে হয়তো ভেঙেই যেত বিয়ে। তাই রেলের প্রতি কৃতজ্ঞ বরযাত্রীর পরিবার।

▸▸ বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

‘অবৈধ’ লিয়েন উপাচার্যর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। এরমধ্যেই সামনে এল অস্থায়ী উপাচার্যদের লিয়েন কেলেঙ্কারির তথ্য। যা নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আইন ভেঙে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালগুলিতে রাজ্যপাল নিযুক্ত ৪০ জনেরও বেশি অস্থায়ী উপাচার্যকে লিয়েন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শিক্ষা দপ্তর বা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লিয়েন দেওয়া হয়েছে বলেই অভিযোগ। আর তার জেরে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের চাকরির ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ার (সার্ভিস ব্রেক) সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। উচ্চপর্যায়ের কমিটি গড়ে লিয়েন কেলেঙ্কারির তদন্তের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, রাজ্যপাল যেসব শিক্ষককে অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন ইতিমধ্যেই সেইসব শিক্ষকের লিয়েনের ফাইলপত্র চালাচালি শুরু হয়েছে। কে কীভাবে লিয়েন পেয়েছেন, কোন আধিকারিক লিয়েনের কাগজে স্বাক্ষর করেছেন, সেটা পদ্ধতি মেনে হয়েছে কি না, সেসব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আইন ভেঙে কাউকে লিয়েন দেওয়া হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও আধিকারিক উভয়ের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন শিক্ষা দপ্তরের একাধিক আধিকারিক। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কথা, ‘লিয়েন পদ্ধতি মেনেই হওয়া উচিত। আধিকারিকরা সবটা দেখছেন।’

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব শিক্ষক অস্থায়ী উপাচার্য হয়েছেন তাঁদের লিয়েন নিয়ে জটিলতা আরও বেড়েছে। উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার একজন অস্থায়ী উপাচার্যকে লিয়েন দিয়েছেন বলেও অভিযোগ জমা পড়েছে শিক্ষা দপ্তরে। কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘যেভাবে রাজ্যপাল নিযুক্ত অস্থায়ী উপাচার্যদের লিয়েন দেওয়া হয়েছে তা অবৈধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে কোনও অবস্থাতেই অস্থায়ী উপাচার্যরা লিয়েন পেতে পারেন না। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বড় সমস্যা হবে।’

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিতর্কে এনবিইউ

- উপাচার্যের প্রাথমিক অনুমতির ভিত্তিতে কেউ লিয়েন পেতে পারেন
- তারজন্য কর্মসমিতির অনুমোদন বাধ্যতামূলক
- উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেসব শিক্ষক অস্থায়ী উপাচার্য হয়েছেন তাঁদের লিয়েন নিয়ে জটিলতা
- উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অস্থায়ী উপাচার্যকে লিয়েন দিয়েছেন বলে অভিযোগ

মদনমোহন ঠাকুরবাড়িতে রাসচক্র ঘোরাতে ভিড় ভক্তদের। শনিবার কোচবিহারে। ছবি : জয়দেব দাস

চটেরহাটে চর্চায় সইদুল

অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে বেপাত্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারির এপিসেন্টার চোপড়ায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে আর্থিক কেলেঙ্কারি ঘিরে এখন রাজ্যজুড়ে হইচই হচ্ছে। ঠিক একই কায়দায় কয়েক মাস আগে ফাঁসিদেওয়ার চটেরহাটেও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিয়ে কয়েকশো কোটি টাকা লেনদেনের হদিস পেয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, এই অ্যাকাউন্টগুলিতে বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। সেই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুল অবশ্য এখনও অধরাই।

চোপড়ায় ট্যাব দুর্নীতির খবর প্রকাশ্যে আসতেই চর্চা শুরু হয়েছে সইদুলের কেলেঙ্কারি নিয়ে। এতদিন হয়ে গেলেও পুলিশ কেন তার নাগাল পেল না, সেই প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, শাসকদলের ফাঁসিদেওয়ার প্রভাবশালী নেতা সহ একাধিক নেতা-নেত্রী সইদুলের এই বেআইনি কারবার থেকে কোটি কোটি টাকার সুবিধা নিয়েছেন। কেউ আবার উপহার হিসেবে পেয়েছেন দামি গাড়িও। সেই কারণেই কি সব চাপা পড়ে গেল? প্রশ্ন উঠছে তৃণমূলেরই অন্দরে। ট্যাব কিংবা সরকারি অন্য কোনও প্রকল্পের দুর্নীতির সঙ্গেও সইদুলের যোগ থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকে। যদিও সেই তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছেন কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অভিষেক রায়। তিনি স্পষ্টই বলছেন, ‘ট্যাব কেলেঙ্কারির সঙ্গে ফাঁসিদেওয়ার এই ঘটনার কোনও মিল নেই।’ আর সইদুলকে কেন পেল না পুলিশ? অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের জবাব, ‘মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুলের খোঁজে তল্লাশি চলছে।’

চটেরহাটে একটি ছোট্ট দোকানঘর ভাড়া নিয়ে সেখানে

এরপর চোদ্দোর পাতায়

জল্পনার কেন্দ্রে ‘সচিবজি’ও

লালবাজারের লাল দাগে মনসুররা

উত্তরের ‘জামতাড়া’

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৬ নভেম্বর : ‘এলাকাত তো উমহালারি দবদবা ছ্য, বুঝা পালেন।’

চোপড়ার বিখ্যাত কোটগছ কালী মন্দিরের অদূরে দাঁড়িয়ে হিন্দি ও সূর্যাপুরি ভাষা মিশিয়ে কথাগুলি বলছিলেন এলাকার এক তরুণ। আধার, প্যান কার্ড ও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নম্বরের ‘খেলা’ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ওই তরুণ ‘দবদবা’ অর্থাৎ সাইবার প্রতারণার কিংপিনদের দাপট কতটা তা বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন।

রাস্তাটা থেকে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই গুটিকয়েক দোকান। গ্রামের পাড়ার মোড়ে যেরকম বাজার বসে আর কী! তরুণের সঙ্গে যখন মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, তখন পাশ দিয়ে বাজারের থলে হাতে যাচ্ছিলেন গ্রামের মহিলা, পুরুষরা। খানিক দূরে একদল উঠতির জটলা। প্রত্যেকেই যেন আমাদের পরখ করে নিতে চাইছেন একটাবারের জন্য। তরুণ চোখের ইশারায় বোঝাতে চাইলেন, খুব একটা সুবিধার ঠেকছে না জায়গাটা। অগত্যা সেখান থেকে সরে পড়তে হল।

গোয়েন্দা সূত্র বলছে, চোপড়ার একাধিক কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি) লালবাজার পুলিশের স্ক্যানারে রয়েছে। এই সিএসপিগুলোতে আইপি অ্যাড্রেস ব্যবহার করে নানারকম অনৈতিক কাজকর্ম হত বলে সন্দেহ। চমকে দেওয়ার মতো তথ্য হল, মাসকয়েক আগে চোপড়া ব্লকের একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিবের নাম সাইবার প্রতারণার অন্যতম মাথা হিসেবে উঠে এসেছিল। সিআইডির টিম তাঁর খোঁজে এসেছিল বলে ওই পঞ্চায়েতের প্রধান স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্তমানে ওই সচিব দপ্তরে না এসেও বহালতবিয়তে বেতন পেয়ে যাচ্ছেন। প্রধানের যুক্তি, ‘সরকারের উপর মহলের বিষয়। আমি কী করে বলি বলুন তো!’

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ইসলামপুরের গুঞ্জরিয়া অঞ্চল থেকে ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ধৃতের বাড়িতে উদ্বিগ্ন পরিজনরা। শনিবার।

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বালাসনে অভিযান

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : সকালের ছবি বদলে গেল বেলা গড়াতেই। কখনও পুলিশের জিপ, কখনও আবার ভূমি ও ভূমি সংস্কারের গাড়ি চক্কর কাটল বালাসনের পাড়ে। শনিবার ছুটির দিনে সকালে যারা বালি-পাথর তোলার জন্য নদীর চরে ভিড় জমিয়েছিল, তারা গা-ঢাকা দিয়ে থাকল দিনভর।

‘নদী-মাফিয়ারাজ’ বন্ধ করতে কড়া নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর আর যে রক্ষে নেই, বেশ বুঝেছেন প্রশাসনের কর্তারা। তাই তড়িঘড়ি অভিযান। যদিও বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর কিছু জানা নেই বলে দাবি করেছেন মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস।

নৌকাঘাটে মহানন্দা-বালাসনের চরে বালি-পাথরের ঢিপি। শিবমন্দির-আঠারোখাইয়ের তারাবাড়ি, শিসাবাড়ি সহ একাধিক ঘাটের ছবিটাও একইরকম। ভেজা বালিতেই স্পষ্ট, নদী থেকে সকালেই তোলা হয়েছে। শুনসান হলেও বালাসন বক্ষে একটি আর্থমুভার থাকায়, তা আরও স্পষ্ট হয়। স্থানীয় এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা যায়, শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফিরে যাওয়ায় এদিন সকালে প্রচুর ট্রাক এবং ডাম্পার নদীতে এসেছিল। এলাকা দখল নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে বচসাও বাধে তারাবাড়িতে। যার রেশ থাকতে না থাকতেই ‘ঘাটে গাড়ি’, খবর পৌঁছে যায় পুলিশ-প্রশাসনের কাছে। যথারীতি একটু বেলা বাড়তেই বিভিন্ন ঘাটেই সরকারি গাড়ির চক্কর কাটা শুরু হয়। যা দেখে বালি-পাথর পাচারের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : এ সপ্তাহে কোনও ভালো সুযোগ পেয়ে যেতে পারেন। যার ফলে আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবেন। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। গবেষণায় সাফল্য আসবে। বন্ধু দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকে অবশ্যই সামিল করুন। পথ চলতে সতর্ক থাকুন।

বৃষ : অযথা কথা বলে সমস্যায় পড়বেন। সমস্ত ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাতে যাবেন না। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দিত হবেন। দাম্পত্যের ঝামেলাকে বাইরের কোনও ব্যক্তির সামনে নিয়ে যাবেন না।

মিথুন : ভাইবোনদের সঙ্গে সপ্তাহের প্রথম ভাগ খুব ভালো যাবে। বহুদিনের কোনও বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দ। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে যদি আপনার নতুন কোনো পরিকল্পনা মাথায় আসে তবে তা অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তাকে জানান। অধিক ভোজনে সমস্যা হতে পারে।

কর্কট : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে অর্থব্যয় হলেও চিকিৎসার সুফল পাবেন। দীর্ঘদিন পর ভালোবাসার সম্পর্ক নিয়ে একটা স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। পথে তর্কে বিতর্কে যাবেন না। এ সপ্তাহে আপনার স্বাভাবিক কথাকেও বুঝতে ভুল করে কেউ কেউ বিরুদ্ধতায় যেতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পেতে পারেন।

সিংহ : দীর্ঘদিনের কোনো ইচ্ছাপূরণ হবে। এ সপ্তাহে আপনাকে ভুল বুঝতে পারেন প্রিয়জনেরা। প্রেমের সংকট কেটে যাবে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি লাভ। চিকিৎসকদের বিদেশে যাওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে।

কন্যা : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। কোনও লোভনীয় সুযোগ আপনার সামনে এলেও তা গ্রহণ করবার আগে অবশ্যই অভিজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করুন। সংগীত ও অভিনয়শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ভ্রমণের ইচ্ছা এ সপ্তাহে পূরণ হতে পারে। অধ্যাপক ও প্রযুক্তিবিদগণ সম্মানিত হতে পারেন। বাতের রোগে ভোগান্তি।

তুলা : সামান্যতে তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করতে হলে চিন্তাভাবনা জরুরি। এ সপ্তাহে নতুন কোনো সম্পর্কে জড়িয়ে যেতে পারেন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুর্ভাবনা থাকলেও চিকিৎসায় উপকার হবে। অবিবাহিত কন্যার বিবাহের কথাবার্তা ঠিক হতে পারে। আপনার যুক্তিকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন সহকর্মীরা।

বৃশ্চিক : যেকোনও কাজ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বেন। অতি আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আপনাকে সমস্যায় ফেলবে। আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। দূরের কোনও স্বজনের সহায়তায় ব্যবসায় এবং কর্মক্ষেত্র অগ্রগতি হতে পারে। বাড়ি সংস্কার করতে উদ্যোগী হওয়ার পূর্বে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেওয়া ভালো। জ্বর ও শ্লেষ্মা ভোগাবে।

ধনু : সপ্তাহ ধরে ঠান্ডা মাথায় থাকার চেষ্টা করুন। অকারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্বাস্থ্য নিয়ে অকারণে উদবেগ চলবে। অংশীদারের জন্যে ব্যবসায় সমস্যা দেখা দেবে। হৃদরোগীরা সামান্যতম সমস্যাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। চোখের সমস্যা নিয়ে ভোগান্তি।

মকর : সামান্য বিষয় নিয়ে বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে কোনও বন্ধুর উস্কানিতে ভুল বুঝতে পারেন। নতুন গাড়ি ও বাড়ি কেনার সুযোগ মিলবে। শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। পরিবারের সঙ্গে ছোট্ট ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ হবে। জীবাণু সংক্রমণে দুর্ভোগ বাড়বে।

কুম্ভ : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ অনুমোদন পেতে পারে। কারও সঙ্গে কোনও পরিকল্পনা করে ঠকতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ অখুশি করবে। কোনও ব্যক্তির সঙ্গে সারা সপ্তাহ কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। মায়ের পরামর্শে কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অপত্য স্নেহে ব্যয়াধিক্য।

মীন : ব্যবসার কারণে সপ্তাহের শেষভাগে দূরে কোথাও যেতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে বিবাদ বৃদ্ধিতে মানসিক অশান্তি চলবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তির মুখোমুখি। অভিনয় এবং সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনো সুযোগ পেয়ে খুশি হবেন। ওষুধ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন।

এএসজি'র কনটুরা ল্যাসিক লেজার ইউনিট

নিউজ ব্যুরো

১৬ নভেম্বর : চোখের চিকিৎসায় এএসজি আই হাসপাতাল ভারতে একটি জনপ্রিয় নাম। তাদের একাধিক আধুনিক পরিষেবা ইতিমধ্যে এক কোটিরও বেশি মানুষের দৃষ্টিশক্তি উন্নত করেছে। সম্প্রতি তারা কলকাতার শ্রীভূমি শাখায় লঞ্চ করল কনটুরা ল্যাসিক লেজার ইউনিট। এই উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে আরও সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা করা সম্ভব, যাতে রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। সেইসঙ্গে কাস্টমাইজড ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা থাকছে। সব থেকে বড় কথা, চশমা ছাড়াই জীবনযাপন করতে পারবেন।

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, ২৮, ৫'-২", M.Sc. (Chemistry), B.Ed., Net Qualified, Ph.D. পাঠরতা পাত্রীর জন্য কায়স্থ, পদস্থ সরকারি চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। দালাল নিষ্প্রয়োজন। 9635319775. (C/113339)

■ রবিদাস, SC, 31/5'-5", B.Sc., নার্স কর্মরতা। উপযুক্ত সরকারি কর্মরত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9832662112. (C/113295)

■ সাহা, 32/5'-4", M.Sc., B.Ed., ফর্সা, বাবা-মা অবসরপ্রাপ্ত, স্বঃ/অসবর্ণ চাকরিরত পাত্র চাই। ফোন : 6296397372. (B/S)

■ পাল, 32/5'-3", M.A. Bengali, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা, চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 8345868832. (S/A)

■ পাত্রী বালুরঘাট নিবাসী, মাহিষ্য, 32/5'-3", M.A., D.El.Ed., বাবা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, মা সরকারি চাকরিজীবী, সুযোগ্য পাত্র চাই বালুরঘাট সংলগ্ন অঞ্চলের মধ্যে। Mob.No. 7318664766. (C/113345)

■ পাত্রী গন্ধবণিক, ২৮, M.A. (ইংলিশ), সুশ্রী, 5'-5", শিলিগুড়ি নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর কন্যার উপযুক্ত ব্যবসায়ী/চাকরিজীবী পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ- 9434197908. (C/111881)

■ শীল, 31+/5'-3", M.A., B.Ed., সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে (উঃ মাঃ) করণিক পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9547518285. (B/S)

■ পাত্রী কায়স্থ (সরকার) 30+/4'-10", ফর্সা, উচ্চশিক্ষিতা, সুশ্রী, বেসরকারি শিক্ষিকা। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। (M) 7584098341, 9830224072 (W/A). (C/111979)

■ তিলি, 39/5'-4", M.A/B.Ed. পাত্রীর জন্য 45 বছর বয়সের মধ্যে চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই (ডিভোর্সি চলবে না)। Ph. 9641687305. (C/113353)

■ 30, M.Sc চাকরিরতা পাত্রীর জন্য সরকারি অফিসার/অধ্যাপক/ব্যাংক কর্মী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। M : 8101116830. (C/113357)

■ কোচবিহার জেলা, কায়স্থ ৩৬/৫'-8", সুশ্রী, সঃচাঃ পাত্রীর অনূর্ধ্ব ৪০ সঃ চাঃ পাত্র কাম্য। Mob: 8670417844. (C/113361)

■ B.Com (H) M.B.A.35+/5', ডির্ভোসি, নরগণ, একমাত্র কন্যা, পাত্র চাই। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। M : 8945808709. (C/113364)

■ শিলিঃ নিঃ, সাহা, দেবারি, B.Tech, 26/5'-2", ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিঃ অগ্রঃ। অভিভাবকই যোগাযোগ করিবেন। M : 8101097665. (C/113365)

■ বৈশ্য, 30, B.H.M.S.5'-3", ফর্সা স্বাস্থ্যবতী একমাত্র কন্যার সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। M : 9733067702. (S/C)

■ ২৯ বছর, কায়স্থ,৫'-৪", জলপাইগুড়ি নিবাসী, সরকারি চাকরিরতা (WB Health Department)- কর্মরতা পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র চাই। সরাসরি যোগাযোগ করুন। Mob : 7001618903. (C/112855)

■ জলপাইগুড়িতে কর্মরতা প্রাথমিক শিক্ষিকা, কায়স্থ, 35/5'-3", M.A., B.Ed, সুশ্রী, স্থানীয়, উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 8250470063. (B/S)

■ ক্ষত্রিয় (রাজবংশী), 25/5'-5", M.A., B.Ed পাশ, ফর্সা, সুন্দরী। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। অসবর্ণে আপত্তি নেই। M : 9593650326. (C/111888)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ (36) সঃ চাকুরিজীবী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরিজীবী ব্রাহ্মণ পাত্র চাই। M : 9126797027. (M/M)

■ সাহা - বয়স 27+/ উচ্চতা 5'-3" কনভেন্ট শিক্ষিতা - M.A., B.Ed. (Eng), গায়ের রং ফর্সা, সুশ্রী, বেসরকারি হাইস্কুলে কর্মরতা একমাত্র কন্যা- পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। মেট্রোমনি ব্যতীত। ফোন - 9475027167/8768313114. (C/113411)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী কায়স্থ, ডিভোর্সি, 27/5'-4", ফর্সা, সুন্দরী, BA পাশ, D.EL.ED, উপযুক্ত পাত্র চাই। মো : 9733190296. (C/113301)

■ কায়স্থ, ৩১+/৫'-২," ফর্সা, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সরকার নাসারি, কালীবাড়ি রোড শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, সম্ভ্রান্ত পরিবারের উপযুক্ত পাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। 9474584977. (C/113302)

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-1" সুশ্রী M.A. B.Ed, নেট কোয়ালিফাইড ফর Ph.D পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 32, ব্রাহ্মণ, সরকারি চাকরি পাত্র কাম্য। উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। M : 8145054342. (B/S)

■ SC, 38, 5'-5" PG স্কুল শিক্ষিকা, Net Set Ph.D (R), সুন্দরী, ডিভোর্সি, উপযুক্ত, উদার পাত্র কাম্য। M : 9933025895. (C/112854)

■ স্নাতক, সুশ্রী, ৪৫+, নিঃসন্তান, ডিভোর্সি। এরূপ সঃ চাঃ সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, 48-50-' এর মধ্যে পাত্র কাম্য। 89440-76704. (C/113409)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, বয়স ৩৪, শিক্ষিতা, সুন্দরী, স্টেট গভঃ-এর ক্লারিক্যাল পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে। M : 9836084246. (C/113409)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৪, ফর্সা- সুন্দরী, M.A (ইংলিশ), গৃহকর্মে নিপুণা, ঘরোয়া। এইরূপ পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী অথবা ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র কাম্য। M : 9874206159.

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি ,প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। M : 9836084246. (C/113409)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, B.Ed, প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা সরকারি চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। M :9330394371. (C/113409)

■ ব্রাহ্মণ, 23/5'-3", B.Sc পাশ, ঘরোয়া, পরমা সুন্দরী, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। M : 90939-09382. (C/113419)

পাত্র চাই

■ পাত্রী দেবগুপ্ত- 27 বছর / উচ্চতা 5'-2" বাংলাতে M.A., Gym Trainer, ফর্সা,সুন্দরী পাত্রীর জন্য একমাত্র শিলিগুড়ির মধ্যে 30 বছর বয়সের পাত্র কাম্য। পাত্রী এক ভাই ও এক বোন, দাদা বিবাহিত। পাত্র ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী হতে হবে। ফোন - 7501844459. (C/113411)

■ পাত্রী-27/5'6", B.A, B.ED (Eng) সুশ্রী, শ্যামবর্ণা, প্রাইভেট চাকরিরতা (শিক্ষিকা)। সরকারি চাকুরিজীবী, ২৮-৩৩ বছরের উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (মালদা অগ্রগণ্য) Ph-9609810174 (M-112542)

■ মালদা নিবাসী দাস 33+/5'3" M.A., B.Ed ফর্সা, সুশ্রী, ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত সুপাত্র কাম্য। M- 8927944491 (M-ED)

■ মালদা নিবাসী পাত্রী 36/5'4" M.A, B.Ed, English(H), হাইস্কুল শিক্ষিকা, SET Qualified, PhD পাঠরতা, নামমাত্র বিবাহে Mutual ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। ঘটক যোগাযোগ করবেন না। M-9434206698 (M-ED)

■ পাত্রী উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, 34/5'3", M.A, শিক্ষিতা, সুশ্রী, পাত্রীর জন্য শিক্ষিত উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M -8327452736 (রাত ৪টার পর) (M-112612)

■ ব্রাহ্মণ, 29+/5'3", আইনজীবী, একমাত্র কন্যা, ফর্সা, সুন্দরী। ছোট পরিবার, ব্যাঙ্ক/রেল/ইঞ্জিঃ/আইনজীবী পাত্র অগ্রগণ্য। M- 8250589903 (M - 112612)

■ কায়স্থ, উঃদিঃ নিবাসী, 31, M.A, B.Ed, বাংলা, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। M- 9749771415 (M- 112612)

পাত্র চাই

■ মালদা, মাহিষ্য দাস বয়স 27+/5'5" ফর্সা B.Sc. D-El-Ed পাত্রীর চাকুরিজীবী অনূর্ধ্ব 34 পাত্র চাই। 9434371642 (M-112609)

■ কায়স্থ, 24/5'-3", M.Sc, ঘরোয়া, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পরিবারের ভদ্র, সুন্দরী, শান্ত স্বভাবের মেয়ের জন্য সঃ চাঃ / ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। M : 95937-04442. (C/113419)

■ EB মাহিষ্য 28 বছর, 5'1", Comp Eng, সিংহ রাশি, দেবারীগণ, B'lore-এ MNC কর্মরতা, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য B'lore-এ কর্মরত সঃ/অসঃ পাত্র কাম্য। Mob - 8670821443 (M-112545)

পাত্রী চাই

■ পাত্র বৈদ্য, BE, MBA, MNC-তে কর্মরত, 33+/5'-6"। 30-এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। 8348525101, 8436040907. (C/113210)

■ নমশূদ্র, ৩৮/৫'-৭", SSC শিক্ষক, নামমাত্র বিবাহে ডিভোর্সি পাত্রের জন্য ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 8617070853. (C/113341)

■ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীর একমাত্র পুত্র, অবিবাহিত, কায়স্থ, 07-10-82, 5'-5", B.Tech., Central Govt. PSU Engineer. সুন্দরী, উচ্চশিক্ষিতা পাত্রী চাই। দেবারিগণ চলবে না। (M) 9932991767. (C/113272)

■ সাহা, ৩৮+/৫'-8", হাইস্কুল শিক্ষকের (H.S.) জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mob : 7602816129. (C/113349)

পাত্রী চাই

■ ক্ষত্রিয়, দে, কাশ্যপ,মেষ, দেবগণ, ৮', ২৯ বা, কেমিস্ট্রি, অনার্স, নিজ কোচিং-সেন্টার, নিজবাড়ি শিলিগুড়ি। একমাত্র পুত্রের জন্য ফর্সা সুশ্রী শিক্ষিতা কায়স্থ মাহিষ্য পাত্রী কাম্য। 9832365169. (C/113377)

■ গবেষক অধ্যাপক, কায়স্থ ৩২/৫'-৮", তুলা দেবারি, এখন দিল্লিতে। শিলিগুড়ি বাসিন্দার একমাত্র পুত্র। M : 98326-48879. (C/113406)

■ ব্রাহ্মণ একমাত্র পুত্র, 36+/5'-5", B.Com pass, Hardware-এ ডিপ্লোমা, ফর্সা, সুমুখশ্রী, স্মার্ট, নেশাহীন, শিলিগুড়ি শহরে পিতার ত্রিতল গৃহে বাস। ব্যাটারি রিচার্জ বিক্রয় এবং সোলার বিক্রয় ব্যবসা। ব্রাহ্মণ, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 9002618182. (C/113367)

■ বারুজীবী, 5'-7", 34, দেবারিগণ,ইস্যুলেস,ডিভোর্সি, B. Tech, MBA, হায়দ্রাঃ Start-up Co. COO পদে কর্মরত। সুশ্রী, নম্র পাত্রী কাম্য। আলিঃ/কোচঃ/উঃবঃ নিবাসী অগ্রগণ্য। 9635885649. (C/11198)

■ SC, বিশ্বাস, 31/5'-7", M.C.A রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত দপ্তরে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য অসবর্ণ চলিবে। M : 9547811367. (C/113371)

■ কায়স্থ 34+/5'-4" সরকারি Bank Officer B. Tech পিতা Retd. রেলকর্মী, মাতা গৃহবধূ নিজবাড়ি উপযুক্ত পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি অগ্রাধিকার। M : 8918262426 (রাত্রি 8-10 P.M). (C/113298)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী সম্প্রদায়ের, ৩০ বছর বয়সি, শিক্ষিত, স্টেট গভঃ কর্মচারী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। M : 9836084246. (C/113409)

পাত্রী চাই

■ জলঃ নিবাসী M.A. B.Ed. কায়স্থ নন্দী 32/6'-2" (MNC) সংস্থায় কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য মধ্যবিত্ত স্নাতক সুন্দরী ঘরোয়া পাত্রী কাম্য - 9749850569. (C/112857)

■ নমঃশূদ্র 35+/5'-4" M.A. (Hist) রেজিস্ট্রি অফিসে কর্মরত পাত্রের ন্যূনতম স্নাতক, সুশ্রী, ফর্সা ঘরোয়া পাত্রী চাই। M : 7866905727. (S/C)

■ পাত্র শিলিগুড়ি নিবাসী, জেনারেল কাস্ট (কুম্ভকার/পাল), 33/5'-5", PGDC (T&D), B.Tech. (Elec.), আমেদাবাদে পাওয়ার সেক্টরে ম্যানেজার পদে কর্মরত। সুশ্রী, স্বঃ/অসঃ উপযুক্ত পাত্রী চাই। কর্মরতা অগ্রগণ্য। 7364071514. (C/113212)

■ 36/5'-7" শিলিগুড়ি নিবাসী, M.Com, MBA, Gen Caste, ব্যবসায়ী পুত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী চাই। M : 8250618470. (K)

■ WB SC পুরুলিয়া (আদ্রা) 35/5'-8, Ph. D (IIT),Asst. Professor, (ভেলোর), 30 মধ্যে শিক্ষিতা সুশ্রী, স্লিম পাত্রী কাম্য। 9134209059. (K)

■ শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি। মা ছেলে। প্রাইভেট জব। ৩৫+/৫'-৮" কায়স্থ সুদর্শন। ঘরোয়া সুশ্রী মার্জিত স্বভাবের অনূর্ধ্ব ৩০ পাত্রী কাম্য। M : 9832475893. (K)

■ APD. Jn. কায়স্থ, 37+/5'-3" M.R., A.B.M. কর্মরতের জন্য সুশ্রী ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। M: 9733476797. (U/D)

■ কায়স্থ 35/5'8", B. Tech, Civil Engineer ব্যবসায়ী, একমাত্র সন্তান, চাকরিজীবী/ ঘরোয়া, সুন্দরী, ফর্সা, সুপাত্রী চাই। M : 9475331330. (U/D)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 33+/5'4", সরকারি স্কুলে কর্মরত এবং পৈত্রিক ব্যবসার সাথে যুক্ত বালুরঘাট নিবাসী একমাত্র পুত্রের জন্য অনূর্ধ্ব 28, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (সত্বর বিবাহে ইচ্ছুক। Whats App-এ বর্তমান ছবি ও সম্পূর্ণ BIODATA সহ) যোগাযোগ করুন - 9851602240/ 9064600125 (M- 112610)

■ কায়স্থ দাস 39/5'5" সরকারি চাকুরিজীবী (একমাত্র পুত্র)। শিক্ষিকা/সঃচাঃ পাত্রী কাম্য। M- 8759573703(M-ED)

■ পাত্র উত্তর দিনাজপুর নিবাসী, 37/5'6" সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, চাকুরিরত পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M- 9547389985 (M- 112612)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, 36+/5'-6" M.Sc., Micro Biology, MBA, MNC হায়দ্রাবাদে কর্মরত। নামমাত্র ডিভোর্সি, নরগণ, পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। M : 9434087760. (B/B)

■ ইসলামপুর নিবাসী 30+/5'-7", M, Pharm Ph.D, Assis. Prof. (Pvt) পাত্রের জন্য উপযুক্ত, শিক্ষিতা,সরকারি কর্মরতা পাত্রী কাম্য। M : 9614309520. (S/N)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 32/5'-7", B.Tech, MBA, MNC-তে কর্মরত। কায়স্থ একমাত্র পুত্র। সুশ্রী, M.A, M.Sc./ B.A., B.T. পাত্রী চাই। M : 8158938812. (C/112865)

■ রাজবংশী 39+/5'-6", প্রতিষ্ঠিত হোলসেল ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া রাজবংশী 26 উর্ধ্বে পাত্রী চাই। M : 7001674494. (C/112864)

পাত্রী চাই

■ নেশামুক্ত, শান্ত, কায়স্থ, চৌধুরী, 32+/5'-9" গণ দেবারি, জন্ম, পড়াশোনা (Convent) দিল্লিতে। B.Tech. JE in Cen. Govt. শিলিগুড়ি স্বগৃহ। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M : 9891765121. (C/113385)

■ পূঃ বঃ, খুলনা, কুলীন কায়স্থ, 31/5'-9/1"/2 শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্র MBA, মাঙ্গলিক, ব্যাংকে কর্মরত, 23 থেকে 26, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া, ভদ্র পাত্রী চাই। M : 9832357467/ 8759172087. (C/113414)

■ রাজবংশী, 29/5'-4", M. Tech, সেন্ট্রাল GST ইনস্পেক্টর পাত্রের জন্য ফর্সা, ন্যূনতম B.Sc, পাত্রী কাম্য। কোচবিহার জেলা অগ্রগণ্য। মো - 8436155297. (D/S)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি (ইস্যুলেস), উচ্চপদস্থ রাজ্য সরকারি চাকরি, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, (35-40)-এর মধ্যে অবিবাহিতা স্নাতক পাত্রী চাই। M : 9775158050. (C/113415)

■ নমঃশূদ্র, 31/5'-8", M.Sc, কেন্দ্রীয় সরকারি ফুড কর্পোরেশন সিনিয়ার অফিসার পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। M : - 97330-66658. (C/113419)

■ কায়স্থ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 33/5'-8", B.Tech, কেন্দ্রীয় সরকারি উচ্চপদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। M : 94320-76030. (C/113419)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-9", M. Tech, Coal India Asst. ইঞ্জিনিয়ার, সুদর্শন, পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। M : 98048-08697. (C/113419)

■ EB, কায়স্থ, বয়স 37/5'-9", B.Tech MBA, MNC Manager, দেবারি, সিংহ, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য, চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। 947471707, 9474032166. (C/112867)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, জন্ম ১৯৮৬, সেন্ট্রাল গভঃ স্কুল টিচার পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। M : 9836084246. (C/113409)

■ কোচবিহার নিবাসী, ৩০, M. Tech, স্টেট গভঃ-এর PWD-তে উচ্চপদে কর্মরত, প্রতিষ্ঠিত, দাবিহীন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। M : 9874206159. (C/113409)

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা, এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে কর্মরত। পরিবারের উপযুক্ত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। M : 7596994108. (C/113409)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, হিন্দু, বাঙালি, ব্রাহ্মণ, ৩২ বছর বয়সি, M.Com, সরকারি চাকুরিজীবী,পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকুরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। M : 9330394371. (C/113409)

■ স্থায়ী চাকরি (SBI), 33+/5'-9", সুদর্শন, কায়স্থ, পিতা-মাতা পেনশনার, শিলিগুড়িতে নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি। ২৮ অনূর্ধ্ব সু-মুখশ্রী শিক্ষিত পরিবারের অমাঙ্গলিক যোগ্য পাত্রী কাম্য। M : 7679715410, 7477866311. (C/113409)

■ ব্রাহ্মণ, D.O.B 1978/5'-9" B.Tech Software consultancy Co.Managing Director in Bangalore, নিজস্ব ফ্ল্যাট, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। M : 7384034286. (C/113411)

■ ব্রাহ্মণ 31+/5'-7", মাধ্যমিক ব্যবসায়ী স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী/নিঃসন্তান বিধবা পাত্রী চাই। মোঃ 8900443993. (C/113354)

■ সাহা, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 27+/5'-10", ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের 20-23-এর মধ্যে 5'-4" ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। সরাসরি যোগাযোগ কাম্য। M : 9832515651. (C/111978)

■ বারুজীবী, দত্ত, পরিবারের একমাত্র পুত্রসন্তান বঃ 31, উঃ 5'-4", শিক্ষাগত যোগ্যতা B.A. (Eng)+ Tea Management, বর্তমানে চা বাগানে ম্যানেজারের পদে কর্মরত। এই পাত্রের জন্য প্রকৃত সুন্দরী এবং ঘরোয়া পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। যোগাযোগ করুন - 9091011519. (C/113412)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/113409)

■ জন্ম ১৯৯২, উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা, শিক্ষিতা, সুন্দরী, স্টেট গভঃ-এর গ্রুপ-ডি কর্মচারীকা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও পেনশনভোগী, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ অবিবাহিতা পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। M : 7596994108. (C/113409)

■ প্যারাটিচার (প্রাইমারি স্কুল), LIC এজেন্ট, ফর্সা, 35বছর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী, উপযুক্ত, সরকারি/বেসরকারি চাকুরে বা সচ্ছল ব্যবসায়ী পাত্র চাই। M :8350099567. (C/113410)

■ দাস, কায়স্থ, 32/5'-1", M.Sc.পাশ, অধ্যাপিকা পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত পাত্র কাম্য। M : 9635563124. (C/113410)

■ সাহা, শিলিগুড়ি 30/5'-3", M.A, বেসরকারি কর্মরতা, শ্যামবর্ণা পাত্রীর জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। 8145272732. (C/113411)

■ বালুরঘাট, পাত্রী কায়স্থ, 5'2", 32, B.Sc, B.Ed ফর্সা সরকারি চাকুরি পাত্র কাম্য -M - 9473210655 (M-112610)

■ রায় (কর্মকার), সরকারি চাকরি, MBBS ডাক্তার, 39+/5'-4", ফর্সা, Slim, ঘরোয়া, শান্ত স্বভাবের পাত্রীর জন্য 40-45'এর মধ্যে সুদর্শন, নেশাহীন, পরিশ্রমী, উপার্জনশীল, সুশিক্ষিত, উচ্চতা 5'-6" উর্ধ্বে যোগ্য পাত্র কাম্য। M : 82401-72773, 76797-15410. (C/113409)

■ পাত্রী দুই বোন, কাস্ট SC। বড় বোন B.A, Eng (H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন - B.A. Eng (H), 32/5'-2" PNB ব্যাংকের স্থায়ীকর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/113414)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ, 36/5'-2", শিক্ষাগত যোগ্যতা Double M.A., Triple M.A. পাঠরতা, B.Ed, সংগীত শিল্পী, আবৃত্তি, আর্ট। অল্পদিনের বিবাহিত পাত্রীর জন্য সংগীত প্রিয় ও যোগ্য পাত্র চাই। মোঃ 9775242824. (D/S)

■ কায়স্থ, ৪০+, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। ফোন- 8670567247. (C/113344)

■ কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৪০/৫'-৬", ডিভোর্সি, বেসরকারি কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, উপযুক্ত পাত্রী কাম্য (শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য)। Mob : 6297017568. (C/113346)

■ পাত্র রায় (কর্মকার), 30/5'-7", B.A., B.Ed., Asst. Bank Manager, ফর্সা, সুন্দরী, স্নাতক পাত্রী কাম্য। (M) 9547719031. (C/113348)

■ কায়স্থ, 32/5'-7", B.Tech., রেলে কর্মরত। সুশ্রী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব 28, কায়স্থ পাত্রী কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 7001798273 (7-10 P.M.). (C/111883)

■ বৈদ্য (সেনগুপ্ত), 37+/5'-2", M.A., B.Ed., হাইস্কুল শিক্ষক। 25-30 মধ্যে ঘরোয়া, সুন্দরী, যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্রী কাম্য। (M) 9474570244, কোচবিহার। (C/111885)

■ পাত্র ঘোষ (যাদব), বয়স ৪০, উচ্চতা ৫'-৮", বেঃ সঃ চাকরিজীবী। মধ্যবিত্ত, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য স্নাতক, সুশ্রী, অনূর্ধ্ব ৩৫, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। Ph. 8584086860. (C/112859)

■ কায়স্থ 27/5'-7", Graduate প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। Ph. 7908734367 (উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য). (C/112860)

■ ব্রাহ্মণ, 31/6', B. Tech, আংশিক মাঙ্গলিক, কেঃ সরকারি (Gr.C) চাকুরে পাত্রের জন্য সুশ্রী, চাকরিরতা পাত্রী কাম্য। M : 9647703680 (জলঃ). (C/112861)

■ ক্ষত্রিয়, 31/5'-7", বি. টেক। পুলিশ অফিসার (SI), একমাত্র সন্তান। মাতুল বংশ ব্রাহ্মণ। শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ফর্সা,সুশ্রী স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য 27 বং. মধ্যে। শুধু অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। M : 8389871198. (C/112856)

■ কলিকাতা নিবাসী নিজস্ব বাড়ি গাড়ি ব্রাহ্মণ 31+/5'-4" স্লিম দাবিহীন ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্নাতক/H.S ফর্সা ঘরোয়া পাত্রী চাই 25 অনূর্ধ্ব। M : 9831165192. (K)

■ কায়স্থ, 38+/5'-3", B.A., ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের মধ্যে ৩০-৩৫-এর মধ্যে পাত্রী চাই। M : 9382216718. (C/111982)

■ ব্রাহ্মণ, 43 বছর 5'-8", কোচবিহার নিবাসী ব্যাঙ্গালোরে কর্মরত ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের পাত্রী চাই। 9679610832/947456961. (C/113373)

■ পূঃ বঃ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণত্রোয় গোত্র, দেবগণ 31/5'-11", MCA System Analyst বর্তমানে আসামের চা বাগানে কর্মরত পিতা উচ্চপদে কর্মরত, মাতা গৃহিণী, কলিতে নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে , পাত্রের জন্য উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। যোগাযোগ - Mobile/W-App 9435484526. (C/113376)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, সংস্কৃতিমনস্ক 31+/5'-5", BSc রাঃ সঃ কর্মচারী UDC. শিক্ষিতা, সুন্দরী, মাঙ্গলিক বাদে পাত্রী চাই। চাকুরিরতা অগ্রগণ্য। M : 9475249420. (C/112858)

■ মালদার প্রাঃ শিঃ (২০১২) ৩৭+ নেশা ও দাবিহীন ব্রাহ্মণ পাত্র। অনূর্ধ্ব ৩৩ ব্রাঃ/অব্রাঃ মালদার বাইরের সুশ্রী পাত্রী চাই। মোঃ- ৭০২৯২০০৫৪৩ (M-112544)

■ কাশ্যপ গোত্র (বিশ্বাস), বয়স- 36/5'-5", শিক্ষাগত মান- দশম শ্রেণি ছোট্ট ব্যবসায়ী, দুই ভাই, এক বোন, বোন বিবাহিতা, শিলিগুড়ি নিজস্ব বাড়ি। 26-28 বৎসরের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M : 8293702207. (C/113411)

■ কায়স্থ, 32/5'-6", বি.ফার্ম, এমবিএ, ফার্মা কোম্পানিতে কর্মরত। একমাত্র পুত্র, নামমাত্র ডিভোর্সি, বাবা চিকিৎসক, মা শিক্ষিকা। গ্র্যাজুয়েট অবিবাহিত/ডিভোর্সি (নিঃসন্তান) ভদ্র স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী চাই। শুধুমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করবেন। M : 6294438426. (C/112863)

■ কায়স্থ, চৌধুরী, আলিম্মান ৩২, বিএ, কম্পিউটার, কর্কট, দেবগণ, একমাত্র পুত্র, প্রাইভেট কোঃ কর্মরত। পিতা- সরকারি পেনশনার। জলঃ শহরে নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি। জলঃ নিবাসী, সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। মোঃ ৮৬০৯৯১৫০২৯ (C/112852)

■ নমঃ, একপুত্র, জলঃ শহর, বিত্তশালী. ৩৬/৫'-৮", বিএ, ব্যবসা, শিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রী চাই। Cast no. bar. M- 7872835973. (C/112862)

■ Gen. 32/5'-10", B. Tech, MNC-তে উচ্চ বেতন, দাবিহীন একমাত্র পুত্রের জন্য Graduate উত্তরবঙ্গবাসী উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। পাত্রীই একমাত্র বিবেচ্য। যোগাযোগ সরাসরি- M : 9734177493, 6P.M. -8 P.M. (A/B)

■ কায়স্থ শিলিগুড়ি নিবাসী 27+/5'-8", বেসরকারি চাকরি + নিজ চা বাগান, দ্বিতল বাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য 24 অনূর্ধ্ব, শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। পিতা কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিরত। Ph. No. : 7908854782. (C/113383)

■ পাত্র অধ্যাপক, কায়স্থ, বয়স 37, উচ্চতা 5'-8", কর্মস্থল- ফালাকাটা, নিবাস শিলিগুড়ি। পাত্রী চাই। M : 9749244255. (C/113384)

■ রাজবংশী, 38/5'-6", সরকারি হাইস্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য সুন্দরী, সুশিক্ষিত শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রী চাই। 6295211722. (C/113356)

একই প্রজাতিতে প্রজনন, সংকটে গন্ডারকুল

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : একই প্রজাতির মধ্যে প্রজননের কারণে কঠিন সংকটের মধ্যে পড়তে পারে গরুমারা ও জলদাপাড়ার গন্ডারকুল। বিভিন্ন জিনগত রোগের পাশাপাশি গন্ডারের গড় আয়ুও কমার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সমস্যা নিয়ে চিন্তিত বন দপ্তরের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরাও। এর আগে এই সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা সফল হয়নি। ভিনরাজ্য কিংবা জলদাপাড়া ও গরুমারার মধ্যে গন্ডার আদানপ্রদান করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলেন, 'গরুমারা কিংবা জলদাপাড়ায় একই প্রজাতির মধ্যে প্রজননের কারণে এখনও তেমন কোনও সমস্যা দেখা না দিলেও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই গরুমারা, জলদাপাড়ার পাশাপাশি অসম থেকেও গন্ডার আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।'

> গরুমারা কিংবা জলদাপাড়ায় একই প্রজাতির মধ্যে প্রজননের কারণে এখনও তেমন কোনও সমস্যা দেখা না দিলেও ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যেই গরুমারা, জলদাপাড়ার পাশাপাশি অসম থেকেও গন্ডার আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
>
> **ভাস্কর জেভি**
> মুখ্য বনপাল, বন্যপ্রাণ বিভাগ

উত্তরবঙ্গে মূলত গরুমারা ও জলদাপাড়ায় একশৃঙ্গ গন্ডারের বাসভূমি রয়েছে। গরুমারায় যেখানে বর্তমানে গন্ডারের সংখ্যা ৫০-এর উপর সেখানে জলদাপাড়ায় গন্ডার রয়েছে ২৯০টির ওপর। গরুমারা ও জলদাপাড়ায় দিনকে দিন গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এই দুটি জাতীয় উদ্যানেই একই প্রজাতির গন্ডারের মধ্যে প্রজননের জন্য আগামীদিনে গন্ডারকুলের ভয়ানক জিনগত বিভিন্ন অসুখের পাশাপাশি গন্ডারদের গড় আয়ু কমে যাওয়ারও একটি আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এক বিশিষ্ট পশু চিকিৎসকের কথায়, 'একই প্রজাতির মধ্যে বারবার প্রজনন হলে নতুন গন্ডারকুলের মধ্যে বিভিন্ন রোগ হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। কোনও কারণে জিনগত কোনও অসুখ ছড়িয়ে পড়লে গোটা গরুমারা বা জলদাপাড়ার গন্ডারকুল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।' হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ)-এর কোঅর্ডিনেটর অনিমেষ বসু বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে গরুমারা ও জলদাপাড়ায় এই সমস্যা চলে আসছে। সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে বন দপ্তরের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এসে গিয়েছে।' বন দপ্তর যে এর আগে এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেনি তা নয়। নব্বইয়ের দশক থেকে রাতুল নামের একটি গন্ডারকে গরুমারায় এনে এনক্লোজারে রাখা হয়েছিল। তবে সে গরুমারার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারায় সেটিকে পরবর্তীতে আলিপুর চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

গরুমারায় গন্ডার। -সংবাদচিত্র

বিপদ সংকেত

- বিভিন্ন জিনগত রোগের পাশাপাশি গন্ডারের গড় আয়ুও কমার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে
- সমস্যা নিয়ে চিন্তিত বন দপ্তরের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞরা
- আগামীদিনে গন্ডারকুলের ভয়ানক জিনগত বিভিন্ন অসুখের পাশাপাশি গন্ডারদের গড় আয়ু কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে
- ভিনরাজ্য কিংবা জলদাপাড়া ও গরুমারার মধ্যে গন্ডার আদানপ্রদান করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে

মাতৃহারা সংবাদকর্মী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের কর্মী শৈবাল চট্টোপাধ্যায়ের মা কুমকুম চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। সম্প্রতি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের জন্য কুমকুমদেবীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শনিবার সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিকেলে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

দুর্ঘটনায় মৃত ৫

রতুয়া ও গাজোল, ১৬ নভেম্বর : গভীর রাতে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। রতুয়া ও গাজোলে বেপরোয়া গতির বলি হলেন পাঁচজন। ভাগনির বিয়ের কার্ড দিয়ে ফেরার পথে রতুয়ার নাকাট্টি ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্র্যাক্টরের সঙ্গে সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিনজনের। মৃতদের মধ্যে দুইজন সম্পর্কে শ্যালক-জামাই। অন্যদিকে, ধাবা থেকে বাড়ি ফেরার পথে গাজোলে গাড়ির ধাক্কায় একইসঙ্গে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার রাতে জোড়া দুর্ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদায়।

দ্বিতীয় দিনে ঐতিহ্যের পোশাকে জমায়েত বক্সায়

উৎসবে ডুকপা খাবার

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৬ নভেম্বর : বক্সা ফোর্টের পাশের মাঠে তাঁবুতে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভারত ও ভুটানের একাধিক প্রশাসনিক শীর্ষকর্তা গল্পে মজেছিলেন। তবে, এই চা যে সে চা নয়। একেবারে মাখন চা। ডুকপা জনজাতির বাসিন্দারা অতিথি আপ্যায়নে সাধারণত এই চা দিয়ে থাকেন। যাকে স্থানীয় ভাষায় 'সুজা' বলা হয়। ভুটানি হস্তশিল্পের তৈরি চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কয়েকজন আবার তাঁবুতে স্ন্যাকস নিয়ে এলেন। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট, চানাচুর ছাড়া এল ইছুম (সেদ্ধ চাল), গেজা সিপ (চিঁড়া ভাজা), ছুম যাও (চাল ভাজা)। আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'এই উৎসবের উদ্দেশ্য হল ডুকপা জনজাতির সংস্কৃতিচর্চা। সেগুলো আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া এবং সংরক্ষণ করা। খাওয়াদাওয়া যার মধ্যে অন্যতম। সব খাবার দেখে ও খেয়ে ভালো লেগেছে।'

চা পর্বের পর হালকা খিদে মেটানোর জন্য ছিল খুলে (বার্লির রুটি), খবাজে (ময়দার রুটি)। সবই ডুকপা জনজাতির ঘরের খাবার। শনিবার এইসব খাবার ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালে আসা অতিথিদের দেওয়া হয়। পাশাপাশি উৎসবের জন্য যে স্টলগুলো দেওয়া হয়েছিল সেখানে প্রদর্শিত হয়। এদিন স্টলে ডুকপা জনজাতির মহিলাদের হাতে তৈরি বিভিন্ন জিনিস বিক্রির জন্য রাখা হয়েছিল। খাবারের স্টলে থাকা নীরু ডুকপা, মান্টি চক্রবর্তীরা বলছিলেন কীভাবে ডুকপা জনজাতির এই খাবারগুলো তৈরি হয়। কোন খাবারের সঙ্গে কোনটা খেতে হয়। শেষ পাতে আবার বিশেষ ধরনের পান ছিল। যেটাকে দোমা পানে বলা হয়।

অন্যদিকে, দুপুরে ওই জনজাতির প্রায় ১৬ ধরনের খাবার পরিবেশিত হয়। সেখানে ইস্কি, শাক ফ্রাই, সচি, লাবু তাজি, উমা তাজি, ফিং তাজি, সামু তাজি, ইচুম, পাকচা, লাপু ইমা পাই ছিল। এছাড়া ছিল ডুকপাদের নিজস্ব পানীয় 'আরা'। জেলা শাসক ছাড়া ডুকপা লিভিং হেরিটেজ ফেস্টিভালের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক নৃপেন্দ্র সিং, জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আসিম খান, ভুটানে ভারতের কাউন্সিল জেনারেল অজিত কুমার, এসএসবির ৫৩ ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট বিজয় সিং সহ ভুটানের বেশ কয়েকজন দাসোরা উপস্থিত ছিলেন ।

শুক্রবার বক্সা ফোর্টের পাশে এই উৎসবের উদ্বোধন হয়েছিল। শনিবার সকাল থেকে বক্সা ফোর্ট, সদর বাজার, তাশিগাঁও, লেপচাখা, আদমা ও চুনাভাটির মতো বিভিন্ন জায়গার বাসিন্দারা একত্রিত হন। ডুকপা জনজাতির ছোট থেকে বড় সবাই তাঁদের নিজস্ব পোশাক পরেছিলেন। ছেলেরা 'বখকু' আর মেয়ের 'কিরা' ও 'তোকো' পরেছিলেন। বক্সার বিভিন্ন গ্রামের ছেলেরা সকালে এসে তিরন্দাজি শুরু করে দেন। মাঠের দুই পাশে বিকেল পর্যন্ত তির খেলা চলে।

সব সময় পাহাড়ের সব এলাকার বাসিন্দার যে একসঙ্গে হওয়া হয় না। এরকম উৎসবই সকলের একসঙ্গে হওয়ার জায়গা। টেন্ডু সিরিং ডুকপা নামে ওছলুংয়ের এক তরুণের কথায়, শীতকালে আমাদের লোসার উৎসব হয়। সেই সময় গ্রামের সবাই একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করি, তির খেলা হয়। তবে এভাবে সব গ্রামের লোকেরা একসঙ্গে উৎসব করা হয় না। একই বক্তব্য, লাবা ডুকপা নামে লেপচাখার আরেক তরুণের। সব মিলিয়ে বক্সা পাহাড় এই উৎসবের আলোয় এখন ঝলমল করছে।

ডুকপা জনজাতির তরুণীদের নাচ। শনিবার বক্সাদুয়ারে।

বোড়ো ভাষায় পড়ানোর চেষ্টা নেই, আক্ষেপ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৬ নভেম্বর : এতদিন বোড়ো ভাষায় প্রাকপ্রাথমিক কিংবা প্রাথমিক স্তরে পড়ানোর মতো বই ছিল না। এরপরে অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের বোড়ো সম্প্রদায়ের ভাষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিকরা মিলে বোড়ো ভাষায় প্রাথমিক স্তরের বই প্রকাশ করেন। কিন্তু এরপরেও পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক স্তরে বোড়ো ভাষা পঠনপাঠনের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বোড়ো ভাষা অষ্টম তফশিল ভাষার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও সেই উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শনিবার ৭৩তম বোড়ো সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে মহাকালগুড়ি হিন্দুপাড়ায় ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। মহাকালগুড়ি প্রাইমারি বোড়ো সাহিত্যসভা আয়োজিত সেই অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন বোড়ো সম্প্রদায়ের বিশিষ্টরা।

এদিন বোড়ো সাহিত্যসভার উপদেষ্টা জ্ঞানসিং বসুমাতা বলেন, 'গত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে বড় ভাষার পঠনপাঠন চালুর দাবি ছিল আমাদের। কিন্তু সেটা করতে গেলে যে পরিকাঠামো দরকার, সেটার অভাব রয়েছে।' তাই তাঁরা ২০১৪ সালে এই দাবি থেকে কিছুটা সরে প্রাকপ্রাথমিক এবং প্রাথমিক স্তরে সাবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বোড়ো ভাষা পড়ানোর ব্যবস্থা করার দাবি তোলেন। তাঁর অভিযোগ, সেই দাবি পূরণের কোনও উদ্যোগই নেওয়া হয়নি। জ্ঞানসিংয়ের কথায়, 'আমাদের বলা হয়, প্রাথমিক স্তরে পঠনপাঠন চালু করার মতো বোড়ো ভাষার বই এবং অভিধান নেই। এরপরই আমরা প্রাকপ্রাথমিক এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্লাসে পড়ানোর জন্য বই প্রকাশ করেছি। তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ানো বই লেখার কাজ চলছে।' এমনকি চারটি ভাষা ব্যবহার করে অভিধান তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে।

সরকারের তরফে কোনও পদক্ষেপ না করায় 'বোড়ো রাও ছলংনাই দৈদিন গৌতুম' নামে একটি সংগঠন উদ্যোগ নিয়ে বোড়ো অধ্যুষিত এলাকার ১৩০টি প্রাথমিক স্কুলে নিজেরাই স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করে বোড়ো ভাষা পড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোড়ো সাহিত্যসভার প্রাক্তন সহ সভাপতি রমেলা ইসলারি, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং ভাষাবিদ হীরাচরণ নার্জিনারি, হৃদয় বসুমাতা, সুব্রত ইশ্বরারী, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ডঃ ক্যারোলিন বসুমাতা, রূপকুমার বসুমাতা, সাধন পাল প্রমুখ।

আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব'র মাতৃভাষা বোড়ো। তিনি বললেন, 'প্রাথমিক স্তরে যদি বোড়ো ভাষা পড়তে পারতাম, তাহলে বাংলার সঙ্গে এই ভাষাতেও কথা বলতে পারতাম।'

এদিনের মঞ্চ থেকে উপস্থিতরা বোড়ো সাহিত্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টির রক্ষা এবং প্রসার নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের নাচগান পরিবেশিত হয়। উদ্যোক্তারা জানান, অন্যান্য সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-সংস্কৃতির সঙ্গে বোড়ো সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটানোর জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মহাকালগুড়ি প্রাইমারি বোড়ো সাহিত্যসভার সভাপতি সুজল মোচারি বলেন, 'প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকে বোড়ো ভাষা এবং বোড়োদের কৃষ্টি, সাহিত্য, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য দাবি তোলা হয়েছে।'

বোড়ো সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন। শনিবার মহাকালগুড়িতে।

রজতজয়ন্তী শেষ

নিউজ ব্যুরো

১৬ নভেম্বর : শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের একটি শাখা ১৬ নভেম্বর, ২০২৪-এ তাদের রজত জয়ন্তীর সমাপ্তি অনুষ্ঠান উদযাপন করল। এই দিনটিকে স্মরণীয় করার জন্য প্রতিষ্ঠানের তরফে বাঘা যতীন পার্ক থেকে এসআইটি ক্যাম্পাস পর্যন্ত একটি বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে কলেজের পড়ুয়া সহ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীরা অংশ নিয়েছিলেন।

এই উপলক্ষ্যে এদিন এসআইটি ক্যাম্পাসে লায়ন্স আই হাসপাতাল ও নেওটিয়া গেটওয়েল হাসপাতালের উদ্যোগে স্থানীয় মানুষের জন্য একটি মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়। এছাড়া অরুণ লামা ও তাঁর টিমের তরফে মেয়েদের জন্য আত্মরক্ষার কর্মশালা করা হয়। যেখানে তাঁদের জুডো ও ক্যারাটের বিভিন্ন কৌশল শেখানো হয়েছে।

পাশাপাশি এদিন 'গো গ্রিন' নামে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়। টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা, ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিস্টার নিবেদিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার সত্যম রায়চৌধুরী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে ৫০টি বিভিন্ন গাছের চারা রোপণ করেন।

সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে শিক্ষার্থীরা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের কোচেয়ারপার্সন মৌ রায়চৌধুরীকে শ্রদ্ধা জানায়। শিলিগুড়ির প্রখ্যাত গায়ক সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, গৌরী মিত্র ও আশিস কংসবণিক গান পরিবেশন করেন। যা উপস্থিত সকল দর্শক ও শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেছে।

পি সি চন্দ্রর স্কলারশিপ

নিউজ ব্যুরো

১৬ নভেম্বর : এবছর মাধ্যমিকে জেলার শীর্ষস্থানীয় ৫৩ জনকে স্কলারশিপ দিল পূর্ব ভারতের অন্যতম ব্যবসায়িক গোষ্ঠী পি সি চন্দ্র গ্রুপ। এটি জওহরলাল চন্দ্র মেরিট স্কলারশিপ প্রোগ্রামের একটি অংশ। এবার এর ১১তম বর্ষ। প্রত্যেক কৃতীকে ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এই স্কলারশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগীতশিল্পী ইন্দ্রাণী সেন, পি সি চন্দ্র জুয়েলার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর উদয়কুমার চন্দ্র প্রমুখ। এই স্কলারশিপ দেওয়ার উদ্দেশ্য, রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু উজ্জ্বল মেধাকে উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে অনুপ্রাণিত করা এবং শিক্ষার প্রসারে এই ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা ইজিয়া বিবি - কে 09.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81A 77632 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাদের সুন্দর একটি প্রকল্প প্রদান করে যা আমাদেরকে কোটিপতিতে পরিণত করেছে। আমি সত্যিই কোটিপতি তৈরির এই পদ্ধতির প্রশংসা করি যা অনেক সাধারণ মানুষের আর্থিক ভারসাম্য বজায় রেখেছে। এমন একটি প্রক্রিয়া প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

রাজধানীর রাজপথে ডুয়ার্সের জনজাতিরা

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৬ নভেম্বর : এক ঝলক দেখে মনে হবে, এটা হয়তো ডুয়ার্স অথবা অসমের কোনও রাস্তা। কিন্তু শনিবার দিল্লির রাজপথই যেন হয়ে উঠল এক টুকরো উত্তরবঙ্গ।

কেন? শুক্রবার থেকেই বোড়োল্যান্ড উৎসব শুরু হয়েছে দিল্লিতে। প্রধানমন্ত্রী এই উৎসবের সূচনা করেন। এদিন ছিল সেই উৎসবের দ্বিতীয় দিন। বোড়ো সাহিত্যসভার ৭৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে দিল্লির রাজপথে শোভাযাত্রা বের করা হয়। তাতে সারিবদ্ধভাবে হেঁটেছেন বোড়ো, রাভা, নেপালি, সাঁওতাল, আদিবাসী, গারো, রাজবংশী, অসমিয়া সহ বিভিন্ন জনজাতির প্রতিনিধিরা। তাঁরা শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাক পরেই। সঙ্গে ছিল বাদ্যযন্ত্র। শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে তাঁরা গান গেয়েছেন নিজের ভাষায়। সেই গান এবং বাজনার তালে নেচেছেন। সেই দৃশ্য দেখে মন ভয়ে গিয়েছে রাজধানীর দর্শকদের।

এদিন সকাল সওয়া ৯টায় বোড়ো সাহিত্যসভার পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন বোড়ো সাহিত্যসভার সভাপতি ডঃ সুরথ নার্জারি। অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির অন্তত ৬০০০ প্রতিনিধি শনিবার সকাল ঠিক ১১টায় এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। এসএআই ইন্দিরা গান্ধি স্টেডিয়ামের ৭ ও ৮ নম্বর গেট থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। দিল্লির সার্ভিস রোড দিয়ে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে দিল্লি সচিবালয়ের চারপাশে ঘুরে আবার আগের জায়গায় ফিরে আসে। এই শোভাযাত্রায় ছিলেন বিটিআর চিফ প্রমোদ বোড়ো, কোকরাঝাড়ের সাংসদ জয়ন্ত বসুমাতারি সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

> দিল্লির বুকে বোড়ো সাহিত্যসভার এমন অনুষ্ঠানে শামিল হতে পেরে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত।
>
> **স্মরণজিৎ নার্জিনারি**
> বোড়ো সাহিত্যসভার সদস্য

সন্ধ্যা থেকে শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অসম সহ বিভিন্ন রাজ্যের সংগীত এবং নৃত্যশিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। বোড়ো সাহিত্যসভার পক্ষে স্মরণজিৎ নার্জিনারি বলেন, 'দিল্লির বুকে বোড়ো সাহিত্যসভার এমন অনুষ্ঠানে শামিল হতে পেরে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত।'

দিল্লিতে ডুয়ার্সের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর শোভাযাত্রা। শনিবার।

AN INITIATIVE OF INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT GROUP (IEM, KOLKATA)

IEM PUBLIC SCHOOL SALTLAKE

AFFILIATED TO CISCE BOARD, NEW DELHI (AFFILIATION NO. WB-417)

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ২৬ কার্তিক, ১৭ নভেম্বর ২০২৪, ১ অঘোন, সংবৎ ২ মার্গশীর্ষ বদি, ১৪ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৬, অঃ ৪।৪৯। রবিবার, দ্বিতীয়া রাত্রি ১১।২৩ রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ৮।১১। শিবযোগ রাত্রি ১১।৫১। তৈতিলকরণ দিবা ১২।১৪ গতে গরকরণ রাত্রি ১১।২৩ গতে বণিজকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।১১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১১।২৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ১১।২৩ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি ১০।১ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ১।১ গতে ২।৩৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ৭।৪৭ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ১১।২৩ গতে মাত্র পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- গর্ভাধান গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন দীক্ষা বিপণ্যারম্ভ পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ। বিবাহ- সন্ধ্যা ৪।৪৯ গতে রাত্রি ৬।৪৫ মধ্যে বৃষলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৪ ৯।১ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ২।৪১ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৯গতে ৯।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ১।৪৪ মধ্যে ও ২।৩৭ গতে ৫।৫৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২৪ গতে ৪।৬ মধ্যে।

আজ টিভিতে

আঁখিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে কি নতুন কোনও বিপদে পড়বে ঝিলিক? দুই শালিক – সোম থেকে রবি বিকেল ৫.৩০ **স্টার জলসায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, বিকেল ৩.০০ আকাশ বার্তা, বিকেল ৩.০৫ ম্যাটিনি শো, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সাত পাকে বাঁধা, বিকেল ৪.০০ জিও পাগলা, সন্ধ্যা ৭.০০ জঙ্গলে মিতিন মাসি, রাত ৯.৩৫ সন্ত্রাস

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ বচ্চন, দুপুর ২.৩০ শত্রুমিত্র, বিকেল ৫.৩০ কলঙ্কিনী বধূ, রাত ৮.২০ অভিমান, রাত ১১.১০ হীরক রাজার দেশে

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ পরিবার, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.০০ দুজনে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সন্ন্যাসী রাজা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দেবীপক্ষ, সন্ধ্যা ৭.৩০ পরদেশি বাবু

সন্ন্যাসী রাজা বিকেল ৩.০৫ **আকাশ আটে**

হীরক রাজার দেশে রাত ১১.১০ **জি বাংলা সিনেমায়**

মেরা নাম জোকার দুপুর ১২.১২ **জি ক্লাসিকে**

জঙ্গলে মিতিন মাসি সন্ধ্যা ৭ **জলসা মুভিজে**

আজ থেকেই ছুটবে যাত্রীবাহী খেলনা গাড়ি

লাইনে গাড়ি, টয়ট্রেনের 'পথে হল দেরি'

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : শুরুতেই বিপত্তি!

সমতল থেকে পাহাড় পথে চাকা গড়াতেই দফায় দফায় থমকে গেল টয়ট্রেন। ট্রেন থামিয়ে কোথাও চালক এবং সহযোগীদের খুলতে হল বাজারে টাঙানো পলিথিন, কোথাও আবার সরাতে হল লাইনের ওপর থাকা গাড়ি। সুকনার পথে তো টয়ট্রেনে ধাক্কা লাগল চারচাকার। পরীক্ষামূলক যাত্রাতেই থমকে থমকে 'পথে হল দেরি'। এমন পরিস্থিতিতে সুখবর বলতে, রবিবার থেকে ফের নিউ জলপাইগুড়ি জংশন এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে নতুন করে শুরু হচ্ছে যাত্রীবাহী টয়ট্রেন চলাচল, যাকে কেন্দ্র করে ওইদিন সকালে কাটিহারের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সুরেন্দ্র কুমারের উপস্থিতিতে নিউ জলপাইগুড়ি জংশনে (এনজেপি) রেলের তরফে বিশেষ অনুষ্ঠান রাখা হয়েছে।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) ডিরেক্টর প্রিয়াংশু বলছেন, 'কয়েক দফায় ট্রেন চালিয়ে রেললাইন পরীক্ষা করা হয়েছে। বর্তমানে তেমন কোনও সমস্যা আর নেই। তাই রবিবার থেকে এনজেপি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে পুনরায় টয়ট্রেন পরিষেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

শীতের পাহাড়ে রয়েছে ঘুম ফেস্টিভাল। স্টিম ইঞ্জিনে ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া টয়ট্রেনে সমতল থেকে পাহাড় পথে চলতে আগ্রহী বিদেশি পর্যটকরা। এমন পরিস্থিতিতে এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিল ডিএইচআর। দুই দফায় পরীক্ষামূলক যাত্রা সফল হওয়ায় শনিবার থেকেই পরিষেবা চালুর কথা ছিল। কিন্তু মাঝপথে নতুন করে যদি বিপত্তি ঘটে এবং তার কারণে যদি বিদেশি পর্যটকদের চার্টার্ড ট্রেন না চালানো যায়, তবে ফের মুখ পুড়তে পারে -এমন আশঙ্কা থেকেই শনিবার ফের পরীক্ষামূলকভাবে আরও একটি ট্রেন চালায় ডিএইচআর। এরপরই রবিবার থেকে এনজেপি এবং দার্জিলিংয়ের মধ্যে নতুন করে টয়ট্রেন পরিষেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

ট্রেন আসতেই সরিয়ে নিচ্ছেন মোটর সাইকেল। শনিবার। সুকনার কাছে। -সূত্রধর

রেল সূত্রে খবর, রবিবার থেকে যেমন টয়ট্রেন পরিষেবা চালু হচ্ছে, তেমনই এদিন থেকে ডিএইচআর আয়োজিত ঘুম ফেস্টিভালের প্রচার শুরু করে দেওয়া হবে। ৩০ নভেম্বর শুরু হয়ে ঘুম ফেস্টিভাল চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

রেললাইনে বর্তমানে তেমন কোনও সমস্যা না থাকলেও টয়ট্রেনের চলার পথে যে বারবার বাধার মুখে পড়তে হবে, তা শনিবার একাধিক ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে। সাধারণত টয়ট্রেনের লাইনের ধারে বাজার গজিয়ে ওঠা, গাড়ি দাঁড় করে রাখা নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু বর্ষার সময় থেকে বন্ধ হয়ে থাকা টয়ট্রেনের চাকা যে নতুন করে গড়াতে পারে, তা হয়তো অনেকের ধারণা ছিল না। তাই কার্যত রেললাইনে যেমন অনেকে গাড়ি রেখেছিলেন, তেমনই দাগাপুর-শালবাড়িতে একাধিক রেস্তোরাঁ কার্যত চেয়ার-টেবিল রেললাইনের উপর পেতে রেখেছিল। ফলে চলার পথে এদিন বিভিন্ন জায়গায় থমকে যেতে হয় টয়ট্রেনকে। যার জন্য ট্রেন থেকে নেমে একাধিক জায়গায় লাইনের ওপর থেকে গাড়ি সরাতে দেখা যায় ট্রেনটির চালক এবং সহযোগীদের। সুকনার পথে শালবাড়িতে তো টয়ট্রেনের ধাক্কা লাগে একটি গাড়িতে। একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় সোনাদা, কার্সিয়াংয়েও।

অনেক বছর আগেই রেললাইন থেকে জবরদখল সরিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল ইউনেসকো। কিন্তু সেই পথে এখনও হাঁটতে পারেনি ডিএইচআর।

রসিকবিলে শোভা বাড়াচ্ছে চিতাবাঘ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৬ নভেম্বর : রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে এনক্লোজারে মায়েদের সঙ্গে ছাড়া হল চিতাশাবকদের। রিমঝিম ও গরিমা সহ তাদের সাত সন্তানকে দিব্যি এনক্লোজারে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। মায়ের পায়ের আড়ালে কখনও তারা লুকোনোর চেষ্টা করছে আবার কখনও নিজেরাই হুটোপুটি করছে সবুজ ঘাসে। চিতাশাবকদের খুনশুটি দেখতে ইতিমধ্যেই রসিকবিল মিনি জু-তে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের।

এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'আপাতত রিমঝিম ও গরিমা এই দুই মাদি চিতাবাঘ তাদের সাত মাসের শাবকদের নিয়ে এনক্লোজারে দিব্যি ঘুরছে। ভালো মুডে দেখা যাচ্ছে সকলকে। তবে এখনও মর্দা চিতাবাঘদের সেখানে ছাড়া হয়নি। তিনটি মর্দা চিতাবাঘকে পরে আলাদাভাবে সেখানে ছেড়ে শাবকদের কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না তা বাড়তি খেয়াল রাখা হবে।' শীতের মুখে পর্যটকরা রসিকবিলে সমস্ত চিতাবাঘকে একসঙ্গে দেখার সুযোগ পাবেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

জেলার মধ্যে এই মিনি জু খুবই জনপ্রিয়। বাম আমলে ২,১০০ হেক্টরের বেশি জমি নিয়ে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রটি গড়ে ওঠে। সেখানে রয়েছে চিতাবাঘ, চিতল হরিণ, ঘড়িয়াল ও ময়ূর সহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। মনোরম ও নিরিবিলি পরিবেশের আনন্দ উপভোগ করতে এই জেলা তো বটেই, আশপাশের জেলা ও পড়শি রাজ্য অসম থেকেও পর্যটকরা নিয়মিত এখানে ভিড় জমান। শীতের মরশুমে হরেক পরিযায়ী পাখির দল রসিকবিলের ঝিলে অতিথি হয়ে এলেও সারাবছর পর্যটক টানতে বন দপ্তর একজোড়া চিতাবাঘ নিয়ে ২০০৮ সালে গড়ে তুলেছিল চিতাবাঘের এনক্লোজার। উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চল থেকে উদ্ধার হওয়া রিমঝিম, গরিমার ঠাঁই হয়েছিল এই রসিকবিলে। কিন্তু মর্দা সঙ্গীর অভাবে তারা মনমরা হয়ে থাকত।

এনক্লোজারে ছাড়া চিতা শাবক।

গতবছর ডিসেম্বরে ঝাড়গ্রামের চিড়িয়াখানা থেকে তিনটি মর্দা চিতাবাঘ শাহজাদ, সোহেল ও সুলতানকে রসিকবিলের এনক্লোজারে ছেড়েছিল বন দপ্তর। মর্দা সঙ্গী পেয়ে মন তো চনমনে হয়েছিলই এমনকি সন্তানসম্ভবাও হয়েছিল রিমঝিম, গরিমারা। অবশেষে এপ্রিলে গরিমা তিনটি ও রিমঝিম চার ফুটফুটে শাবকের জন্ম দেয়। সাত শাবককে ও দুই মাদি চিতাবাঘ বন দপ্তরের দেখভালের মধ্যে ছিল নাইট শেলটারে। অবশেষে শাবকগুলির সাত মাস বয়স হওয়ায় ধীরে ধীরে এনক্লোজারের খোলা পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হল। বনকর্মীরা সবসময় খেয়াল রাখছেন শাবকদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না।

খোলাবাজারে ধান বিক্রিতে আগ্রহ

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : সরকারি ন্যায্যমূল্যের তুলনায় এবার খোলাবাজারেই ধান বিক্রিতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন কৃষকরা। খোলাবাজারে দাম এখন নিয়ন্ত্রণে থাকলেও প্রায় দিন পনেরো পরে ধাপে ধাপে ধানের দাম বাড়তে পারে। মূলত চলতি বছর ধান উৎপাদনে মার খাওয়াতেই ধানের দাম অতিরিক্ত হারে বাড়তে পারে বলে মনে করছেন কৃষক ও ব্যবসায়ীরা। তবে এই চিত্র শুধু জলপাইগুড়ি বা কোচবিহার জেলায় নয়, উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাতেই ধান উৎপাদনে গত বছরের তুলনায় এবার যথেষ্ট তারতম্য রয়েছে।

কৃষকদের কথায়, গত বছর বিঘা প্রতি যেখানে ৯-১০ মন (প্রতি মন অর্থাৎ ৪০ কিলোগ্রাম) ধান উৎপাদন হয়েছে। সেখানে এবার মাত্র ৫-৬ মনের বেশি হয়নি। স্বাভাবিকভাবে উৎপাদনে মার খাওয়ায় দামও বৃদ্ধি পাবে। একইসঙ্গে ঝড়ের দাপটে অনেক ধানখেতেই গাছ পড়ে যাওয়ায় উৎপাদিত ধানও ঝরে গিয়েছিল। তাতে ফলন নষ্টও হয়েছে। সবকিছু মিলিয়ে ধানের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারি ন্যায্যমূল্যের থেকে খোলাবাজারে বিক্রির জন্যে দামের আশায় রয়েছেন কৃষকরা।

সহায়কমূল্যে প্রতি কুইন্টাল ২,৩০০ টাকা এবং উৎসাহ ভাতা হিসেবে আরও ২০ টাকা মিলিয়ে ২,৩২০ টাকা করে কৃষকদের দেওয়া হচ্ছে। জেলা হিসেবে ইতিমধ্যে লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে কোচবিহার জেলাজুড়ে ২ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার টার্গেট ঠিক করা হয়েছে এবং জেলাজুড়ে ৪৪টি সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। যেখানে ইতিমধ্যে ১ হাজার ৩৪ মেট্রিক টন কেনা হয়েছে।

জমিতে সোনালি ধান।

একইভাবে জলপাইগুড়ি জেলায় ১ লক্ষ ৯০ হাজার মেট্রিক টন ও দার্জিলিং জেলায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার মেট্রিক টন ধান কেনার টার্গেট নেওয়া হয়েছে। এখানে জলপাইগুড়ি জেলায় মোবাইল ইউনিট মিলিয়ে ৩১টি এবং দার্জিলিং জেলায় ৭টি ক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গত বছরের তুলয়ায় এবারে প্রতিটি জেলায় ক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকরা অবশ্য এবার টার্গেট পূরণে আশাবাদী। কোচবিহার জেলার খাদ্য নিয়ামক মানিক সরকার বলেন, 'এটা ঠিক যে খোলাবাজারে দাম বাড়তে পারে। তবে সরকারি ন্যায্যমূল্যে কৃষকরা আগ্রহী রয়েছেন এবং আমরা আশাবাদী বিভাগীয় লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হবে। এর জন্যেই ৪৪টি ক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে।' একই দাবি করেছেন জলপাইগুড়ির খাদ্য নিয়ামক দাওয়া ওয়াঙ্গেল লামা। তাঁর কথায়, 'লক্ষ্যমাত্রা অবশ্যই পূরণ হবে। এরজন্যে মোবাইল ইউনিট যাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সহায়কমূল্যে ধান কেনেন, তাঁদের অতিসক্রিয় করা হয়েছে এবং অন্য ক্রয়কেন্দ্রগুলিতেও নজর রাখা হচ্ছে। বর্তমানে এখনও ধান কাটা তেমনভাবে শুরু হয়নি। কয়েকদিন পর ধান বিক্রিতে হিড়িক পড়বে। দার্জিলিং জেলার খাদ্য নিয়ামক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস অবশ্য এই বিষয়ে কোনও কিছু বলতে নারাজ।

কৃষকদের কথায়, যেখানে ধান বিক্রিতে দাম বেশি পাওয়া যাবে, সেখানেই বিক্রি করা হবে। এর জন্যে সময় নিতে হলেও তাঁরা রাজি। একইভাবে ধানের পরবর্তী চাষের জন্যেও খরচের জন্যে টাকার প্রয়োজন রয়েছে। তাই দাম বেশি পেলে কৃষকরাই উপকৃত হবেন।

কৃষক বাবলু রায় বলেন, ধান উৎপাদনের নিরিখে সহায়কমূল্যের তুলনায় খোলাবাজারেই দাম বাড়বে। কয়েকদিন পর সেটা হয়ে যাবে। আর কৃষকরাও দাম বেশি পেলে খোলাবাজারেই ধান বিক্রি করবেন।

CINEMA সিনেমা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

শিক্ষা

■ নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখার সহজ পদ্ধতি। প্রবীণ ইংরেজি শিক্ষকের ৩ মাসের ক্লাস। M : 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/113409)

ADMISSION

■ Margaret (S.N.) English School, Pradhan Nagar, Siliguri- Admission form of Class V to IX, English Medium, will be distributed from 18/11/2024 to 23/11/2024 - Secretary, Teacher-in-Charge (C/113413)

CALENDAR/DIARY

■ সস্তায় ক্যালেন্ডার, ডায়েরির পাইকারি প্রতিষ্ঠান। 'স্বস্তি প্রিন্টিং প্রেস', পার্ক প্যালেস, H.C. রোড, শিলিগুড়ি। M-9832083404. (C/113420)

চিকিৎসা

■ প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট DR. M M Samim, MBBS, DM (গোল্ড মেডালিস্ট NIMHANS, ব্যাঙ্গালোর)। রোগী দেখার সময় প্রতি মঙ্গলবার দুপুর ৩টা থেকে - 'গয়ারাম মেডিকেল হল', হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি। (M) ছ 9832044407) (C/113413)

■ কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স - স্টুডেন্ট, যুবক, যুবতি, বিবাহিত দম্পতি (সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)। 9832012088 (9 A.M. - 5 P.M.). (C/110815)

ভাড়া

■ কোচবিহার বি.এস. রোড (উত্তর), ১,৫০০ স্কোয়ার ফিট (কমার্শিয়াল) গ্রাউন্ড ফ্লোর (রাস্তার ধারে) ভাড়া দেওয়া হবে। পার্কিং আছে। ব্যাংক (এ.টি.এম. সহ), রেস্টুরেন্ট, শো-রুম অগ্রাধিকার পাবে। দূরভাষ - ৭৯০৮৭০৯০৮৭ (C/111886)

ভাড়া

■ Room for Rent, Near Aurobinda Sporting Club. Ground Floor. (M) 6297033721/7908772722 (C/113366)

■ লেকটাউন মহাশক্তি কালীবাড়ির কাছে বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। একেবারে নতুন দ্বিতীয় তল। ফোন নং- 7001406725,9002107642. (C/113374)

বিক্রয়

■ জলপাইগুড়ি মোহন্ত পাড়া কালীবাড়ির নিকট মালঞ্চ আবাসনে 3rd ফ্লোরে 1200 Sq. Ft ফ্ল্যাট (গ্যারেজ নেই) বিক্রি হবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যোগাযোগ করুন। দালাল নিষ্প্রয়োজন। What's aap:- 7908453615 (C/113419)

■ ধূপগুড়ি নাথুয়া রোডে পশ্চিম মাগুড়মারির নিকট হিমঘর করার উপযুক্ত 11 বিঘা জমি বিক্রয়। M-7908631146 (C/113419)

■ 1564 Sq.ft Furnished Flat, 1st floor, Sachin-Sourav Appt. Near Siliguri College for Sale (M) 8918078456 (C/113414)

■ শিলিগুড়ি সংহতি মোড়ের কাছে সুসজ্জিত তিন তলা বাড়ি (বড় গ্যারেজ সহ) বিক্রয় করিব। যোগাযোগ - 9832093348 (C/113419)

■ Commercial shop for sale @Deshbandhupara. Ph: 9733115818 (C/113420)

■ Sewai Machine with Accessories for Sale. Serious buyers may Call 8240172773 (C/113419)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৪½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮½' রাস্তা ও ৮½' রাস্তায় ২ কাঠা জমি বিক্রি হবে। M : 9735851677. (C/113407)

বিক্রয়

■ Sale Flat 3 BHK (1st Floor) with Garage. D.B. Para, Slg. 8637301583 (C/113416)

■ জমি বিক্রি আছে সাহুডাঙ্গিতে বড় রাস্তার সামনে। 4 কাঠা ২ ছটাক। Call :82932 39288. (C/113352)

■ শিলিগুড়ি রাজা রামোহন রায় মেইন রোডে 2nd ফ্লোর ফ্রন্টে 900 sqft ফ্ল্যাট ও 672 sqft দোকান বিক্রয়। M : 9832308482. (C/113375)

■ 4 Decimal Corner plot in Dooars City, Malbazar, immediate sale, contact. M : 8617874583 / 9002263385. (S.C)

■ 2BHK, Flat for sale, Siliguri at 30 Lacs. Ph : 7908773087. (C/113369)

■ Sale 824 Sqft 2 BHK Flat, Floor 1, Deshbandhu Para, Slg, 33 L, M-8902254011. No Broker. (K)

■ শিলিগুড়িতে পূর্ব রবীন্দ্রনগরে $1\frac{1}{2}$ কাঠার জমিতে নির্মিত বাড়ি বিক্রয় হইবে। Ph: 9832384351. (C/113379)

■ হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে মেইন রোডে 2 কাঠা জমি সহ পাকাবাড়ি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ : 94757-57215. (C/113409)

■ 10 min. from Garia Bazar (Kolkata) 800 sqft. flat on 1st flr. in Atabagan, Boral Rd. for sale. M : 8016823773. (C/113411)

■ কলকাতা মুকুন্দপুরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে 1 BHK 320Sq.ft কারপেট এরিয়া ২ রুম বিশিষ্ট ফ্ল্যাট বিক্রি হইবে। Ph : 7001398880. (C/113300)

■ কোচবিহার ৯ নম্বর ওয়ার্ড রেল ঘুমটি কৃষি ফার্ম সংলগ্ন ছয় ফুট গলিতে সোয়া দুই কাঠা জমি বিক্রয়। 9832323525 / 9851839914. (C/111980)

বিক্রয়

■ সত্বর কৃষি জমি বিক্রয় করা হবে। বেংকান্দি (জটেশ্বর) এম, এস, কের নীচে যোগাযোগ-9735080458. (C/113378)

জ্যোতিষ

■ জ্যোতিষ, তান্ত্রিক, যোগী শ্রী জেকে শাস্ত্রী যে কোনও সমস্যার সমাধানে শিলিগুড়ি থানা মোড়ে। 9733262845. (C/113367)

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/- । (C/113410)

■ সামবেদী সাবর্ণ্য গোত্রীয় স্বাত্তিক ব্রাহ্মণ মহামহপাধ্যায় জ্যোতিশাস্ত্রী পণ্ডিত শ্রী মনোরঞ্জন কাঞ্জিলাল S.P.R. উত্তরবঙ্গে মহামৃত্যুঞ্জয় মহাযজ্ঞ ও স্বস্তয়ন মহাযজ্ঞ করতে আগ্রহী হয়েছেন। সঙ্গে নতুন কোষ্ঠী ও কোষ্ঠী বিচার করে দেবেন। মহামৃত্যুঞ্জয় কবচ প্রস্তুত করে দেবেন। যে কোনও ব্যক্তিগত রোগ ব্যাধি নিরাময়ে, অকাল মৃত্যুভয় রোধে ও পারিবারিক নানা আপদ-বিপদ দুর্ঘটনার সমাধানে ইচ্ছুক সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। WhatsApp-91-9433670564. (K)

জ্যোতিষ

■ আলোড়ন... বিখ্যাত বেদান্তিক তান্ত্রিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশারদ (প্রঃ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী) গুরুজি-র সান্নিধ্যে বহু ছেলে, মেয়ের, গ্রহদোষ কাটিয়ে বিবাহে আবদ্ধ হইয়া সুখী সংসার করিতেছেন, অনেক অবাধ্য-ছেলে, মেয়ে সুষ্ঠু হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছেন, কেউ ব্যবসায় মনোযোগী হয়েছেন। মাঙ্গলিক এবং কালসর্প দোষ খণ্ডনের উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র বিশেষজ্ঞ। সংসারে অযথা অশান্তি, অবৈধ সম্পর্ক নিধনের জন্য আপনার একমাত্র বিশ্বস্ত স্থান। অগ্রিম যোগাযোগ -যোগাযোগ - 94340-43593, শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিন ভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার। (C/113402)

স্থান পরিবর্তন

■ একটি Saw Mill চালু আছে, সেটি Transfer (Shifting) করিব, ইচ্ছুক ব্যক্তি যোগাযোগ - M : 8927645206, 9641348101. (C/113297)

ব্যবসা

■ কলকাতায় অবস্থিত ঔষধ (আয়ুর্বেদ-ফুড সাপ্লিমেন্ট) বিক্রয়কারী সংস্থা উত্তরবঙ্গে আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ডিস্ট্রিবিউটর চাইছে। 9674077008/ 9674999643. (K)

কর্মখালি

■ কোচবিহারে একটি প্রতিষ্ঠিত হোটেলের জন্য রুম সার্ভিস বয় এবং শেফ আবশ্যক। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M : 9735526252. (C/111889)

■ শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে অবস্থিত মেডিসিন দোকানের জন্য প্রকৃত স্থানীয় কর্মঠ স্টাফ চাই। M : 98323 85729. (C/113410)

কর্মখালি

■ Mim. Qual. 10+2 & 2 years sales experience candidates required for Mahindra Showroom For Maynaguri, Falakata, Birpara, Hasimara. Location Residential Candidates who are interested can send their C.V. @arindam68@gmail.com or W/A. 7076499986 / 7548957359, Best in Industry. Salary + TA+Incentive. (S/C)

■ Marketing Agent Required for Bakery. Salary as per experience. Ph : 9733645588. (C/113093)

■ চিমনি ও ফিল্টারের সার্ভে ও সার্ভিসিং-এর কাজে পুরুষ ও মহিলা নেওয়া হবে। বেতন ১০,০০০+কমিশন। মো : 8250428132. (C/113370)

■ শিলিগুড়িতে Gift-এর দোকানে H.S., 20-30 Age, স্থানীয়, কর্মঠ ছেলে চাই। M : 9851636993. (C/113407)

■ বাগডোগরায় অবস্থিত Retail Medicine দোকানের জন্য Computer জানা ছেলে চাই। 9609682966. (C/113386)

■ Wanted Life Sc. & English Teacher for an English School. Call : 9434812168 / 7908490493. (C/113410)

শিলিগুড়িতে প্রতিষ্ঠিত দোকানে কাজের জন্য বহিরাগত লোক চাই, থাকার ব্যবস্থা আছে। M : 90025 90042. (C/113410)

■ কোচবিহার খাগড়াবাড়ি NIIS কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র Marketing Staff চাই। @9K-12K (M)9733116424. (C/111891)

■ শিলিগুড়িতে ছোট পরিবারের জন্য (সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৬টা অবধি) রান্নার কাজের জন্য মহিলা ছাই। M : 87595-76807. (C/113410)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির পারিবারিক বাবা লোকনাথ মন্দিরের সর্বস্ব দেখাশোনার জন্য পিছুটানহীন মহিলা চাই, থেকে কাজ করতে হবে। Ph : 9434760688 (C/113413)

■ Teacher required (Eng Med. Preferred) for Prabhabati Debi Memorial School (Eng. Med), Hakimpara, Siliguri. Walk-in-interview on 20-11-2024 (Wednesday) at 3:30 PM. Contact : 81012-87877. (C/113419)

■ উত্তরবঙ্গে India Gate Basmati Rice কোম্পানি-তে Salse Officer নিয়োগ করা হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ : 9635951831, 9083257036. (C/113380)

■ শিলিগুড়িতে সেবক রোডে সি-কিউরিটি গার্ড এবং কিশানগঞ্জে ফ্যা-ক্টরি ওয়ার্কার ও হাউসকিপিং (স্বা-মী+স্ত্রী) চাই। থাকা ফ্রী + খাওয়ার ব্যবস্থা M-9832489908. (C/113420)

■ কাউন্টার সেলের জন্য 2 জন পুরুষ/মহিলা, বয়স 25-40, (বেতন যোগ্যতা অনুসারে), 2 জন কম্পিউটার জানা ক্যাশিয়ার, বয়স 30-50, (বেতন 15 হাজার) চাই। যোগাযোগ - মাল্টিলেভেল জুয়ে-লার্স অ্যান্ড কোং, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/113419)

■ অভিজ্ঞ মহিলা ট্যালি অ্যাকা-উন্ট্যান্ট চাই। ঠিকানা ঃ উত্তরব-ঙ্গ মাড়োয়ারি ভবনের বিপরীত, শিলিগুড়ি। (M) 91266-18868. (C/113418)

■ ভারতের No. 1 দ্রুতগামী ডা-ইরেক্ট সেলিং নেটওয়ার্ক কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণ করুন। লিডারদের সব সাপোর্ট করা হবে। এছাড়াও সেলস-এ মহিলা ও পুরুষ দরকার। M-97750-43758 (C/113417)

কর্মখালি

■ A reputed Boarding School requires 1. Kitchen Manager, should have minimum 3 years experience in running a commercial kitchen 2. Sports Incharge, only male candidate should have Thorough knowledge of all major sports. 3. Cafeteria Incharge Female candidate Pls. Call 9647122066 From 10am to 5pm only

■ Application are invited for the D.El.Ed. Post of Asst. Prof in English in Manoranjan Saha Memorial B.Ed College. Mob. No. 9641935498. (S/C)

■ শিলিগুড়িতে ন্যূনতম HS পাস, স্মার্ট মার্কেটিং স্টাফ চাই। বেতন 10K+অন্যান্য। (M)-9126145259 (C/113419)

■ Marketing Executive required for Largest Swimming Pool Company in Eastern India. Graduates with min 2 years relevant business development experience, strong communication skills, fluent in Hindi, Bengali & English to email CV & Photo to contact. eternalwaters@gmail.com or Call Aryan Deb at 9679179107. Position requires travelling. Salary Negotiable. (C/113387)

■ B.Tech/ Diploma in Civil, Site Supervisor (Experienced, Fresher) Computer Operator with Tally. Email : raiganjoffice309@gmail.com (M-112613)

Job Vacancy's

■ Network Manager, Team Leader, Workshop Supervisor, Back Office Staff (Female) required for Yamaha Showroom, Sevoke Road, Ph: 9851000666 / 7908203407. (C/113409)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আরজি করের ঘটনার ১০০ দিনে বিচার চেয়ে সাইকেল র‍্যালি। শনিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

কাউন্সিলার খুনের চেষ্টায় রুষ্ট ববি

রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : কসবার কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হল মাস্টারমাইন্ড আফরোজ খান ওরফে মহম্মদ ইকবাল। পূর্ব বর্ধমানের গলসি থেকে শনিবার তাকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখা। এই নিয়ে কাউন্সিলার খুনের চেষ্টায় পুলিশের জালে তিনজন ধরা পড়ল। মূল অভিযুক্ত ইকবালকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনার নেপথ্য কারণ জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় বিহার থেকে সুপারিকিলার এনে কাউন্সিলারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ধৃত তিনজন বাদেও এই ঘটনায় আরও অনেকে জড়িত রয়েছে বলে অনুমান তদন্তকারীদের।

এদিন ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। তবে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এদিন ফিরহাদ কাউন্সিলারের বাড়িতে গিয়ে দেখাও করে আসেন।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, কাউন্সিলারকে খুনের জন্য বিহার থেকে হাওড়ায় আসে সুপারিকিলাররা। তাদের জন্য হাওড়া স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সিচালক আহমেদ অপেক্ষা করছিল। সেখানে থেকে খিদিরপুরে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর পরিকল্পনামাফিক হামলা চালানো হয়। এই ট্যাক্সিচালকের গাড়িতে করেই ঘটনাস্থল থেকে ইকবাল সহ বাকিরা পালায়।

শুক্রবার রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্ত যুবরাজ সিংকে। তারপর গ্রেপ্তার হয় ওই ট্যাক্সিচালক। জেরায় যুবরাজ দাবি করেছে, ইকবাল কাউন্সিলারের ছবি দেখিয়ে তাকে ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশ দেয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী যুবরাজকে স্থানীয় এক তরুণের বাইকে করে ঘটনাস্থলে নিয়ে যাওয়া হয়। ইকবাল সহ বাকিরা ট্যাক্সিতে ছিল। যুবরাজকে ভয় দেখানোর জন্য ১০ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু তারপর আড়াই হাজার টাকার চুক্তি করে। কিন্তু সেই টাকাও পরে দেওয়া হয়নি।

গ্রেপ্তার মাস্টারমাইন্ড

শনিবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান থেকে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম পরোক্ষে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এনাফ ইজ এনাফ। উত্তরপ্রদেশ, বিহারের কালচার এখানে চলবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলে দেওয়ার পরও পুলিশ কোথায়? প্রত্যেকটি গ্রেপ্তারিতে দেখছি বাইরের ক্রিমিনাল আসছে। কী করে আসছে? হোয়ার ইজ দ্য নেটওয়ার্ক? দুষ্কৃতী মাথাচাড়া দিলে সেটা দেখা পুলিশের কাজ।'

এদিন সুশান্ত ঘোষও বলেন, 'ভয়ংকর পরিস্থিতি। আমাদের কখনও ভাবতে হয়নি রাজনীতি করতে গেলে অপরাধীদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। কসবার চরিত্র গত কয়েকবছরে বদলে যাচ্ছে। এখানে ভালো মধু রয়েছে, তার জন্যই হানাহানি। বিহার থেকে সুপারিকিলার এনে এই কাজ করানো হয়। এখানকার কারও যোগ রয়েছে, বড় মাথা রয়েছে এর পিছনে। তবে মনে হয় না দলের কেউ।'

পুরকর্তার মৃত্যুতে নজরে এক রহস্যময়ী

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য ক্রমশ দানা বাঁধছে। দু-দিন নিখোঁজ থাকার পর শনিবার সকালে ভাড়াবাড়ির চিলেকোঠা থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহের পাশে আড়াই পাতার একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই নোটে এক রহস্যময়ী সহ কয়েকজনের নাম রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ফেক ভিডিও দেখিয়ে ওই ভাইস চেয়ারম্যানকে দিনের পর দিন ব্ল্যাকমেল করা হত বলে তাঁর পরিবারের দাবি। ব্ল্যাকমেলের কারণে ইতিমধ্যেই তাঁর ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে। সেই কারণে তিনি বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত ছিলেন। সেই কারণেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন, নাকি তাঁকে খুন করা হয়েছে, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি গণেশ বিশ্বাস অবশ্য বলেছেন, 'তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। একটা নোট পাওয়া গিয়েছে। এখনই এর থেকে বেশি কিছু বলা যাবে না। আমরা সবকিছু খতিয়ে দেখছি।' সুইসাইড নোট নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু না বললেও সত্যজিৎবাবুর ছেলে সার্থক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'কয়েকজনের নাম লিখে রেখে গিয়েছেন বাবা। তাঁরা বাবার ওপর টাকাপয়সা নিয়ে মানসিক চাপ দিতেন।'

আবাস : যুক্ত হচ্ছে প্রায় ৮ শতাংশ নাম

তালিকা যাচাইয়ে বাড়ল সময়সীমা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : আবাস যোজনায় ২০২২ সালে যে তালিকা তৈরি হয়েছিল, তাতে প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ উপভোক্তার নাম ছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ওই টাকা না দেওয়ায় তখন বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া যায়নি। রাজ্য সরকার এই টাকা দেবে বলে ঘোষণা করার পর নতুন করে সমীক্ষা হয়। কিন্তু তাতে দেখা যায়, আগের তালিকার প্রায় ২০ শতাংশ নাম বাদ গিয়েছে। তারপরই জেলায় জেলায় বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাদ যাওয়া নামের তালিকা ফের যাচাই করতে নির্দেশ দেন। সেইমতো ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত পুনরায় যাচাইয়ের কাজ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়মতো সব তথ্য পুনরায় যাচাই করা যায়নি। তাই পুনরায় যাচাইয়ের সময়সীমা বাড়িয়ে ১৮ নভেম্বর করেছে রাজ্য সরকার। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, বাদ যাওয়া নামের প্রায় ৮ শতাংশ ভুলবশত বাদ গিয়েছিল। সেই নামগুলি তালিকায় তোলা হচ্ছে।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'বাদ যাওয়া নামের তালিকা পুনরায় যাচাইয়ের সময়সীমা আমরা বাড়িয়েছি। কোনও যোগ্য উপভোক্তার নাম যাতে বাদ না যায়, সেটাই আমাদের লক্ষ্য।' পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২২ সালে যে তালিকা তৈরি হয়েছিল, তখন কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না পাওয়ায় অনেকেই পাকা বাড়ি তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে। অনেকে বাড়ি তৈরি করে ফেলায় স্বেচ্ছায় তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তবে ভুলবশত অনেক নাম বাদ গিয়েছিল। সেগুলি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পুনরায় যাচাইয়ের সময়সীমা বাড়ানোর পিছনে তথ্য সংগ্রহ নয়, তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে অ্যাকাউন্ট নম্বর ভুল থাকায় অনেক যোগ্য উপভোক্তা টাকা পাননি। সেই ভুল যাতে আবাস যোজনার ক্ষেত্রে না হয়, তাই প্রত্যেক উপভোক্তার অ্যাকাউন্ট নম্বর ও আইএফএসসি কোড মিলিয়ে দেখার কাজ চলছে। একইসঙ্গে আবাস যোজনায় যুক্ত হওয়া নামের তথ্যও ভালোভাবে যাচাই করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের মতো কঠোর নিয়ম আবাস যোজনায় টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার মানবে না। কেউ ঘরের একটা পাকা পাঁচিল তুললে তাঁর নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে না। সরকার বিষয়টি মানবিকভাবে দেখবে। সেই মতো কেউ বাড়ির ১০ শতাংশ পর্যন্ত পাকা করলেও তাঁদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির পর পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসবেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই আবাসের টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। বড়দিনের আগেই প্রথম কিস্তির টাকা যাতে দিয়ে দেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।

লটারি দুর্নীতি, আরও তল্লাশি

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : লটারি দুর্নীতিতে শনিবারও কলকাতায় তল্লাশি চালাল ইডি। চেন্নাই ও কলকাতা সহ দেশের মোট ২০টি জায়গায় এদিন তল্লাশি অভিযান চালিয়েছেন তদন্তকারীরা। কলকাতার লেক মার্কেটের এক লটারি সংস্থার আবাসন সহ তিন জায়গায় ম্যারাথন তল্লাশি চলে। এখনও পর্যন্ত লটারি দুর্নীতিতে তিন দিনের অভিযানে গোটা দেশ থেকে প্রায় ৯ কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। কলকাতার লেক মার্কেটের ওই আবাসন থেকেই প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। এদিনও ওই আবাসনে তল্লাশি চালানো হয়।

বিষের সন্ধানে পরীক্ষা অর্জুনের

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : শরীরে রাসায়নিকের উপস্থিতি আছে কি না সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে শনিবার বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা করালেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। অর্জুন বলেন, 'এ টু জেড সব টেস্ট করিয়েছি। হার্ট, কিডনি, লিভার সহ ১৪টি টেস্ট হয়েছে।' যদিও রাসায়নিক দিয়ে মারার অর্জুনের এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। পালটা অর্জুন বলেন, 'দু-একদিনের মধ্যেই রিপোর্ট পাওয়া যাবে। তখনই বোঝা যাবে আমার সন্দেহ অমূলক কি না।'

বরযাত্রীদের জন্য ৩ ঘণ্টা ট্রেন আটকে

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : বরযাত্রীদের সঠিক সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে এক অনন্য নজির গড়ল ভারতীয় রেল। এই ব্যবস্থা না করলে হয়তো ভেঙেই যেত বিয়ে। তাই বরযাত্রীর পরিবারের লোকজন রেলের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

মুম্বই থেকে গুয়াহাটিতে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন বর সহ বরযাত্রীদের একটি দল। কিন্তু সমস্যা বাধে সময় নিয়ে। ট্রেন দেরিতে চলায় প্রবল সমস্যার মধ্যে পড়েন তাঁরা। মুম্বই থেকে ট্রেনে চেপে হাওড়ায় এসে সরাইঘাট এক্সপ্রেসে গুয়াহাটি যাওয়ার কথা ছিল তাঁদের। সেইমতো গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে আসছিলেন তাঁরা। কিন্তু মাঝরাস্তায় প্রায় ঘণ্টা তিনেক লেট করে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস। ফলে নির্ধারিত সময়ে হাওড়া স্টেশনে এসে আপ সরাইঘাট এক্সপ্রেস ধরা অসম্ভব ছিল তাঁদের কাছে। বর ছাড়া ৩৪ জন ছিলেন ওই দলে। এর মধ্যে অনেক বাচ্চা ও বয়স্ক ব্যক্তিও ছিলেন।

পরিস্থিতি ক্রমশ তাঁদের হাত থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে বরযাত্রীদের মধ্যেই চন্দ্রশেখর বাগ বলে এক তরুণ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গোটা বিষয়টি রেলমন্ত্রককে জানান। রেলমন্ত্রীকেও ট্যাগ করেন তিনি। আর তাতেই হয় কাজ। হাওড়ার ডিআরএম ও সিনিয়ার ডিআরএম-এর নির্দেশে দ্রুত যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সরাইঘাট এক্সপ্রেসকে নির্ধারিত সময়ের বদলে খানিক পরে ছাড়া হয়। গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশনে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ২১ নম্বর নতুন কমপ্লেক্স থেকে ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে আনার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। তৈরি হয় বিশেষ করিডর। বরযাত্রীদের মধ্যে বেশ কিছু শিশু ও বয়স্ক যাত্রী থাকায় তাদের জন্য চারটি ব্যাটারিচালিত গাড়ি ও হুইলচেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়। ছিলেন রেলের জনা ১৫ জন কর্মীও। সকলের প্রচেষ্টায় সরাইঘাট এক্সপ্রেসে চাপতে পারেন বরযাত্রীরা।

রেল পুলিশের এই ভূমিকায় খুশির আনন্দে ফেটে পড়েছেন বরযাত্রীরা। চন্দ্রশেখর বলেন, 'রেল কর্তৃপক্ষ যেভাবে আমাদের সহায়তা করল সারাজীবন মনে রাখব।'

অনুব্রত মাথায়, তবে কোর কমিটি সব

বোলপুর, ১৬ নভেম্বর : অনুব্রতর নেতৃত্বে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ল বোলপুর তৃণমূল কার্যালয়ে কোর কমিটির বৈঠকে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল, অভিজিৎ সিংহ, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, সুদীপ্ত ঘোষ, ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা সভাধিপতি কাজল শেখ প্রমুখ।

সমস্ত বিতর্কে জল ঢেলে দীর্ঘদিন পর ফের কাজল শেখ ও অনুব্রত মণ্ডল এক জায়গায়। শনিবারের বৈঠকে কাজল ও অনুব্রত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্য সদস্যরা। বৈঠকে উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা ছাড়াও সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় বিকাশ রায়চৌধুরী থাকবেন কোর কমিটির আহ্বায়ক। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশক্রমে অনুব্রতর নেতৃত্বে বসবে কোর কমিটির বৈঠক। মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে পরবর্তী কোনও নির্দেশ না আসা পর্যন্ত অনুব্রতকে জেলার ক্যাপ্টেন হিসেবে রেখে চলবে সব কাজ। অর্থাৎ তিনি থাকছেন জেলা কমিটির সভাপতি এবং কোর কমিটির ক্যাপ্টেন। জেলা কমিটি ও কোর কমিটি একসঙ্গে চলবে কি না সে বিষয়ে পরবর্তী কোর কমিটির বৈঠকে ঠিক হবে বলে সূত্রের খবর।

এ ব্যাপারে কাজল বলেন, 'আজকে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। কোনও ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। দলনেত্রী এবং যুবরাজ অভিষেকের নির্দেশে বৈঠক হয়েছে। পঞ্চায়েত ধরে ধরে আলোচনা হয়েছে।'

তন্ময়কে ফের জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : শনিবার ফের বরানগর থানায় পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হলেন সাসপেন্ডেড সিপিএম নেতা তন্ময় ভট্টাচার্য। মহিলা সাংবাদিক হেনস্তার ঘটনায় এই নিয়ে চারবার পুলিশ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করল। এদিন দুপুর ৩টে ১০ মিনিটে থানায় যান তিনি। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর থানা থেকে বের হন। তাঁকে ২৩ নভেম্বর আবার থানায় তলব করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'বার বার তলব করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের কারণে তাঁকে বার বার ডাকা হচ্ছে। আমিও পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। আগামী দিনেও করব।' তবে ওই মহিলা সাংবাদিককে এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে বা সিপিএমের তদন্ত কমিটির তরফে ডাকা হয়নি।

মাঠ থেকে একমুঠো ধান নিয়ে বাড়ির পথে। কার্তিক মাসের শেষ সংক্রান্তিতে মুঠোপুজোয়। শনিবার নলহাটিতে। ছবি : তথাগত চক্রবর্তী

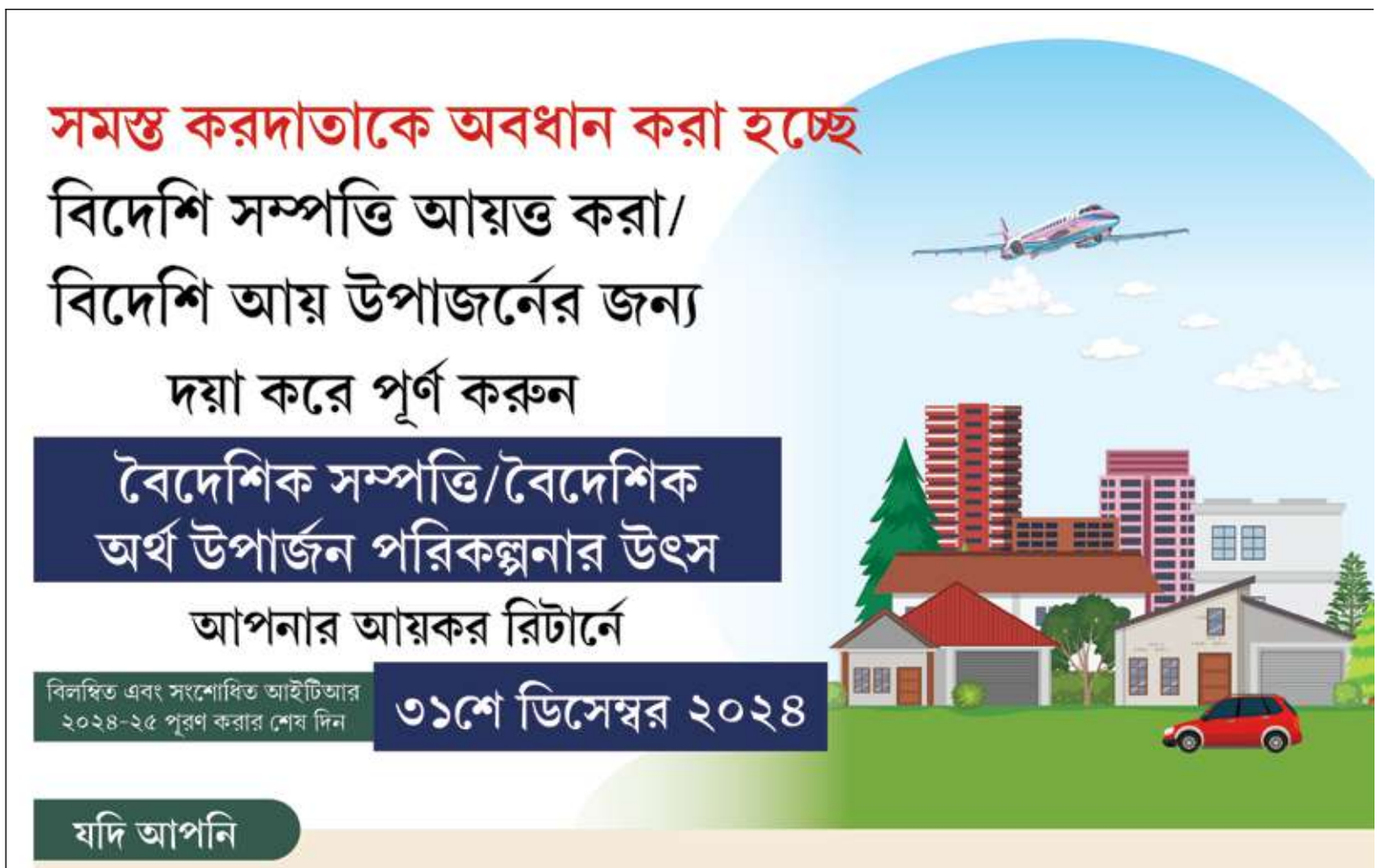

নিজস্ব কৃষ্টিচর্চায় হয়ে উঠুক ‘আদর্শ’

চিরদীপা বিশ্বাস

কালীপুজোর ছুটি কাটিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে টোটো ছুটল নিউ কোচবিহার স্টেশন। মাথার মধ্যে অ্যাসাইনমেন্টের চাপ, এগজাম টেনশন, স্ট্রেস, প্রেজেন্টেশনের খাপছাড়া পিপিটি-রা ততক্ষণে কেত্তন শুরু করে দিয়েছে। চিরকালীন ‘চিল’ জীবনে চিলের মতো উড়ে এসে জুড়ে বসা এই শব্দগুলোর ভার সামলে, অতি কষ্টে মনকে বোঝালাম ‘অল ইজ ওয়েল’। এমন সময় হুশ করে টোটোটা রাসমেলার মাঠের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ব্যাস, মুহূর্তের মধ্যে পরীক্ষা, পিপিটি, টেনশন ভুলে মনটা হারিয়ে গেল রাসের নস্টালজিক স্মৃতির ভিড়ে।

রাসমেলা নিয়ে আমাদের কোচবিহারবাসীর অনেকেরই অনুভূতির প্রথম প্রকাশ হয়তো ঘটে পরীক্ষার খাতায়। বাংলার প্রশ্নপত্রের রচনা বিভাগে ‘একটি মেলার অভিজ্ঞতা’ শিরোনাম দেখার সঙ্গে সঙ্গে পাতার পর পাতা নামিয়ে দেওয়ার অদ্ভুত এক ক্ষমতা তখন যেন মাথাচাড়া দিয়ে উঠত। এভাবেই পরীক্ষা, বন্ধুদের সঙ্গে মেলায় ঘোরা, প্রথমবার ওজন করে নিজের জমানো টাকায় বাড়ির জন্য জিলিপি কিনে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আমাদের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে রাস যেন একেবারে লেপটে আছে। টমটম গাড়ি কেনা থেকে নাগরদোলায় চড়ার উত্তরণ দেখেছে রাস, আবার পুতনা দেখে আঁতকে ওঠা থেকে তার সঙ্গে হাসিমুখে সেলফি নেওয়ার সাহসের সাক্ষীও থেকেছে।

এভাবেই বছরের পর বছর ধরে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি, রাজবাড়ির মতো রাসমেলাও কোচবিহারের পরিচিতি, অস্তিত্বের অঙ্গ হয়ে উঠেছে যেন। বাড়ির বড়দের কাছে ছোটবেলার রাসের স্মৃতির এক উজ্জ্বল অধ্যায় হল সার্কাসের হাতিদের তোষরি জলে স্নান করতে দেখা। বহু আগে যখন বাঘ আনা হত, তখন শীতের রাতে বাঘের গর্জন শোনা। তাদের এই নস্টালজিয়া আবার আমাদের প্রজন্মের কাছে ধূসর।

আমাদের কাছে রাসের ইউনিক স্মৃতি ওই মদনমোহনবাড়ির গণ্ডির মধ্যেই কিছুটা। আর বুড়ির চুল, ভেলপুরি এইসব টুকটাক। এভাবেই রাসের নস্টালজিয়া ধীরগতিতে বদলে যাচ্ছে। তাই মনে হয় আজকাল হাজার গন্ডা বিনোদনের মাঝে নবপ্রজন্ম কি ঠিক একইভাবে রাসের নস্টালজিয়ায় ডুব দিতে পারবে ভবিষ্যতে?

বুড়ির চুল আজকাল শুধুই রাসমেলার অঙ্গ তো নয়। এমনকি রাসচক্র ঘোরানো বা পূতনা দেখার সাধেও এখন অকালবোধন হয়ে যায় শারদীয়ার থিমপুজোর কল্যাণে। তাই দুশো বারো বছর বয়সি একটা মেলাকে একটু নতুনভাবে অলংকৃত করা যায় না কি! যাতে আর পাঁচটা মেলা থেকে আলাদা ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে এবং আদর্শ হিসেবে স্মৃতিতে থেকে যাবে একেবারে তাজা হয়ে।

এক্ষেত্রে কোচবিহার জেলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক আঙ্গিককে হাতিয়ার করা যেতেই পারে। এভাবে দূরদূরান্তে সংস্কৃতির সম্প্রসারণও ঘটবে। পাশাপাশি জেলার অন্তরে মাটির টানও থাকবে অটুট। রাসের ঐতিহ্যের সঙ্গে কোচবিহারি মাটির মিশেল ঘটলে তা নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠবে।

সেজন্যে মেলামাঠের সাংস্কৃতিক মঞ্চের সুব্যবহার অতি প্রয়োজন। জেলার মানুষের প্রতিনিধিত্ব সেখানে খুব একটা আশাপ্রদ নয়। বিভিন্ন আলোচনায় যখন শুনি কোচবিহার জেলার নামজাদা প্রথম সারির শিল্পীদেরও আবেদন করে জায়গা পেতে হয়, সেটা সত্যিই খুব খারাপ লাগা জাগায়। অবশ্যই দূরদূরান্ত থেকে আসা খ্যাতনামা শিল্পীদের অনুষ্ঠানে উপচে পড়া ভিড় মেলার গ্ল্যামার বাড়ায়। কিন্তু কোচবিহার জেলার মাটির শিল্পীদের সেভাবে গুরুত্ব সহকারে জায়গা দেওয়া হয় কি?

ভাওয়াইয়া ছাড়াও কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির নানা ধারা রয়েছে। কুষান গান, সাইটোল বিষহরির মতো কোচবিহারি সংস্কৃতি, যা প্রায় বিলুপ্তির পথে কতটা গুরুত্ব পায় বেহারনগরীর প্রাণের ঠাকুরের মেলায়! শহরের নতুন প্রজন্মকে তার শহর সম্পর্কে, জেলার ঐতিহ্য সম্পর্কে জানানোর এর চেয়ে ভালো কি উপায় হতে পারে? মদনমোহনবাড়ির যাত্রাপালার এক নির্দিষ্ট ধরনের দর্শক আছেন। বাকি সকলের নজর থাকে ওই মূল মঞ্চের দিকেই। বহিরাগত শিল্পীদের গ্ল্যামারাস বিনোদন আর পাঁচটা অনুষ্ঠান বা মেলাতেও প্রায় দেখা যায়। তবে এর পাশাপাশি রাসের মতো একটা ঐতিহ্যবাহী মেলা আদর্শ হয়ে ওঠার দাবি রাখতে পারে না কি!

শুনেছি আগে নাকি নাটকের জন্য কোচবিহার ক্লাবের মাঠে মঞ্চ বাঁধা হত। সেখানে নাটক মঞ্চস্থ করত জেলার নানা দল। এই প্রথা তো আবারও ফিরিয়ে আনা যায়। পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুলের দলভিত্তিক নানা প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, যার কেন্দ্রবিন্দু হবে হেরিটেজ শহর কোচবিহার। এভাবে নতুন প্রজন্ম জেলার লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস নিয়েও আগ্রহী হবে। কুইজ প্রতিযোগিতা, যা বর্তমানে আয়োজিত হয় তাতে এক নির্দিষ্ট সংখ্যক পড়ুয়াই অংশ নিতে পারে। অথচ নাচ, গান, নাটক ইত্যাদি সবক্ষেত্রেই জেলার একটা নিজস্বতা আছে। সেটা আজকাল অনেকেরই অজানা। বৈরাতি নৃত্য কাকে বলে, ভাওয়াইয়া গান কী এসব বৃহৎ দর্শকের কাছে পৌঁছানো বড় দরকার।

কোচবিহারের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন, তাঁদের মেলার বিভিন্ন দিন আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ করে, জেলার নানা তথ্য আদানপ্রদান হতে পারে, যা নবপ্রজন্মের মধ্যেও ভাবনার নানা দিক উন্মোচন করবে।

এভাবে নিজস্ব কৃষ্টির চর্চার মাধ্যমে রাসমেলা হয়ে উঠতে পারে অন্য সব মেলাগুলি থেকে পৃথক এবং দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যাতে, ভিন্ন জেলার আর পাঁচজন যদি কখনও জিজ্ঞেস করে ‘কোচবিহারের রাস কেন এবং কোথায় আলাদা?’ তখন যেন মদনমোহনজিউ, রাসচক্রের মতো দু’-চারটা উদাহরণ দিয়েই থেমে যেতে না হয়।

এককালীন করদমিত্র রাজ্য হিসেবে কোচবিহারের সমৃদ্ধ, ঐতিহ্যপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনক, পশ্চিমবঙ্গ তো দূর, কোচবিহারেরই অধিকাংশ জনগণ তা জানেন না। অন্যদিকে, মদনমোহনবাড়ির ওই স্বল্প পরিসরের এগজিবিশনের সৃজনশীলতা দেখলে মনে হয় রাজার শহরে সম্ভাবনা আছে, মেধা আছে, শহরের একটা অংশ অনেক কিছু দিতে চায়, অনেক প্রতিভা ধরে। অভাব কেবল সুযোগের। রাসমেলা সে সুযোগের দরজাগুলো তো খুলে দিতেই পারে। মেলা নিয়ে জেলার দুই কর্তৃপক্ষের মধ্যে অযথা দড়ি টানাটানি বন্ধ করে এই মেধাচর্চার দিকে যদি একটু বৃহৎ পরিসরে নজর দেওয়া যায় তবে ঐতিহ্যবাহী রাস ‘আদর্শ’ তকমাও জুটিয়ে নেবে অনায়াসে। জেলা হিসেবে কোচবিহারও হয়ে উঠতে পারবে দৃষ্টান্ত।

(লেখক প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী, কোচবিহারের বাসিন্দা)

কোচবিহারে চলছে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসবের অন্যতম রাস। কীভাবে পালটেছে রাসমেলা? আর কী বদল দরকার রাসমেলাকে আরও জনপ্রিয় করার জন্য? কলম ধরলেন দুই প্রজন্মের দুই প্রতিনিধি।

সব প্রজন্মের রাস

ক্রমে কি শুধু লাভ-লোকসানের মেলা?

রণজিৎ দেব

মদনমোহন ঠাকুরই কোচ রাজবংশের অধিদেবতা। এই মদনমোহন ঠাকুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কোচবিহারের বৃহত্তম রাসমেলা। রাসমেলার উদ্বোধন ধর্মপ্রাণ মহারাজা নিজে উপস্থিত থেকে রাসমঞ্চের বিশেষ পুজো এবং হোমযজ্ঞ শেষ করে রাসমেলার উদ্বোধন করতেন। পরবর্তী সময়ে কিছুদিন এই মেলার উদ্বোধন করেছিলেন কোচবিহারের জেলা জজ, এখন এই মেলার উদ্বোধন করেন জেলা শাসক।

ছোটবেলায় দেখেছি, রাসমেলা চলত সাতদিন। তার আগে ছিল তিনদিন, এখন সেই মেলা চলে পনেরোদিন। গতবছর রাসমেলা কুড়িদিন ধরে চলেছিল।

প্রথম যখন রাসমেলা শুরু হয়, সেই সময় মেলার স্থান নির্দিষ্ট ছিল বৈরাগীদিঘির চতুষ্পার্শ্বের রাস্তার দু’দিকে। পরবর্তীতে মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের সমাগম বেশি হওয়ায় ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে সেই মেলা মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির পূর্ব-দক্ষিণ দিকে প্যারেড গ্রাউন্ডের বিশাল মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় থেকেই রাসমেলা এই মাঠেই হয়ে আসছে, এখন আমরা যাকে বলি ‘রাসমেলার মাঠ’।

মন্দির প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে ছিল তোরণদ্বার। সেই তোরণদ্বারের উপরে ছিল নহবতখানা। আর এই তোরণদ্বারের দু’দিকে ছিল রক্ষকদের থাকার জায়গা। এখন সেখানে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অফিসঘর। নহবতখানার মধুর সুরের মোহময়তায় আপ্লুত ভক্তপ্রাণ মানুষের মন তখন সেই মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে দু’হাত তুলে দেবালয়ের দিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে ওই পবিত্রভূমি অতিক্রম করা সম্ভব হত না। বিশ্বাস, দেবাঙ্গনের স্পর্শেই বুঝি মানুষ পবিত্র হয়ে যায়। এক নতুন স্পর্শানুভূতিতেই মানুষ ভুলে যায় সুখ-দুঃখ বেদনার নানা জটিল কথা-কাহিনী। ব্যয়সংকোচনের নিয়মনীতিতে সেসব আজ সুদূরপরাহত।

অনেক আগে এই মেলায় পুণ্যার্থী, ব্যবসায়ী, দর্শনার্থীরা আসতেন সুদূর কাশ্মীর, নেপাল, ভুটান, অসম, বাংলাদেশ ও কলকাতা থেকে। এখন আর সেভাবে পুণ্যার্থীদের আসতে দেখি না। এখন যাঁরা আসেন তাঁদের বেশিরভাগ শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থে। অসম, নেপাল, ভুটান থেকে আগত দর্শনার্থীদের সেভাবে রাসমেলায় দেখা মেলে না।

কোচবিহার শিল্পবিহীন এলাকা। এখানকার মানুষ কৃষিনির্ভর, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তাই এঁদের কাছে প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন উদ্ধারকর্তা, সুখ-দুঃখ-আনন্দের উৎস এই মদনমোহনই। এই সময় খেতের ধান বিক্রি করে একবার রাসমেলায় আসতেই হয়। ছোটখাটো কেনাকাটা, আর ঠাকুর মদনমোহনের কাছে এই পুণ্যদিনে পরিবারের মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা। তাই আকাশচুম্বী ঘূর্ণায়মান আলোকরশ্মি উন্মনা করে তুলত তাঁদের মন। এই কারণে এই মেলায় তাঁদের আসার জন্যে যেমন স্পেশাল ট্রেন থাকত, তেমনই থাকত বেশি বেশি বাসের ব্যবস্থা। এখন আর সে ব্যবস্থা নেই। রাজনীতির অসৎ বাতাবরণে আনন্দঘন ভক্তিরস নিঃশেষিত। বেঁচে থাকার কঠিন লড়াই চলছে অহরহ।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ বোনসম আনন্দময়ীকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। সে কারণে ভক্তপ্রাণ মদনমোহন ঠাকুরের দর্শনার্থীদের বিনা পয়সায় থাকার জন্যে আনন্দময়ীর নামাঙ্কিত ‘আনন্দময়ী ধর্মশালা’টি মদনমোহন মন্দির সংলগ্ন স্থাপন করেছিলেন। সেখানে স্থানসংকুলান না হলে মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁবু খাটানো মঞ্চের পাশে বিচালি বিছিয়ে রাত্রিযাপনের বন্দোবস্ত করে দিতেন। ‘আনন্দময়ী ধর্মশালা’ নামটি আছে ঠিকই, কিন্তু সেখানে ধর্মপ্রাণ ভক্তরা থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। জানা গিয়েছে, সেই ধর্মশালা এখন গেস্টহাউসে পরিণত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির অর্থের প্রয়োজনেই নাকি ব্যবসায়ীভিত্তিক ভাড়া দেওয়া হচ্ছে।

শেষ মহারাজার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চুক্তি অনুযায়ী দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড কি সেভাবে পরিচালিত হচ্ছে? মহারাজা যেখানে পুরোহিতদের সম্মান প্রদানে দেবত্র ভূমি প্রদান করতেন, এখন সেখানে বেঁচে থাকার ন্যূনতম পয়সাটুকুও দেওয়া হয় না। দেবত্র বোর্ডের অধীনে মন্দিরগুলোর পুরোহিতদেরও একই অবস্থা। প্রশ্ন উঠছেই সর্বস্তরে। ভক্তপ্রাণ মানুষের মধ্যেও সন্দেহ বাসা বাঁধছে। তবে কি কোচবিহারের রাসমেলা ভক্তপ্রাণ মানুষের মিলনমেলা থেকে ব্যবসায়িক যোগাযোগ ও লাভ-লোকসানের মেলা হয়ে উঠছে?

এখান থেকে বেরিয়ে আসা আর সহজ নয় কিছুতেই? প্রশ্ন এখানেও!

(লেখক সাহিত্যিক)

ছবিগুলি তুলেছেন : অপর্ণা গুহ রায় ও ভাস্কর সেহানবিশ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

ভোটব্যাংকে ধস নামলে দায় হামিদুলের

অরুণ ঝা

সুজালি, ১৬ নভেম্বর : সুজালিতে তৃণমূলের ভোটব্যাংকে ধস নামলে তার দায় বিধায়ক হামিদুল রহমানকেই নিতে হবে। কমলাগাঁও-সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে শাসকদলের দ্বিতীয় দিনের ধর্নায় বসে এমনই মন্তব্য করেছেন দলের অঞ্চল সভাপতি আবদুস সাত্তার। ২৬'এর বিধানসভা ভোটের আগে সাত্তারের মন্তব্য ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

যদিও হামিদুল এই মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি বলছেন, '১৪ দিনের অঞ্চল সভাপতির কথায় ভোট হয় না।' সুজালির নিয়ন্ত্রণ কার হাতে থাকবে, তা নিয়ে ঘাসফুল শিবিরের কাজিয়ার পারদ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। দলের সুজালি অঞ্চল কমিটি যেমন এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে রাজি নয়। তেমনই হামিদুলও বহিষ্কৃত প্রধান নুরি বেগমের হয়ে ফ্রন্টফুটে এসে ব্যাট চালাচ্ছেন।

গত বৃহস্পতিবার নুরি দলের একাধিক পঞ্চায়েত সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে হামিদুলের বাড়িতে হাজির হন। 'সুজালির ৮০ শতাংশ মানুষ আমার সঙ্গে রয়েছে' বলে নুরি শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। সেদিন হামিদুলও দলের সুজালি অঞ্চল কমিটির বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং সন্ত্রাসের

হুংকার অঞ্চল কমিটির

অভিযোগ তোলেন। হুঁশিয়ারিও দেন। এরপর শুক্রবার থেকে সুজালি অঞ্চল কমিটি নুরির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের এবং তাঁর স্বামী ফেরার আবদুল হকের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা তোলাবাজির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্নায় বসে।

এদিন বহু সংখ্যক এলাকাবাসী শামিল হয়েছিলেন। এদিন আবদুল-ঘনিষ্ঠ রৌশন আলিও ধর্নায় ছিলেন। আবদুলের বিরুদ্ধে তিনি ক্ষোভ উগরে দেন। এই প্রসঙ্গে নুরি অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তাঁর কথায়, 'ওঁরা রৌশনকে এই বয়ান দিতে বাধ্য করেছে। রৌশনের সঙ্গে আমার এ নিয়ে কথা হয়েছে।' নুরির সংযোজন, 'আমরা বিধায়কের নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছি। নির্দেশ পেলেই গ্রাম পঞ্চয়েত অফিসের দখল নেব। পুলিশ ও প্রশাসনের সাহায্য চাইব।'

নুরির অভিযোগ 'ভিত্তিহীন' বলে মন্তব্য করেছেন সাত্তার। তাঁর বক্তব্য, 'সাধারণ মানুষ ওঁর সঙ্গে যদি থাকেন, তাহলে উনি পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকুন না।'

হামিদুলের বিরুদ্ধে সাত্তারের হুংকার, 'সুজালি তৃণমূলের অভেদ্য ভোটব্যাংক। কিন্তু হামিদুল যা শুরু করেছেন, তাতে ভোটব্যাংকে ধস নামলে তার দায় হামিদুলকেই নিতে হবে। বিধায়ক যা করছেন তাতে দলের ক্ষতি হচ্ছে। যার ফল ভালো হবে না।' হামিদুলের পালটা জবাব, 'মানুষ অঞ্চল সভাপতি আর বিধায়ককে দেখে ভোট দেন না। তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আস্থা ও দলীয় প্রতীকে বিশ্বাস রাখেন। তাই অঞ্চল সভাপতির এসব কথা মূল্যহীন।' সবমিলিয়ে এলাকায় গোষ্ঠীকোন্দল এখন অন্য পর্যায়ে।

মৃত শাবককে আগলে মা হাতি

বানারহাট, ১৬ নভেম্বর : বানারহাট ব্লকের কারবালা চা বাগানের নিকাশিনালায় পড়ে মারা গিয়েছে সন্তান। মায়ের মন মানতে চাইছিল না। তাই সকাল থেকে দিন গড়িয়ে গেল। রাত নামল। মৃত শাবকের দেহ আগলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মা হাতি। কখনও সে শুঁড় দিয়ে সন্তানের দেহ ঠেলে দেখছে, আকাশে শুঁড় তুলে চিৎকার করে উঠছে। আবার কখনও দূরে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার দিকে আক্রোশে তেড়ে গিয়েছে। মাকে সরাতে না পেরে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেলেও মৃত শাবকের দেহ উদ্ধার করতে পারেননি বনকর্মীরা।

গ্রেপ্তার 'প্রেমিক'-এর স্ত্রী, দুই আত্মীয়

তরুণী খুনের রহস্যভেদ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : পুষ্পা ছেত্রী খুনে রহস্যের জট অবশেষে খুলল। খুনের অভিযোগে পুষ্পার দূর সম্পর্কের দুই আত্মীয় এবং এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। একজন এখনও অধরা। সকলেই পুষ্পার গ্রাম টটগাঁও এবং সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে পাকড়াও করতে তদন্তকারীদের সাহায্য করল মৃত তরুণীর কল লিস্ট।

লোয়ার ভানুনগরে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন পুষ্পা। তাঁকে খুন করার পর তাঁর মোবাইলটি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল খুনি। পুলিশ সিম কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করে এখান থেকে পুষ্পার নম্বরের কল লিস্ট বের করে। তারপর নম্বরগুলির টাওয়ার লোকেশন দেখে রহস্য উদঘাটন করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুষ্পাকে খুনের সময় ঘরে ছিল দূর সম্পর্কের আত্মীয় দুজন- অভিষেক দোরজি এবং রুস্তম বিশ্বকর্মা। ৭ নভেম্বর সন্ধ্যায় ওই দুজন বাইকে চেপে পুষ্পার বাড়িতে আসে। রাত আনুমানিক ১০-১১টার মধ্যে খুন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যায়। এমনটাই দাবি পুলিশের।

পুলিশ আরও জানতে পারে, পুষ্পাকে খুনের জন্য লক্ষাধিক টাকা 'সুপারি' দিয়েছিল তাঁরই 'প্রেমিক' অরুণ প্রোটেল এবং তাঁর স্ত্রী প্রীতিকা প্রোটেল। অর্ধেক টাকা পাওয়ার পরেই অভিষেক ও রুস্তম পুষ্পাকে খুন করতে চলে যায়। বিবাহিত হলেও আড়াই বছর ধরে অরুণের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল পুষ্পার। অরুণ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। তার স্ত্রী-ও সেটাই চেয়েছিল। পুলিশের অনুমান, সেই কারণেই তারা পুষ্পাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলার ছক কষে। জানা গিয়েছে, খুনের পর তারা অরুণ ও প্রীতিকাকে পুষ্পার ভাড়াবাড়ি থেকেই ফোন

জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের পথে ধৃত রুস্তম বিশ্বকর্মা। শনিবার।

করে। টাওয়ার লোকেশনে তা ধরা পড়ে যায়।

এরপর শুক্রবার সারারাত বাড়ি ঘিরে রেখে শনিবার সকালে প্রীতিকাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি শপিং মল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় রুস্তমকে।

> **'সুপারি কিলার'**
>
> ■ খুনের সময় ঘরে ছিল দূর সম্পর্কের আত্মীয়- অভিষেক দোরজি এবং রুস্তম বিশ্বকর্মা
>
> ■ আত্মীয়দের 'সুপারি' দিয়েছিল পুষ্পার 'প্রেমিক' ও তার স্ত্রী
>
> ■ সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতেই খুনের 'সুপারি'
>
> ■ আত্মীয়-যোগ ভাবাচ্ছে, জট খুলতে পারে পুষ্পার মোবাইল উদ্ধার হলে

ওইদিনই চেন্নাই থেকে অভিষেককে গ্রেপ্তার করে বিশেষ টিম। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, 'কারও বিরুদ্ধেই এর আগে অপরাধে জড়িত থাকার কোনও অভিযোগ মেলেনি।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিষেক চেন্নাইতে একটি হোটেলে কাজ করত। তবে রুস্তম কোনও কাজ করত না।

গোটা ঘটনায় বেশকিছু প্রশ্নও উঠেছে। পুষ্পাকে খুনের 'সুপারি' দেওয়া হল তাঁরই দুই আত্মীয়কে, কেন? আত্মীয়রাই বা কেন সেটা মেনে নিল? তাঁদের কি টাকার দরকার ছিল? নাকি তাদের মনের ভেতর কোনও রাগ ছিল পুষ্পার প্রতি? আরও প্রশ্ন উঠছে, সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেও কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল কি? পুষ্পার মোবাইলে এমন কী ছিল, খুনের পর সেটা সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেল দুজন?

সেই মোবাইলের এখনও হদিস পায়নি পুলিশ। খুনে ব্যবহার হওয়া অস্ত্রও পাওয়া যায়নি। রুস্তম ও প্রীতিকাকে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অন্যদিকে, অভিষেককে ছয়দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে রবিবার সকালে চেন্নাই থেকে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে আসবে তদন্তকারীদের একটি দল।

অরুণকে এখনও গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। রাকেশ জানিয়েছেন, অরুণ সেনাবাহিনীতে রয়েছে। তার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। সে এখন পঞ্জাবে রয়েছে। তাকে গ্রেপ্তার করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বধূমৃত্যুতে কাঠগড়ায় শ্বশুরবাড়ি

বাগডোগরা, ১৬ নভেম্বর : মারধরের জেরে গুরুতর আহত এবং তারপর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর শনিবার মৃত্যু হল এক মহিলার। এমনটাই অভিযোগ মৃতের দাদার। গত ১৪ নভেম্বর বাগডোগরা থানায় চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের দাদা বিমল লোহার। মৃতের নাম প্রতিমা মণ্ডল (৩০)।

বাগডোগরার ভুজিয়াপানির বাসিন্দা বিমল জানিয়েছেন, কালনার নিউ মধুবনের বাসিন্দা সোমনাথ মণ্ডলের সঙ্গে কয়েকবছর আগে তাঁর বোনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর প্রতিমা জানতে পারেন, বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে সোমনাথের পরকীয়ার কথা। বিমলের কথায়, 'বোন এনিয়ে প্রতিবাদ করেছিল। তাই তাকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে নির্যাতন করত ওর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। স্থানীয় ক্লাবের তরফে মেটানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। আরও জটিল হয়।'

বিমল আরও বলেন, 'কিছুদিন আগে বোনকে বাগডোগরায় আমার কাছে এনে রাখি। পুজোর আগে শ্বশুরবাড়ির লোকজন এসে প্রতিমাকে ফের কালনায় নিয়ে যায়।' বিমলের অভিযোগ, ওখানে নিয়ে গিয়ে ফের বোনের ওপর শুরু হয় নির্যাতন। তাঁর দাবি, 'মাথায় আঘাত করায় বোন অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই অবস্থাতেই ওকে ওরা গাড়িতে তুলে দেয়। আমাদের বাড়িতে এসে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে বোনকে হাসপাতালে ভর্তি করি।'

এরপর তিনি বোনের স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পাশাপাশি যে মহিলার সঙ্গে সোমনাথ পরকীয়ায় লিপ্ত ছিল, তাঁর বিরুদ্ধেও নালিশ করেন বিমল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাউলগান

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ নভেম্বর : রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে ফাঁসিদেওয়ার কালুজোতে মেলা এবং বাউলগানের আসর বসল। শুক্রবার গভীর রাতে রাসচক্র ঘুরিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। কালুজোত রাস উৎসব কমিটি ৩২ বছর ধরে এই আয়োজন করছে। কালুজোত প্রাইমারি স্কুল মাঠে শনিবার মেলা বসে। এদিন রাসলীলা নাটক এবং বাউলগান হয় বলে জানিয়েছেন কমিটির সম্পাদক সমীর বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'প্রতি বছর বহু মানুষ এখানে আসেন।'

শুরু রাসমেলা

প্রথম দিনেই ভিড় কোচবিহার রাসমেলায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

পিছু হটলেন রবি

কোচবিহার, ১৬ নভেম্বর : শেষ পর্যন্ত পিছু হটলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রাসমেলা কতদিন হবে তা নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছিল কোচবিহার পুরসভার। মেলা ২০ দিন না হলে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নালিশের হুমকি দিয়েছিলেন চেয়ারম্যান। কিন্তু সেই লড়াইয়ে কার্যত পিছু হটলেন রবীন্দ্রনাথ। মেলা ১৫ দিন হবে সেটা ধরে নিয়েই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ফি নিচ্ছে পুরসভা। শনিবার সন্ধ্যায় উদ্বোধন হল রাসমেলার। মেলায় ফিতে কাটেন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। পরে মঞ্চে উপস্থিত হন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, হিতেন বর্মন প্রমুখ। প্রাক্তন মন্ত্রী হিতেন বর্মন ও তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন মেলা বাড়ানোর ব্যাপারে সওয়াল করেন।

যদিও রাসমেলা মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য শিল্পীদের যে তালিকা তৈরি করেছে পুরসভা সেটাও আপাতত ১৫ দিনের করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সুর অনেকটাই নরম। তিনি বলেন, 'কোচবিহারবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের ইচ্ছেয় মেলা শুরু হল। মদনমোহনের ইচ্ছেতেই আবার মেলা শেষ হবে।' কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, 'রাসমেলার জন্য পুরসভা প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আপাতত ১৫ দিনের টাকা নিয়েছে।'

জেলা শাসক অবশ্য চেয়ারম্যানের বক্তব্যের সরাসরি কোনও উত্তর দেননি। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই আছি। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জনগণ। আপনারা যদি নিয়মশৃঙ্খলা মেনে আনন্দ করেন তাহলে নিজেরাও আনন্দ করতে পারবেন, অন্যরাও করতে পারবে।'

রাসমেলা কতদিনের হবে তা নিয়ে এবার প্রথম থেকেই পুরসভার সঙ্গে প্রশাসনের ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছিল। গত ২৯ জুলাই পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ের পর রবীন্দ্রনাথ সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন রাসমেলা এবারও ২০ দিনের হবে। কিন্তু গত ১ অক্টোবর রাসমেলা নিয়ে ল্যান্সডাউন হলে মিটিং করে কোচবিহার জেলা প্রশাসন। ওই মিটিংয়ে রবীন্দ্রনাথ রাসমেলা ২০ দিনের কথা বলতে গেলে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা ও পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য দুজনে কার্যত একযোগে তার বিরোধিতা করেন। কোনওভাবেই ১৫ দিনের বেশি মেলা করা যাবে না সাফ জানিয়ে দেন তাঁরা। কিন্তু কোচবিহার পুরসভা পরিচালিত রাসমেলা নিয়ে পুরসভার সিদ্ধান্ত প্রশাসন এভাবে খারিজ করে দেওয়ায় বিষয়টি একেবারেই ভালোভাবে নেননি চেয়ারম্যান। এরপর ২৩ অক্টোবর কোচবিহার পুরসভা ফের বোর্ড মিটিং করে রাসমেলা ২০ দিনের করার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে এতকিছুর পরেও তাহলে প্রাথমিকভাবে পুরসভা কেন সবকিছু ১৫ দিনের জন্য করছে। তাহলে কি মেলা ২০ দিন করার জন্য পুরসভা মুখ্যমন্ত্রীর সবুজ সংকেত পায়নি? মুখ্যমন্ত্রী কি প্রশাসনের বিরুদ্ধে যেতে চাইছেন না। সেজন্যই কি প্রশাসনের সমস্ত সিদ্ধান্ত মুখ বুজে মেনে নিচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ? যদিও এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কোনও মন্তব্য করেননি।

সম্প্রীতির বার্তা দিতে এই দায়িত্ব

আলতাফ মিয়াঁ
রাসচক্র নির্মাতা

ছোটবেলায় বাবা যখন রাসচক্র বানাতেন, বাবার কাছে বসে কাজ দেখতাম। প্রথমে ধারালো দা দিয়ে বাঁশ কাটতেন। সেগুলি মাপজোখ করে পাটের সুতো দিয়ে বাঁধতেন। পরে দেখতাম কিছু কাগজকে সূক্ষ্মভাবে কেটে সেই বাঁশের কাঠামোতে আঠা দিয়ে সেঁটে দিতেন।

যখন রাসচক্র বানানোর সুযোগ পাই তখন মনে হয়েছিল নিজের কাঁধে অনেক বড় দায়িত্ব তুলে নিলাম। সেই দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করতে পারব কি না তা নিয়ে চিন্তা থাকলেও মদনমোহনের আশীর্বাদে কখনও সমস্যা হয়নি। প্রথমবার যখন রাসচক্র তৈরি করলাম। যখন দেখছিলাম এত মানুষ সেটি ঘুরিয়ে পুণ্যার্জন করছেন তখন আনন্দে চোখে জল চলে এসেছিল।

এই রাসচক্র বানানোর অনেক নিয়ম রয়েছে। লক্ষ্মীপুজোর দিন থেকেই কাজ শুরু করতে হয়। সেদিন থেকে নিরামিষ খাই। ৪০ বছর ধরে রাসচক্র বানিয়েছি। দুই বছর ধরে আমি অসুস্থ। এখন ছেলে আমিনুর হোসেন মূলত রাসচক্র বানালেও আমিও সেখানে সহযোগিতা করি।

রাসচক্রের মাধ্যমে মহারাজারা সর্বধর্মের বার্তা দিয়েছিলেন। আমরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তবুও সম্প্রীতির বার্তা দিতে মহারাজারা আমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্বটি দিয়েছিলেন। রাসচক্রে হিন্দু দেবদেবীর ছবি ও বৌদ্ধধর্মের রীতি থাকে। মদনমোহনবাড়িতে শুধু যে হিন্দুরা আসেন তা নয়, এখানে সব ধর্মের মানুষ এসেই শান্তি খুঁজে পান। আর সেজন্যই বিভিন্ন জায়গার উৎসবের চেয়ে কোচবিহারের রাস উৎসব সবার কাছে আলাদা একটি মাত্রা পায়।

অনুলিখন : শিবশংকর সূত্রধর
ছবি : জয়দেব দাস

নিষ্ফলা চা বোনাস বৈঠক

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : পাহাড়ের চা শ্রমিকদের পুজো-বোনাসের বৈঠক নিষ্ফলা। শনিবার শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেখানে মালিকপক্ষ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে বোনাস নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আরও কিছুদিন সময় চেয়েছে। ঠিক হয়েছে চলতি মাসের শেষে অথবা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে।

এদিন বৈঠক শেষে পাহাড়ের শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন হিল-তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে দ্রুত ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করা সহ বাগানের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি জেবি তামাং বলেছেন, 'মন্ত্রী প্রতিটি দাবি গুরুত্ব দিয়ে দেখে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন।'

পুজোর পর এক মাস পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও পাহাড়ের চা শ্রমিকদের বোনাস নিষ্পত্তি হয়নি। শ্রমিকদের দাবি ২০ শতাংশ। সরকার ১৬ শতাংশের অ্যাডভাইজারি দিয়েছে। মালিকপক্ষ ১৩ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে পারবে না বলে জানিয়েছে।

গত ৬ নভেম্বর কলকাতায় বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে মন্ত্রী সহ শ্রম দপ্তরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মলয় ঘটককে স্মারকলিপি দিচ্ছে হিল-তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। শনিবার।

শ্রমিক সংগঠনগুলি গিয়েছিল। কিন্তু মালিকপক্ষ না আসায় বৈঠক ভেস্তে যায়। সেদিনই জানানো হয় ১৬ নভেম্বর শিলিগুড়িতে আবার বৈঠক হবে। সেইমতো এদিন দাগাপুরে বৈঠক বসে। এদিন মন্ত্রী সহ শ্রম দপ্তরের প্রধান সচিব, শ্রম কমিশনার উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সরকারের তরফে মালিকপক্ষের কাছে শ্রমিকদের দাবি নিয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়। সেই সময় মালিকরা চা শিল্পে বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

> **সময় দাবি**
>
> ■ শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের উপস্থিতিতে দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক শনিবার
>
> ■ মালিকপক্ষ বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরে সিদ্ধান্ত নিতে আরও কিছুদিন সময় চায়
>
> ■ সেখানে সরকার ১৫ দিন সময় দিয়েছে, চলতি মাসের শেষে বা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ফের বৈঠক

মালিকপক্ষের বক্তব্য, তৈরি চায়ের খরচ অনেকটা বেড়েছে। আবহাওয়ার তারতম্যের জেরে আগের তুলনায় চায়ের উৎপাদন কমেছে। পাশাপাশি নেপালের চায়ের অবাধ প্রবেশ দার্জিলিং চায়ের বাজার নষ্ট করে দিয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার জেরে এবার শ্রমিকদের দাবিমতো বোনাস দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

কিন্তু শ্রমিকপক্ষের বক্তব্য, সমতলের চেয়ে পাহাড়ে চা শিল্পের অবস্থা অনেকটাই ভালো। পাহাড়ের চা যে দাম পায়, তরাই-ডুয়ার্সের চায়ের বাজার তার চেয়ে খারাপ। তাহলে কেন শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পূরণ করা হবে না?

শ্রমমন্ত্রী বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজেও দার্জিলিং চা নিয়ে উদ্বিগ্ন। নেপালের চায়ের অবাধ প্রবেশ রুখতে মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপের কথা বলেছেন। দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বেআইনিভাবে নেপালের চা ভারতে প্রবেশ রুখতে পানিট্যাঙ্কি এবং পশুপতি সীমান্তে চেকপোস্ট তৈরি করা হচ্ছে। চায়ের গুণগতমান পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।'

বৈঠকে মালিকপক্ষ বোনাস নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আরও কিছুদিন সময় চায়। সরকারিভাবে তাদের ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছে। শ্রমিক নেতা সমন পাঠক বলেছেন, 'আগামী বৈঠকে বোনাস নিষ্পত্তি না হলে আমাদের আবার আন্দোলনের পথে হাঁটতে হবে।' এদিন হিল-তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফে পাহাড়ের প্রতিটি বাগানে ক্রেশ, শৌচালয় তৈরি করা, উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা সহ আটদফা দাবি জানিয়ে শ্রমমন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে।

উধাও টাকা

চোপড়া, ১৬ নভেম্বর : চোপড়া থানার আমবাড়ির বাসিন্দা পেশায় চা বাগানের কর্মী পলাশকুমার সিংহ সাইবার প্রতারণার অভিযোগ তুললেন। পলাশের দাবি, শনিবার তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে কুড়ি হাজার আটশো টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। এদিন ব্যাংকের কর্মী পরিচয় দিয়ে একজন কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য চেয়েছিল। সেটা দেওয়ার কিছুক্ষণ পর তিনি দেখেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ওই পরিমাণ টাকা উধাও। রবিবার ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলে জানিয়েছেন পলাশ।

জোহর যাত্রা

বাগডোগরা, ১৬ নভেম্বর : নর্থবেঙ্গল ট্রাইবাল ইউথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শুরু হল জোহর যাত্রা। আপার বাগডোগরা পাইওনিয়ার মাঠে হয়েছে আয়োজন। সংগঠনের কোঅর্ডিনেটর মিশেল তিরকি বলেছেন, 'আদিবাসী সংস্কৃতির প্রচারে ১৬ এবং ১৭ নভেম্বর দু'দিন অনুষ্ঠান চলবে। এখানে প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনজাতির সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রাকে তুলে ধরা হবে।'

কে ওখানে? ছবিটি তুলেছেন ফালাকাটার সুবল আচার্য।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বাড়ি থেকে আনা জলের বোতলে হোমিওপ্যাথি ওষুধ

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১৬ নভেম্বর : চিকিৎসক থেকে রোগী- রয়েছেন সবাই। শুধু মিলছে না প্রয়োজনীয় ওষুধ। যখন ওষুধ থাকছে, তখন আবার খুঁজে পাওয়া যায় না পাত্র। বাধ্য হয়ে তাই বাড়ি থেকে জলের বোতল বগলবন্দি করে নিয়ে আসতে হচ্ছে রোগীকে।

চিকিৎসক বিস্তারিতভাবে রোগীর সমস্যা শুনে সেই জলভর্তি বোতলে দিচ্ছেন কয়েক ফোটা ওষুধ। শনিবার এমন ছবি দেখা গেল নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের হোমিওপ্যাথি বিভাগে।

এদিন সকাল থেকে বাকিদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন ৬৫ বছরের অমল মোহন্ত। চোখ আর পেটের সমস্যার জন্য দীর্ঘদিন ধরে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাচ্ছেন। চিকিৎসককে দেখানোর পর ওষুধ নেই বলে খালি হাতে ফেরানো হল তাঁকে। অমলের কথায়, 'বয়স হয়েছে, সকালবেলায় শান্তিনগর থেকে এসে টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়েছি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর চিকিৎসককে দেখালাম। তারপর বলা হল, এখন ওষুধ নেই। এভাবে আর কতদিন চলবে। ওষুধ না দিতে পারলে বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হোক।'

এই হাসপাতালে হোমিওপ্যাথি বিভাগে রোজ প্রচুর রোগী আসেন। সংখ্যাটা দেড়শোর কাছাকাছি। অভিযোগ, পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধের সরবরাহ না হওয়ায় অনেককে ঘুরে যেতে হয়। দিনের পর দিন এমন অভিজ্ঞতায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। ভুক্তভোগী কেটুগাবুরজোতের বাসিন্দা জুবেদা খাতুন। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'আমার সাত বছরের মেয়ে কয়েকদিন ধরে জ্বর, সর্দি আর কাশিতে ভুগছে। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসককে দেখানোর পর আমাকে বলেছে, ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হবে। দোকানে দাম ১২০০ টাকা। আমাদের মতো দরিদ্র পরিবারের পক্ষে এত টাকা দিয়ে ওষুধ কেনা সহজ নয়। যদি কিনতেই

নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল

বিতর্কের কেন্দ্রে হোমিওপ্যাথি বিভাগ।

হয়, তাহলে সরকারি হাসপাতাল কেন খোলা হয়েছে?'

হাতিঘিসা বিজয়নগর চা বাগানের বাসিন্দা ফ্রান্সিস কিসফোটার অভিজ্ঞতা আবার কিছুটা আলাদা। বলছিলেন, 'ওষুধ পেয়েছি বটে, তবে বাড়ি থেকে জলের বোতল আনতে হয়েছিল। সব ওষুধ একই বোতলে দিয়ে খেতে বলে। আমি জানি না এতে কতটা কাজ হবে।'

> **অব্যবস্থার ছবি**
>
> ■ কয়েকমাস ধরে ওষুধের পর্যাপ্ত সরবরাহ নেই
>
> ■ ফাঁপরে গ্যাস্ট্রিক, সুগার, প্রেশার সহ কয়েকটি সমস্যায় ভোগা রোগীরা
>
> ■ লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ডাক্তার দেখানোর পর বলা হচ্ছে, ওষুধ নেই
>
> ■ বাইরের দোকান থেকে কেনার সামর্থ্য নেই সবার
>
> ■ পাত্রের অভাবে একই জলের বোতলে একাধিক ওষুধ দেওয়ার অভিযোগ

হাসপাতালে সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকমাস ধরে হোমিওপ্যাথি বিভাগ থেকে পর্যাপ্ত ওষুধ মিলছে না। গ্যাস্ট্রিক, ঠান্ডা লেগে যাওয়া, ব্যথার মতো কয়েকটি শারীরিক সমস্যার ওষুধ পেতে বারবার ঘুরতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। প্রেশার, সুগার কিংবা ত্বকজনিত সমস্যায় ভুক্তভোগীরাও মহা ফাঁপরে।

এই ইস্যুতে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের হোমিওপ্যাথি বিভাগের চিকিৎসক সুজিত মুর্মুর বক্তব্য, 'ওপরমহলে ওষুধের প্রয়োজনীয়তার কথা জানানো হয়েছে।' একই বোতলে একাধিক ওষুধ দেওয়া প্রসঙ্গে সুজিতের দাবি, 'একটি পাত্রে একটি ওষুধ দেওয়াই নিয়ম। দুটি ওষুধের সংমিশ্রণ হলে সমস্যা হতে পারে।' নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষের আশ্বাস, 'হোমিওপ্যাথি আয়ুষ বিভাগের অধীনে। আমরা ওষুধের রিকুইজিশন সংশ্লিষ্ট বিভাগকে জানিয়েছি। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে।'

বিচার বিভাগীয় হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ নভেম্বর : যাত্রী সেজে বিলাসবহুল বাসে করে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে ধৃত তরুণের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে গাঁজা পাচারের সময় ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ মধুপুরের বাসিন্দা অর্ণব মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে। তার ৩টি ব্যাগ থেকে প্রায় ২৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ধৃতের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। শনিবার তরুণকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদপর্বে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকজনের নাম জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। পাশাপাশি তরুণের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত মোবাইলের কললিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আমার উত্তরবঙ্গ

৪ উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৭ নভেম্বর ২০২৪ S

শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের নানা ছবি শিলিগুড়িতে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে শহর শিলিগুড়িতে এত প্রতিবাদ, প্রচার, আলোচনা। সবটাই ঘরের বাইরে। কিন্তু ভেতরের খোঁজ ক'জন রাখেন? বধূরা ভালো আছেন কি? সম্প্রতি শিলিগুড়ি মহিলা থানায় বধূ নির্যাতনের বেশ কয়েকটি অভিযোগ জমা পড়েছে। সেখানে পণের মতো মধ্যযুগীয় প্রথার হদিস মিলেছে। সবক'টি অভিযোগ খতিয়ে দেখলে এটুকু অন্তত বোধগম্য হবে, বাইরে নারী নির্যাতন নিয়ে গলা ফাটালেও ঘরের মধ্যে বধূরা নানাভাবে অবহেলিত, নির্যাতিত।

শিশু বেশি দুধ খায়

মহিলা থানায় দায়ের হওয়া একটি অভিযোগের দিকে নজর দেওয়া যাক। স্বামী কোনও কাজ করতেন না। বিয়ের পরেও ছবিটা বদলায়নি। মহিলার অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির লোকজন বলেন, বাপের বাড়ি থেকে টাকা না আনলে খাবার জুটবে না। এ নিয়ে অশান্তি চলছিলই। শেষমেশ একদিন শিশু বেশি দুধ খায় বলে শ্বশুরবাড়িতে অশান্তি বাধে। বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ বধূর।

একটা সময়ে বচসা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন বধূ। অভিযোগ, স্বামী সেখানে এসেও মারধর করে। টাকা না নিয়ে এলে শ্বশুরবাড়িতে আর ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেয় স্বামী। শেষমেশ থানার দ্বারস্থ হন ওই বধূ।

দেওরের হাতে শ্লীলতাহানি

মোটা টাকা পণ দিয়ে বিয়ে হয়েছিল মহিলার। তারপর দিনের পর দিন বাড়ির মধ্যেই দেওরের

দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার হন বৌদি। অবাক করা কাণ্ড, শ্বশুড়বাড়ির কেউ সেটার প্রতিবাদ করেনি। বেশ কয়েকদিন ধরে নির্যাতন চলে। শেষমেশ ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে বধূর। ক্ষোভে ছয় বছরের মেয়েকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে যান। তিন মাস পর স্বামী এসে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তারপরেও দেওরের থেকে রেহাই মেলেনি। মহিলার অভিযোগ, দেওর মদ খেয়ে এসে ফের তাঁর শ্লীলতাহানি করে। একইভাবে এবারও শ্বশুরবাড়ির লোকজন গোটা ঘটনায় নীরব থাকে। সহ্য করতে না পেরে ফের সন্তানকে নিয়ে নিজের বাড়িতে চলে আসেন বধূ। মহিলা থানায় এফআইআর দায়ের করেন তিনি। সন্তানকে নিয়ে অথই জলে বধূ।

অজ্ঞান করে অনলাইনে টাকা

এখানেই শেষ নয়। একটি ঘটনায় স্বামীর কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়েছিলেন স্ত্রী। সেই টাকা ফেরত দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ঠিকমতো ফেরত না দিতে পারায় মারধর শুরু করে স্বামী। মার এমন পর্যায়ে চলে যায় যে একটা সময় জ্ঞান হারান মহিলা। বধূর অভিযোগ, যে সময় তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন, সেই সময় স্বামী তাঁর ফোন থেকে টাকা ট্র্যানজ্যাকশন করে চলে যায়। জ্ঞান ফেরার পর তিনি তাঁর মায়ের বাড়িতে চলে আসেন। তারপরেই থানার দ্বারস্থ হন তিনি।

ঠেকুয়া নিয়ে ঝামেলা

আরেক বাড়িতে বধূর ওপর দীর্ঘদিন ধরে চলছিল অত্যাচার। শ্বশুরবাড়ি থেকে বারবার বের করে দেওয়া হত। একাধিকবার কাউন্সিলারের সহযোগিতায় শ্বশুরবাড়িতে ফেরেন তিনি। কিন্তু অত্যাচার থামেনি। শেষমেশ ছটপুজোর প্রসাদ বিতরণকে কেন্দ্র করে অশান্তি পৌঁছে যায় চরমে। বধূর অভিযোগ, সেই সময় শ্বশুড়বাড়ির লোকজন তাঁকে সন্তান সহ বাড়ি থেকে বের করে দেয়। তাঁর জিনিসপত্রও ফেলে দেয়। বর্তমানে তিনি সন্তানকে নিয়ে বাপের বাড়িতে রয়েছেন। তিনিও থানায় নালিশ জানিয়েছেন। দিশেহারা অবস্থা বধূর।

প্রত্যেকটি ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, বিয়ের পর থেকে ঝামেলা শুরু। তারপর সেই ঝামেলা এমন পর্যায় চলে যাচ্ছে যে, সামান্য কিছু থেকেই বেধে যাচ্ছে বড়সড়ো অশান্তি। মারধর তো চলছেই, বাদ যাচ্ছে না যৌন হেনস্তাও। বাধ্য হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছেন মহিলারা। অনেকেরই সন্তান সমেত এখন দিশেহারা অবস্থা। সবক'টি ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তারের কোনও খবর নেই।

আর্থিক সংকট

প্রশ্ন ওঠে, শুধু গ্রেপ্তার করেই কি সমস্যা মিটবে? বধূ নির্যাতন থামানো যাবে? এর পেছনে কারণ কী? বিশেষজ্ঞরা ইঙ্গিত করছেন আর্থিক সংকটের দিকে। শিলিগুড়ি কলেজের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অমল রায় মনে করছেন, 'প্রতিটা ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, দাম্পত্যজীবনে ঝামেলার পেছনে বিশেষ করে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারে আর্থিক সংকট একটা বড় কারণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে পণপ্রথার ধরন। সেইসঙ্গে চাপ বাড়াচ্ছে পরিবারের আর্থিক সংকট। বাড়ছে দাম্পত্যকলহ।' এর থেকে নিস্তার পাওয়া যে সহজ নয়, তা মানছেন বিশেষজ্ঞরা।

কটূক্তির নালিশ অধ্যক্ষকে

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ফার্মাসিতে ওষুধ চাওয়ায় গত সোমবার কটূক্তির শিকার হন বাবুপাড়ার বাসিন্দা অভিষেক সেনগুপ্ত। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র ওইদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শোরগোল পড়ে যায়। শেষমেশ শনিবার এক স্বাস্থ্যকর্মীর বিরুদ্ধে মেডিকেলের অধ্যক্ষের কাছে অভিযোগ জানালেন অভিষেক। তাঁর সঙ্গে এদিন শুশ্রুতনগর নাগরিক মঞ্চের সদস্যরাও ছিলেন। মঞ্চের তরফে এদিন একাধিক দাবি জানানো হয়।

গত সোমবার দুটি ওষুধ না পেয়ে ফার্মাসিস্টকে অভিষেক বলেছিলেন 'খাব কী'। তাঁর অভিযোগ, 'সেই সময় এক ফার্মাসিস্ট আমাকে মরে যেতে বলেন।' এরপরেই হইচই পড়ে যায় মেডিকেলে। এরপরেই বিষয়টি জানিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ই-মেল করেন অভিষেক। তারপর এদিন অধ্যক্ষকে লিখিত অভিযোগ জানান। এদিন তিনি বলেন, 'অধ্যক্ষ ঘটনার তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি আমার চিকিৎসার সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করবেন বলেছেন।'

অন্যদিকে, মেডিকেলে পরীক্ষা, নিয়োগ, টেন্ডারে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি করে নাগরিক মঞ্চ। পাশাপাশি অধ্যক্ষের কাছে পড়ুয়া, চিকিৎসকদের সুরক্ষা, পূর্ণাঙ্গরূপে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল খোলার দাবি জানান মঞ্চের সদস্যরা।

ধান কাঁচা, হয়নি বিক্রি

চোপড়া, ১৬ নভেম্বর : নির্ধারিত শিডিউল অনুযায়ী শিবিরে ধান বিক্রি করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন কৃষকদের একাংশ। চোপড়ার সহায়কমূল্যের ধান ক্রয়কেন্দ্র থেকে শনিবার প্রায় ১০০ কুইন্টাল ধান ফেরানো হল। এদিন ১৯ জন চাষির কাছ থেকে ধান কেনা হয়েছে। ফেরানো হয় চারজনকে।

তাঁদের মধ্যে রেজাউল হক নামে একজন জানালেন, শুক্রবার জমি থেকে ধান তোলা হয়েছিল। এদিকে, স্লট বুক করা ছিল। এদিন শিবিরে আনা হলেও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিল মালিকের তরফে অনাথচন্দ্র সিংহ বলছেন, 'এদিন ৪ কৃষকের ধানের গুণগত মান ঠিক থাকলেও ভেজা ছিল, তাই নেওয়া হয়নি। পরে যে কোনওদিন নিয়ে এলে কেনা হবে।' সবে ধান ঘরে তোলা শুরু করেছে। এখনও অধিকাংশ কৃষকের ফসল জমিতে। এখনই ক্রয়কেন্দ্রে সেভাবে ভিড় জমছে না। তবে গোটা ডিসেম্বর মাসের স্লট বুক বলে জানা গেল। এদিকে, রোজ ২৫ থেকে ৩০ জনের স্লট বুক থাকলেও সবাই আসছেন না।

চোপড়া ধান ক্রয়কেন্দ্রের পারচেজিং অফিসার (পিও) বিবেক সরকারের কথায়, 'মিল মালিকদের প্রতিনিধিরা শিবিরে থাকছেন। এদিন একাংশ কৃষকের ধান নিয়ে আপত্তি উঠেছিল।' এপ্রসঙ্গে ইসলামপুর মহকুমা খাদ্য আধিকারিক মুসির আহমেদের বক্তব্য, 'কৃষকদের আগাম জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যাতে কেউ কাঁচা ধান না আনেন। স্লট বুকিং সংক্রান্ত ব্যাপারে সমস্যা হবে না। বিষয়টি জানিয়ে রাখলে পরবর্তীতে সেই ধান নেওয়া হবে।'

সম্মেলনের সমাপ্তি

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : একদিকে মালিকশ্রেণির নির্মম শোষণ, অপরদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি, এই জোড়া আক্রমণে বিদ্ধ শ্রমিকরা। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করে এসইউসিআইয়ের শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি'র ২৩তম রাজ্য সম্মেলনের সমাপ্তি হল শনিবার। শিলিগুড়িতে বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন এলাকায় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন শিলিগুড়ি জংশন থেকে একটি মিছিল করা হয়। শেষ হয় বাঘা যতীন পার্কে। তারপর প্রকাশ্য সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি এএল গুপ্তা। বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় নেত্রী ইসমত আরা খাতুন, রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, দিলীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে লোক ঠকিয়ে দুর্নীতি

শৌচালয় ব্যবহারে বাড়তি টাকা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উত্তরবঙ্গ সহ আশপাশের রাজ্য থেকেও প্রচুর গরিব মানুষ দৈনিক চিকিৎসার

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের এই শৌচালয় ঘিরেই বিতর্ক।

জন্য আসেন। প্রায় প্রত্যেকেরই শৌচালয়ের প্রয়োজন হয়। আর এই শৌচালয়কে ঘিরেও প্রচুর আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। সরকারিভাবে বেঁধে দেওয়া ফি'র বদলে শৌচালয় ব্যবহারের জন্য ১০-৩০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। আর এভাবে প্রতি মাসে লক্ষাধিক টাকা হাপিস হচ্ছে। শৌচালয়ের সামনে কোনও ডিসপ্লে বোর্ড না থাকায় গরিব মানুষ এই টাকা দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের যুক্তি, 'শৌচালয়গুলি মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দেখে। গরিব মানুষের কাছে যদি শৌচালয়ে বেশি টাকা আদায় করে থাকে তাহলে গ্রাম পঞ্চায়েতকেই বিষয়টি দেখতে হবে। এখানে আমাদের কিছু করার নেই।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে তিনটি সুলভ শৌচালয় রয়েছে। এই শৌচালয়গুলি ব্যবহারের জন্য সাধারণ মানুষের কাছে কত টাকা নেওয়া হবে তার তালিকাও দিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রস্রাবের জন্য দুই টাকা, পায়খানা এবং স্নানের ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা করে নেওয়ার কথা। কিন্তু মানুষকে বোকা বানিয়ে শৌচালয়গুলিতে ২৫-৩০ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। চোপড়ার কালিগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা হাসমত আলি শনিবার মেডিকেলে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মা মেডিকেলে ভর্তি রয়েছে। আমি কয়েকদিন ধরে এখানেই আছি। প্রতিদিন স্নান, পায়খানা করতে গেলে ২৫-৩০ টাকা করে নিচ্ছে। অনেক সময় শুধু স্নান করলেও ধমকেচমকে বেশি টাকা নিয়ে নিচ্ছে। অথচ ৫-১০ টাকার বেশি তো নেওয়ার কথা নয়।'

একই অভিজ্ঞতা অন্য রোগীর পরিজনদের। এদিন সেন্ট্রাল ল্যাবের উলটো দিকের শৌচালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ময়নাগুড়ির বাসিন্দা রতন দাস বললেন, 'প্রস্রাব করতে গিয়েছিলাম। ১০ টাকা নিয়ে নিল। আমি বললাম, প্রস্রাব করলে তো দুই টাকা নেওয়ার কথা। কিন্তু ওঁদের কাছে নাকি খুচরো টাকা নেই। তাই ১০ টাকাই রেখে দিল।' এগিয়ে গিয়ে শৌচালয়ের কর্মীকে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বললেন, 'এক টাকা, দু'টাকা তো আজকাল চলে না। তাই আমরা পাঁচ টাকা, ১০ টাকা করে নিই। এর বেশি নেওয়া হয় না।'

প্রশ্ন উঠছে, একটা সরকারি হাসপাতালে এভাবে গরিব মানুষকে দিনের পর দিন ঠকিয়ে ব্যবসা চললেও কর্তৃপক্ষ নীরব কেন? গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাবমূর্তি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

সরকারি সূত্রে খবর, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক বরাদ্দে এই শৌচালয়গুলি তৈরি করা হয়। পরে এগুলি মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রতি বছর টেন্ডার করে এজেন্সিকে বরাত দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিটি শৌচালয়ে ডিসপ্লে বোর্ড ঝোলানোর কথা। যা দেখে মানুষ নির্দিষ্ট টাকা দিয়েই শৌচালয় ব্যবহার করবেন। কিন্তু এখানে সেসব না থাকায় মানুষ ঠকানোর কারবার চলছে। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশ এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত।

মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কৃষ্ণ সরকারের বক্তব্য, 'আমাদের কাছে কেউ এই ধরনের অভিযোগ করেনি। দ্রুত এই বিষয়ে খোঁজখবর নেব।' ডিসপ্লে বোর্ড দেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন প্রধান।

নীরব কর্তৃপক্ষ

- সুলভ শৌচালয়ে প্রস্রাবের জন্য দুই টাকা, পায়খানা এবং স্নানের ক্ষেত্রে পাঁচ টাকা করে নেওয়ার কথা
- মেডিকেলের শৌচালয়ে ২৫-৩০ টাকা নেওয়া হচ্ছে
- উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বানানো শৌচালয়গুলি দেখভালের দায়িত্বে গ্রাম পঞ্চায়েত
- বরাতপ্রাপ্ত সংস্থাটি বাড়তি টাকা হাপিস করছে বলে অভিযোগ
- মেডিকেলের অন্দরে সাধারণ মানুষকে বোকা বানালেও নীরব কর্তৃপক্ষ

আহা কী আনন্দ।। *শনিবার বাগডোগরায় দিলীপ দে সরকারের তোলা ছবি।*

জলসংকট

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সংকট ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের সরোজিনীপল্লিতে। এলাকার কলটি বেহাল। জল সংগ্রহে স্থানীয়দের যেতে হচ্ছে অন্যত্র। বারবার আবেদন জানিয়েও লাভ হয়নি, অভিযোগ বাসিন্দাদের। সমস্যা মিটবে কবে, সুদত্তর পাননি তাঁরা। পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন রিনাদেবী, বসন্ত কুমার, খুশি শা-রা। যাঁদের সামর্থ্য রয়েছে, তাঁরা কিনে খাচ্ছেন জল। বাকিদের দু'বেলা ছুটতে হয় অনেকটা দূরে। ঝুনু দাস নামে এক এলাকাবাসীর কথায়, 'কখনও চেকপোস্ট বা কখনও অন্য জায়গা থেকে নিয়ে আসছি জল। এতদিন ধরে সমস্যা চলছে, তবুও দেখার কেউ নেই।'

পুরনিগম এলাকায় এমন দুর্ভোগ পোহাতে হবে ভাবিনি, আফসোস স্থানীয় সুকুমার দাসের। বলছিলেন, 'কবে থেকে যে কলটি অকেজো, ভুলে গিয়েছি। একাধিকবার অভিযোগ জানিয়েও সুরাহা মেলেনি।' আদৌ সমাধান হবে কি না, সেই সন্দেহের সুর স্থানীয় সুজয় শা'র গলায়। তাঁর কথায়, 'এখন তো সমস্যাকে সঙ্গী করে জীবনযাপনে অভ্যস্ত আমরা।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার শোভা সুব্বা অবশ্য আশ্বাস দিচ্ছেন। জানাচ্ছেন, পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। দ্রুত সেটার সমাধান করা হবে।

জখম দুই

চাকুলিয়া, ১৬ নভেম্বর : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে গেল চা পাতা বোঝাই লরি। ঘটনায় জখম হন চালক এবং খালাসি। শনিবার চাকুলিয়া থানা এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সানি সুহিয়ায় ঘটনাটি ঘটে। আহতদের কিশনগঞ্জে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। লরিটি কিশনগঞ্জের দিক থেকে ডালখোলা অভিমুখে যাচ্ছিল। লরিটি উদ্ধার করে পুলিশ।

জেলার খেলা

প্রতিযোগিতা শুরুর আগে সৌহার্দ্য বিনিময়ে দুই কিক বক্সার।

অলিভিয়ার কিক বক্সিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বিধাননগরের অলিভিয়া এনলাইটেন্ড ইংলিশ স্কুলের ব্যবস্থাপনায় ও ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অফ কিক বক্সিং অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় দুইদিনের আন্তঃস্কুল ও কলেজ কিক বক্সিং শনিবার শুরু হয়েছে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গের বিএসএফের আইজি সূর্যকুমার শর্মা, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ কিক বক্সিং অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট গোপাল লামা, জেনারেল সেক্রেটারি বিশ্বনাথ রায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ কিক বক্সিংয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট সবিতা মিশ্র, ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন কিক বক্সিং অর্গানাইজেশনের প্রেসিডেন্ট অনিলকুমার সিং প্রমুখ। এদিন ছয়জন প্রতিভাবান কিক বক্সিং খেলোয়াড়কে সম্মানিত করা হয়।

রানার্স জেম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : হরিয়ানার পঞ্চকুলাতে জাতীয় র‍্যাংকিং টেবিল টেনিসে অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের বিভাগে শিলিগুড়ি টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির জেম মহলানবিশ রানার্স হয়েছে। ফাইনালে জেম ৭-১১, ৭-১১ ও ১০-১২ পয়েন্টে হেরে যায় আরিভ দত্তর বিরুদ্ধে। সেমিফাইনালে জেম ৩-১ গেমে জিতেছিল তামিলনাড়ুর এইচ তানিশের বিরুদ্ধে।

সেরা ভোজনারায়ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : রাজ্য শ্রম দপ্তরের উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ ও মাদাতি আদর্শ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের পরিচালনায় আয়োজিত আন্তঃ বাগিচা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভোজনারায়ণ চা বাগান। মাদাতি উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে হারিয়েছে মতিধর চা বাগানকে। নির্ধারিত সময়ে কোনও গোল হয়নি।

তিন পদক বিনয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : কোচবিহার রাজবাড়ি মাঠে আন্তজাতিক আমন্ত্রণমূলক মাস্টার্স গেমসে শনিবার প্রথমদিনে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার বিনয় বিশ্বাস পুরুষদের ৬৫ উর্ধ্ব বিভাগে শটপাট, ডিসকাস থ্রো ও জ্যাভলিন থ্রোয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন। তপন সেনগুপ্ত পুরুষদের ৭০ উর্ধ্ব বিভাগে ১০০ মিটারে প্রথম ও লং জাম্পে তৃতীয় হয়েছেন। পুরুষদের ৬৫ উর্ধ্ব বিভাগে লং জাম্পে প্রথম ও ১০০ মিটারে দ্বিতীয় দিলীপ হোড়। তুহিন বিশ্বাস পুরুষদের ৫০ উর্ধ্ব বিভাগে ১০০ মিটারে তৃতীয় হয়েছেন। প্রকাশকুমার কুণ্ডু পুরুষদের ৪৫ উর্ধ্ব বিভাগে ৪০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। দীপ্তি পাল মহিলাদের ৬০ উর্ধ্ব বিভাগে ১০ হাজার মিটারে প্রথম হয়েছেন। মহিলাদের ৫৫ উর্ধ্ব বিভাগে শটপাটে প্রথম পাপড়ি দত্ত।

ফাইনালে গয়েশপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বাঘা যতীন কলোনির ভাই ভাই সংঘের মাঠে আয়োজিত মহিলাদের ফুটবল কার্নিভালে ফাইনালে উঠল গয়েশপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি ও নবদ্বীপ। শনিবার সেমিফাইনালে গয়েশপুর ১-০ গোলে হলদিবাড়ি চা বাগানের বিরুদ্ধে জয়ী হয়। স্নেহা গোল করেন। ম্যাচের সেরা গোলকিপার শিখা। পরে নবদ্বীপ ৪-১ গোলে জিতেছে নন্দঝাড় ছাত্রসমাজের বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা অঞ্জলি সরেন ছাড়াও সুজাতা টোপ্পো জোড়া গোল করেন। নবদ্বীপের গোলটি দীপা সিংহর। রবিবার পুরুষ ও মহিলা বিভাগের ফাইনাল শক্তিগড়ে হবে।

মহানন্দায় ডুবে নাবালকের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : পোড়াঝাড় সংলগ্ন মহানন্দা নদীতে মাছ ধরতে নেমে ডুবে মৃত্যু হল এক নাবালকের। শনিবার দুপুর ৩টা নাগাদ ঘটনাকে ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রের খবর, মৃতের নাম অরূপ সন্ন্যাসী (৯)। সে পুরনিগমের ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের জ্যোতির্ময় কলোনিতে পরিবারের সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে থাকত। তারা একমাস আগে গঙ্গারামপুর থেকে ওই কলোনিতে এসেছে। এদিন পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন অরূপ দুই বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মহানন্দা নদীতে মাছ ধরতে নামে। এরপর আচমকাই জলে তলিয়ে যেতে থাকে তিন নাবালক। তাদের মধ্যে রাজু সরকার নামে একটি ছেলের 'বাঁচাও বাঁচাও' চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে আসেন। সময় নষ্ট না করে দ্রুত তাঁরা নদীতে উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। তাঁদের চেষ্টায় প্রায় আধঘণ্টা পর অন্য দুজনকে জল থেকে তোলা গেলেও অরূপকে উদ্ধার করা যায়নি। এর কিছুক্ষণ পর স্থানীয় বাসিন্দারা কিছুটা দূরে অরূপের দেহ ভাসতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এবিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা পিংকু মণ্ডল বলেন, 'ঘটনার সময় আমি নদীতে মাছ ধরছিলাম। চিৎকার শুনে সেখানে যাই। দুজনকে বাঁচানো সম্ভব হলেও অপর নাবালককে বাঁচানো যায়নি। খুবই দুঃখজনক ঘটনা।'

এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন নিউ জলপাইগুড়ি থানার

জ্যোতির্ময় কলোনিতে প্রতিবেশীদের ভিড়। শনিবার।

পুলিশ কর্মীরা। অন্যদিকে, সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। মৃতের মাসি পপি রাজবংশীর কথায়, 'ভাগ্নে সহ তিনটি বাচ্চা বাড়িতে খেলা করছিল। খেলতে খেলতে তারা হঠাৎ নদীতে মাছ ধরতে নামে। সেই সময় ভাগ্নে নদীতে তলিয়ে যায়।'

দেহ উদ্ধার

গোয়ালপোখর, ১৬ নভেম্বর : শনিবার পাঞ্জিপাড়ার ঘোরধাপ্পায় এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল। স্থানীয় কয়েকজন শ্রমিক মাঠে ধান কাটতে গিয়ে মৃতদেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। মহিলার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মর্গে পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তাঁর কোনও পরিচয় মেলেনি।

সঙ্গী লক্ষ্মীকে হারিয়ে চোখের কোণে জল ঊর্মিলার

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : কয়েকদিনের চেষ্টা ব্যর্থ হল। ঊর্মিলাকে একা রেখে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করল লক্ষ্মী। তাই যাবতীয় প্রথা মেনে বিদায়বেলায় লক্ষ্মীকে যখন শেষকৃত্যের জন্য অনেকটা দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন পিলখানায় দাঁড়িয়ে থাকা ঊর্মিলার চোখ ছিল ছলছল। যা দেখে মাহুত থেকে অন্য বনকর্মীরা, এমনকি আধিকারিকরাও চোখের কোণে জল সংবরণ করতে পারেননি।

চোখের জলে শনিবার সন্ধ্যাতেই শেষ হয়ে গেল বহু লড়াই, ইতিহাস। এখন থেকে বেঙ্গল সাফারিতে শুধুই থাকবে লক্ষ্মীর স্মৃতি। সাফারি পার্কের ডিরেক্টর ই বিজয় বলছিলেন, 'মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছিল। সমস্তরকম চিকিৎসা শুরু হয়েছিল। কিছুটা সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু চিকিৎসক এবং আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।' ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন বা পাচনচক্র বিকল হয়ে যাওয়ার জন্যই ৬৮ বছরের হাতিটির মৃত্যু, বলছেন বেঙ্গল সাফারির চিকিৎসকরা।

কখনও ঊর্মিলার পিঠে পর্যটকরা উঠলে কিছুটা রাগই হত লক্ষ্মীর। তবে ঊর্মিলাকে পিলখানায় রেখে তার পিঠে কোনও পর্যটক উঠলে যে লক্ষ্মী খুব খুশি হত তা নয়। তার এবং ঊর্মিলার মুখে হাসি ফুটে উঠত, হাতি সাফারিতে দুজনের একসঙ্গে পথচলাতে। মাহুতদের কথায়, অকৃত্রিম বন্ধুত্ব

মাহুতের হাতে সাজছে লক্ষ্মী। -ফাইল চিত্র

ছিল দুজনের মধ্যে। শনিবার থেকে চির বিচ্ছেদ। অবশ্য ২৪ ঘণ্টা আগেই কার্যত আলাদা হয়ে যায় দুজন, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ শুক্রবার দুপুর সাড়ে তিনটা নাগাদ লক্ষ্মী পড়ে যাওয়ার পরই। শনিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হলেও শুক্রবার লক্ষ্মী মারা যায় বলে বেঙ্গল সাফারি সূত্রে খবর। ২০১৬ সাল থেকেই, অর্থাৎ বেঙ্গল সাফারির পথচলার দিন থেকেই এখানে ছিল লক্ষ্মী, তার সঙ্গী ঊর্মিলা। কত পর্যটককে নিজের পিঠে চড়িয়ে বনাঞ্চল, বন্যপ্রাণ চিনিয়েছে বন দপ্তরের সার্ভিস বুকে নাম থাকা লক্ষ্মী, তার তালিকা দীর্ঘ।

আটের দশকে বিহারের সোনপুর থেকে জলদাপাড়ায় নিয়ে আসা হয়েছিল লক্ষ্মীকে। কাজের মধ্যে দিয়ে বারবার নিজের নাম মাহাত্ম্যের নজির রেখেছে লক্ষ্মী। দলছুট হাতিকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা, চিতাবাঘকে খুঁজে বের করা, এমনকি বন দপ্তরের অভিযানে বেরিয়ে চোরাশিকারিকে ধরতে সাহায্য করার মতো কাজের ক্ষেত্রেও তার নাম উজ্জ্বল।

২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি বেঙ্গল সাফারি থেকে যখন পালিয়ে যায় একটি চিতাবাঘ, তখন বন্যপ্রাণীটিকে খুঁজতে সাহায্য নেওয়া হয়েছিল লক্ষ্মীর, যা শুধুই ইতিহাস হয়ে থাকবে। হয়তো বেঙ্গল সাফারিতে গিয়ে লক্ষ্মীর খোঁজ করে অনেকেই জানতে পারবেন, কুনকি হাতিটি এখন আর নেই।

অরণ্য ভবন এবং জু অথরিটিকে শুক্রবারই লক্ষ্মীর মারা যাওয়ার খবর পাঠানো হয়েছিল। শনিবার ময়নাতদন্তের রিপোর্টও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথা মেনে পুজো করেন মাহুতরা। সেসময় পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে সূর্য। পড়ন্ত সূর্যকে সাক্ষী রেখেই বেঙ্গল সাফারিও বিদায় জানায় লক্ষ্মীকে।

বৌ পেটানোয় দোষ দেখে না অর্ধেক ভারত

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : দেশে প্রায় ৩০ শতাংশ মহিলা গার্হস্থ্য হিংসার শিকার। অথচ সেই হিংসা নিয়ে বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই মহিলাদেরই এক বড় অংশের। মহিলাদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক মনে করেন, দোষ করলে স্বামী মারবেন, তাতে অন্যায় কিছু নেই!

জাতীয় পারিবারিক স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ (এনএফএইচএস-৫)-এর তথ্য বলছে, ভারতে শতকরা ৪৫ জন মহিলা মনে করেন, বিভিন্ন কারণে স্বামীর স্ত্রীকে মারধর করা ন্যায়সঙ্গত। অন্যদিকে শতকরা ৪৪ জন পুরুষ মনে করেন, একই পরিস্থিতিতে গার্হস্থ্য হিংসা বৈধ।

গার্হস্থ্য হিংসায় সমর্থনের নিরিখে দেশের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটক। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায় প্রতি ১০০ জন মহিলার মধ্যে ৮০ জন মনে করেন, স্ত্রীকে মারধর করা এক বা একাধিক কারণে ঠিক। পুরুষদের মধ্যে কর্ণাটক (৮২ শতাংশ) ও তেলেঙ্গানা (৭০ শতাংশ) শীর্ষে। ওইসব রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি কিছুটা ভালো হলেও বাঙালিরাও পারিবারিক হিংসার বিরোধী নয়। বঙ্গভূমিতে ৪১.৬ শতাংশ মহিলা এবং ৪৭.৭ শতাংশ পুরুষের সমর্থন রয়েছে নানা অছিলায় স্ত্রী পেটানোয়।

অন্যদিকে একেবারে আলাদা ছবি দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউয়ে। ওইসব কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ১০ শতাংশের কম মহিলা স্বামীদের স্ত্রীকে মারধর করার পক্ষে। তবে সেখানেও ২০ শতাংশ পুরুষ এই কাজকে সমর্থন করেন।

সমাজের বিভিন্ন স্তর ও বয়সের প্রায় দু'লক্ষ পুরুষ ও মহিলার কাছে সাতটি নির্দিষ্ট কারণের ভিত্তিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল, স্বামীর স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা যুক্তিসংগত কি না। তাঁদের মধ্যে ৩০ শতাংশের বেশি মহিলা ও পুরুষ জানিয়েছেন, স্ত্রী যদি শ্বশুর-শাশুড়িকে অসম্মান করেন, তাহলে স্বামীর পক্ষে স্ত্রীকে মারধর করা ভুল নয়।

যে সাতটি সম্ভাব্য কারণে পারিবারিক হিংসার শিকার হতে হয় ভারতীয় মহিলাদের তার একটি তালিকা অংশগ্রহণকারীদের সামনে রাখা হয়েছিল। এর মধ্যে ছিল স্বামীকে না জানিয়ে বাড়ির বাইরে যাওয়া, পরিবার ও সন্তানদের দেখভাল না করা, স্বামীর সঙ্গে তর্ক করা, যৌন সম্পর্কে অসম্মতি, ভালো রান্না না করা, স্বামীর স্ত্রীকে অবিশ্বস্ত বলে সন্দেহ করা এবং শ্বশুর-শাশুড়িকে অসম্মান করা।

২০ শতাংশের বেশি পুরুষ ও মহিলা মনে করেন, স্বামী বা পরিবার মারধর করতেই পারে অবিশ্বাসী স্ত্রীকে। ১০ শতাংশের বেশি পুরুষ ও মহিলা মনে করেন ভালো রান্না না জানা কিংবা যৌন সংগমে রাজি না হলে স্ত্রীকে পেটানোর মধ্যে দোষের কিছু নেই। ঝগড়াটে স্ত্রীর ওপর লাঠ্যৌষধি প্রয়োগ করা ঠিক বলে মনে করেন ২০ শতাংশের বেশি পুরুষ ও মহিলা। সংসার-সন্তান ফেলে পাড়াবেড়ানি স্ত্রীকে মারায় সায় রয়েছে ২৮ শতাংশ মহিলা এবং ২২ শতাংশ পুরুষের। আর অনুমতি না নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোলেও স্ত্রীরা শাস্তিযোগ্য বলে বিশ্বাস করেন ১৫ শতাংশের বেশি পুরুষ ও মহিলা।

যাঁরা সাতটি কারণের অন্তত একটিতে স্ত্রীকে মারধর করা ঠিক বলে মনে করেন, তাঁদের পারিবারিক হিংসার সমর্থক বলে ধরা হয়েছে ওই সমীক্ষায়।

সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, শিক্ষা ও সম্পদের সঙ্গে পারিবারিক হিংসায় সমর্থনের হার কমে যায়। পাঁচ বছরের কম পড়াশোনা করা মহিলাদের মধ্যে ৫৩ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে ৫১ শতাংশ সহিংসতাকে সমর্থন করেন। তবে ১২ বা তার বেশি বছরের পড়াশোনা করা ব্যক্তিদের মধ্যে এই হার যথাক্রমে ৩৮ শতাংশ এবং ৩৯ শতাংশ।

পারিবারিক হিংসায় সমর্থনের ক্ষেত্রে তফাৎ ধরা পড়েছে গ্রাম ও শহরের মধ্যেও। তুলনামূলকভাবে শহুরে স্বামীদের পারিবারিক হিংসার প্রতি কম সমর্থন দেখা গিয়েছে। গ্রামে এই হার বেশি।

একনজরে

- শতকরা ৪৫ জন মহিলা এবং ৪৪ জন পুরুষ স্ত্রীকে মারধর ন্যায়সংগত বলে মনে করেন
- গার্হস্থ্য হিংসায় সমর্থনের নিরিখে সবচেয়ে এগিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটক
- গার্হস্থ্য হিংসায় সমর্থন সবচেয়ে কম দাদরা ও নগর হাভেলি, দমন ও দিউয়ের
- পারিবারিক হিংসার সমর্থনে গ্রাম এগিয়ে
- শিক্ষা ও সম্পদের সঙ্গে পারিবারিক হিংসায় সমর্থনের হার কমে যায়

সিরডি সাঁইবাবা মন্দিরে পুজো কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার।

হিন্দু নিগ্রহে ট্রাম্পের কাছে নিষেধাজ্ঞা দাবি

ওয়াশিংটন ও ঢাকা, ১৬ নভেম্বর : সংখ্যালঘু বিশেষ করে হিন্দুদের ওপর হামলার ঘটনায় আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অস্বস্তি বাড়ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন ইস্যুতে সরব হয়েছিলেন আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারির দাবিতে সরব হয়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিনীদের একাংশ। মার্কিন কংগ্রেসেও এই ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে বলে ইঙ্গিত মিলেছে।

ইন্দো-ভারতীয় গোষ্ঠীর পরিচিত মুখ ভরত বরাই বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন। সম্প্রতি ক্যাপিটলে দেওয়ালি উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের ওপর হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। বাংলাদেশে নৈরাজ্য চলছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসাবে যাতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, আমরা সেই দাবি জানাব। মার্কিন কংগ্রেসেও এই ব্যাপারে সরব হব।' পাশাপাশি ভারতকেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারির পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

ভরত বরাইয়ের মতে, আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি হলে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প চাপের মুখে পড়বে। যেহেতু এটি সেখানকার সবচেয়ে অর্থকরী শিল্প এবং এর সঙ্গে বহু মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িত, ফলে সেখানে সংকট সৃষ্টি হলে ইউনুস সরকার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাধ্য হবে। আমেরিকায় বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে যখন ক্ষোভ বাড়ছে, সেইসময় পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোকে পাখির চোখ করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। চলতি সপ্তাহের শুরুতে পাকিস্তানের করাচি থেকে আসা একটি জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে মাল খালাস করেছে। জাহাজটি ইতিমধ্যে ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। কিন্তু চট্টগ্রামে সেটি যেসব কনটেনার 'আনলোড' করেছে সেগুলিতে কী রয়েছে তা নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে। বিতর্কে ইন্ধন জুগিয়েছে খোদ সরকার।

পাক-অস্ত্র বাংলাদেশে, জল্পনা

পাক জাহাজে আসা মালপত্রের বিবরণ প্রকাশ না করার কথা জানিয়েছে ইউনুস প্রশাসন। কনটেনারগুলিতে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করা হয়েছে বলে বাংলাদেশে অনেকে মনে করছেন। সূত্রের খবর, পাক কনটেনারগুলির নিরাপত্তায় চট্টগ্রাম ডকে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তান থেকে আমদানি বাড়বে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশের ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভেনিউ (এনবিআর)। ইউনুস সরকারের বিদেশনীতি ভারতের পক্ষে উদ্বেগজনক বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, শেখ হাসিনার পতনের পর বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তি ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে। পাকিস্তান থেকে আসা কনটেনারগুলি নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে যে ধরনের গোপনীয়তা বজায় রাখা হচ্ছে তা ভারতের পক্ষে গভীরভাবে উদ্বেগজনক। নিবাসিত বাংলাদেশি ব্লগার আসাদ নুরের বক্তব্য, 'আজকের বাংলাদেশে অস্ত্র ও গোলাবারুদ অবাধে পাওয়া যায়। চরমপন্থী শক্তির প্রতি আনুগত্য হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে।' বাংলাদেশে বেসরকারি মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

৬ দেহ উদ্ধার ■ নিরাপত্তাবাহিনীকে আরও সক্রিয় হতে নির্দেশ

উত্তপ্ত মণিপুর, ফের কার্ফিউ

দেহ উদ্ধারের পর রাস্তায় বসে প্রতিবাদ মেইতেই জনগোষ্ঠীর। ডানদিকে, টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ ইম্ফলে। শনিবার।

ইম্ফল, ১৬ নভেম্বর : মণিপুরে জাতিগত হিংসা প্রতিদিন যেন নতুন মোড় নিচ্ছে। গত সপ্তাহ থেকে জিরিবাম জেলায় মেইতেই-কুকি সংঘর্ষ চলছে। সোমবার মেইতেই অধ্যুষিত বোকোবেরা গ্রামের বেশ কয়েকটি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল কুকি জঙ্গিরা। ঘটনায় দু-জনের মৃত্যু হয়। তখন থেকে ৬ বাসিন্দার খোঁজ মিলছিল না। নিখোঁজদের মধ্যে ৩ জন মহিলা ও ৩টি শিশু। তাঁরা লাইশারাম হেরোজিৎ নামে এক রাজ্য সরকারি কর্মীর আত্মীয় বলে জানা গিয়েছে। জঙ্গিরা তাঁদের অপহরণ করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছিল। নিখোঁজদের সন্ধানে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিল আধাসেনা ও পুলিশ। শুক্রবার অপহরণের আশঙ্কা সত্যি করে ৬ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তারপরেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

ইম্ফলে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন মহিলারা। একাধিক বিধায়কের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে উত্তেজিত জনতা। বহু বাড়ি-দোকানে ভাঙচুর ও আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছে। অশান্তির আশঙ্কায় এদিন ৭টি জেলায় কার্ফিউ জারি করা হয়। শুক্রবার রাতেই পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে রাজ্যের অবস্থা নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। ইম্ফল উপত্যকা সংলগ্ন জেলাগুলির নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে আধাসেনা মোতায়েন করা হচ্ছে। শনিবার ইম্ফল উপত্যকার সব স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা করা হয়। ইম্ফল পশ্চিম, ইম্ফল পূর্ব, বিষ্ণুপুর, থৌবল, কাকচিং, কাংপোকপি এবং চূড়াচাঁদপুর জেলায় দু-দিনের জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

একনজরে

- মহিলাদের বিক্ষোভ
- একাধিক বিধায়কের বাড়িতে হামলা
- বহু বাড়ি-দোকানে ভাঙচুর, আগুন
- ৭ জেলায় কার্ফিউ
- স্কুল-কলেজে ছুটি ঘোষণা
- বন্ধ ইন্টারনেট

সূত্রের খবর, এদিন ভোরে অসম-মণিপুর সীমান্ত থেকে ২টি শিশু ও এক মহিলার দেহের খোঁজ মেলে। দেহগুলি শিলচর মেডিকেল কলেজের মর্গে রাখা হয়েছে। এর ঘণ্টাকয়েক বাদেই আরও ৩টি দেহ উদ্ধারের কথা জানা যায়। তবে সেই দেহগুলি শনিবার দুপুর পর্যন্ত শিলচর মেডিকেল কলেজে আনা হয়নি। সরকারিভাবে মৃতদের পরিচয় প্রকাশ করা না হলেও স্থানীয় সূত্রে দেহগুলি অপহৃতদের বলে দাবি করা হয়েছে।

মণিপুরে মোতায়েন নিরাপত্তা বাহিনীকে কঠোর হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার নির্দেশ দিল কেন্দ্র। সম্প্রতি রাজ্যের আরও ৬টি থানা এলাকাকে আফস্পার আওতায় আনা হয়েছে। ইম্ফল উপত্যকার জেলাগুলিতে জারি হয় কার্ফিউ। বাড়তি ২০ কোম্পানি সিআরপিএফকে রাজ্যে পাঠানো হয়েছে। তারপরেও একাধিক জেলা থেকে কুকি-মেইতেই সংঘর্ষের খবর এসেছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সক্রিয়তা বৃদ্ধির ইঙ্গিত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

শনিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'মণিপুরের নিরাপত্তা পরিস্থিতি কয়েকদিন ধরে স্পর্শকাতর অবস্থায় রয়েছে। দুই গোষ্ঠীর সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ায় প্রাণহানি বাড়ছে ও আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটছে।' সেখানে আরও বলা হয়েছে, 'নিরাপত্তা বাহিনীকে শান্তি ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেউ হিংসায় জড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

ট্রাম্পকে খুনের পরিকল্পনা নেই

তেহরান, ১৬ নভেম্বর : ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও আমেরিকার সঙ্গে যে তারা সংঘাতে যেতে রাজি নয়, শনিবার সেই বার্তা দিল ইরান। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ইরানের তরফে বাইডেন সরকারকে জানানো হয়েছে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে খুনের চেষ্টার সঙ্গে তারা কোনওভাবে যুক্ত নয়।

সম্প্রতি আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগ ট্রাম্পকে খুনের চেষ্টায় ইরান-যোগের কথা জানিয়েছিল। ঘটনায় কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউসের তরফে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ট্রাম্পকে খুনের যে কোনও চেষ্টাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা বলে মনে করা হবে। বাইডেন সরকারের অবস্থান স্পষ্ট হতেই নড়েচড়ে বসে ইরান। সূত্রটি জানিয়েছে, এক মধ্যস্থতাকারী মারফত ট্রাম্প ইস্যুতে আমেরিকাকে আশ্বস্ত করেছে ইরান প্রশাসন। ২০২০-তে ইরাক সফরের সময় মার্কিন

আমেরিকাকে জানাল ইরান

সেনার হামলায় নিহত হয়েছিলেন ইরানি সেনার এলিট ফোর্স ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডের অন্যতম কর্তা মেজর জেনারেল কাসিম সুলেইমানি। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশেই সুলেইমানির ওপর হামলা হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, কাসেম সুলেইমানির মৃত্যুর পর ইরান তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেও আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে গিয়েছিল। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন ট্রাম্পকে খুনের চেষ্টার কোনও অভিযোগ সামনে আসেনি। কিন্তু জো বাইডেনের কাছে পরাজিত হওয়ার পর ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়েন ট্রাম্প। গত প্রেসিডেন্ট ভোটের প্রচারলগ্নের শুরুতেও তাঁর অবস্থা যথেষ্ট নড়বড়ে মনে হয়েছিল। সেইসময়ই ইরানি রেভলিউশনারি গার্ডের স্লিপার সেল ট্রাম্পকে খুন করার ছক কষেছিল বলে একাধিক সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। খুনের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে মার্কিনবাসী এক ইরানি বংশোদ্ভূতকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত নিজের অপরাধ স্বীকার করেছে বলে দাবি মার্কিন গোয়েন্দাদের। এই পরিস্থিতিতে ইরানের সুর নরম করার ইঙ্গিত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

চন্দ্রবাবুর ভাই প্রয়াত

হায়দরাবাদ, ১৬ নভেম্বর : প্রয়াত হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর ছোটভাই রামামূর্তি নাইডু। বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন তিনি। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। রামামূর্তির প্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে নাইডু পরিবার এবং টিডিপিতে।

'বাইডেনের মতো স্মৃতিভ্রম মোদিরও'

মুম্বই, ১৬ নভেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির স্মৃতিশক্তি কমছে বলে শনিবার কটাক্ষ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। এই প্রসঙ্গে তিনি বিদায়ি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সঙ্গেও নমোর তুলনা টানেন। অমরাবতীতে এক নির্বাচনি জনসভায় এদিন ভাষণ দেন রাহুল। রায়বেরেলির সাংসদ বলেন, 'আমার বোন প্রিয়াংকা আমাকে বলেছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা মন দিয়ে শুনেছেন। আমরা যে সমস্ত কথা বলি, ঠিক সেই কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি শোনা যায় মোদির ভাষণে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের মতো উনিও হয়তো স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। উনি প্রায়ই সবকিছু ভুলে যাচ্ছেন। ওঁর কী বলা দরকার, আর কী বলার দরকার নেই সেসব ওঁকে মনে করিয়ে দিতে হয়।'

রাহুলের খোঁচা, 'ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টকে রুশ প্রেসিডেন্ট বলে আখ্যা দিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পরে ওঁর ভুল শুধরে দেওয়া হয়েছিল। ওঁর মতো আমাদের প্রধানমন্ত্রীও স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। আমি বিজেপির বিরুদ্ধে সংবিধানের ওপর আক্রমণ করার কথা বলেছি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সেই দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়েছেন। আমি প্রত্যেকটি সভায় বলেছি, সংরক্ষণের ওপর ৫০ শতাংশ সীমা সরিয়ে দেব। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর সামনেও এই কথাগুলি বলেছিলাম আমি। অথচ উনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছেন আমি নাকি সংরক্ষণের বিরোধী। ওঁর স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। আগামী জনসভায় হয়তো উনি বলবেন, আমি জাতভিত্তিক জনগণনারও বিরোধী।'

তীব্র কটাক্ষ রাহুলের

সংবিধান নিয়েও গেরুয়া শিবিরকে নিশানা করেন বিরোধী দলনেতা। তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের কাছে সংবিধান হল ভারতের ডিএনএ। অথচ বিজেপি, আরএসএস এই বইটিকে ফাঁকা বই হিসেবে দেখছে।' এদিকে ভোটের মুখে শাসক-বিরোধী নির্বিশেষে রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের হেলিকপ্টার ও ব্যাগপত্রে তল্লাশি জারি রাখল নির্বাচন কমিশন। শনিবার অমরাবতীর সভায় যোগ দেওয়ার আগে রাহুলের হেলিকপ্টার ও ব্যাগে তল্লাশি চালায় কমিশনের একটি দল। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র হেলিকপ্টারে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। এদিন তল্লাশি চলার সময় রাহুলকে দেখা যায় দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে।

ত্রিদেশীয় সফরে প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : নাইজিরিয়া, ব্রাজিল এবং গুয়ানায় ত্রিদেশীয় সফরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাঁচদিনের এই সফরে একাধিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি ব্রাজিলে জি২০ সম্মেলনেও যোগ দেবেন তিনি। শনিবার সকালে নাইজিরিয়ার উদ্দেশে রওনা দেন নমো। ১৭ বছর পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নাইজিরিয়ায় এবং ৫০ বছরেরও বেশি সময় পরে গুয়ানায় সফর করবেন। সফরের প্রথম দু-দিন মোদি থাকবেন নাইজিরিয়ায়। সেখানকার প্রেসিডেন্ট বোলা আহমেদ তিনুবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। সেখান থেকে ব্রাজিলে জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে যাবেন তিনি। এদিন ত্রিদেশীয় সফরে বেরোনোর আগে এক বিবৃতিতে মোদি বলেন, 'পশ্চিম আফ্রিকায় আমাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগী নাইজিরিয়ায় এটা আমার প্রথম সফর। এর মাধ্যমে গণতন্ত্র এবং বহুত্ববাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে রণকৌশলগত অংশীদারিত্ব তৈরির একটি সুযোগ পেয়েছি।' ১৮ নভেম্বর জি২০ বৈঠকে যোগ দেবেন মোদি। ১৯ তারিখ গুয়ানার রাজধানী জর্জটাউনে যাবেন তিনি। সেখানে তাঁকে গুয়ানার সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান প্রদান করা হবে।

পড়ুয়াদের সঙ্গে দোকানে পোহা খেলেন রাহুল গান্ধি। শনিবার নাগপুরে।

মরশুমের প্রথম তুষারপাত ভূস্বর্গে। শনিবার শ্রীনগরের বারামুলা জেলায়।

বিজেপি-কংগ্রেসকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : বিজেপি, কংগ্রেসের অভিযোগ, পালটা অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার দুই দলকেই নোটিশ পাঠাল নির্বাচন কমিশন। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে দুটি পৃথক নোটিশ ধরিয়ে তাঁদের কৈফিয়ত তলব করেছে কমিশন। সোমবার দুপুর ১টার মধ্যে দুই দলকেই ওই নোটিশের জবাব দিতে বলেছে কমিশন। ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটের প্রচারে দুই দলের বিরুদ্ধেই আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল, মহারাষ্ট্রে নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে সংবিধান সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলেছেন। রাজ্যগুলির মধ্যে বিভাজন তৈরির জন্য মিথ্যাচারও করেছিলেন তিনি। ১১ নভেম্বর অর্জুনরাম মেঘওয়াল কমিশনে গিয়ে রাহুলের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে আসেন। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে গিয়ে মিথ্যা এবং বিভাজনকারী বক্তব্য পেশ করার অভিযোগে দুটি পৃথক অভিযোগ করেছিল কংগ্রেস। মহারাষ্ট্রে ২০ নভেম্বর ভোট। অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটও হবে ওইদিন।

অগ্নিপথে জবাব নেই কেন্দ্রের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : কেন্দ্রের অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে ফের বিতর্ক। আরটিআই করে প্রমাণ চাওয়ায় প্রশ্নের মুখে পড়ল সরকার। সংসদের বাদল অধিবেশনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং দাবি করেছিলেন, অগ্নিপথ প্রকল্প ১৫৮টি সংস্থার সঙ্গে আলোচনা করার পর কার্যকর করা হয়েছিল। তবে, আরটিআই-এর এক প্রশ্নের উত্তরে প্রতিরক্ষামন্ত্রক কোনও সংস্থার নাম উল্লেখ করেনি। বরং মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রশ্ন 'অস্পষ্ট এবং কাল্পনিক'।

কানহাইয়া কুমার নামে এক সমাজকর্মী প্রতিরক্ষামন্ত্রকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, কটি সংগঠনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের নাম ও পরামর্শের বিবরণ। যদিও প্রতিরক্ষামন্ত্রক সে নিয়ে কোনও তথ্য দিতে পারেনি।

যোগী সরকারের ব্যর্থতাকে দুষল সপা, কংগ্রেস

ঝাঁসির হাসপাতালে পুড়ে মৃত্যু ১০ শিশুর

লখনউ, ১৬ নভেম্বর : হাসপাতাল তো নয়, যেন জতুগৃহ। আগুনের ফুলকি থেকেই মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে গেল হাসপাতালের সদ্যোজাত শিশুদের ওয়ার্ড। পুড়ে মৃত্যু হল ১০ জন সদ্যোজাতর। হাসপাতালে ভর্তি আরও ১৬ জন সদ্যোজাতর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টায় চিকিৎসকেরা। উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাই মেডিকেল কলেজে শুক্রবার রাতের অগ্নিকাণ্ডে উচ্চপর্যায়ের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। ঝাঁসির ডিভিশনাল কমিশনার এবং ডিআইজিকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। হাসপাতালের অব্যবস্থা এবং কর্তৃপক্ষের অমানবিক উদাসীনতায় শনিবার সকাল থেকেই প্রতিবাদে ফেটে পড়েন হতাহত শিশুদের অভিভাবক সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

শনিবার সকালে হাসপাতালে পৌঁছে উত্তরপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক বলেন, 'অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের ভিতর শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে মনে হচ্ছে। ঘটনার তদন্তে ত্রিস্তরীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত সাত সদ্যোজাতের দেহ শনাক্ত করা হয়েছে। বাকি তিন শিশুর দেহ শনাক্ত করতে প্রয়োজনে ডিএনএ পরীক্ষা করা হবে।'

শুক্রবার রাত পৌনে ১১টা নাগাদ আগুন লাগে ঝাঁসির ওই হাসপাতালের সদ্যোজাত (এনআইসিইউ) বিভাগে। ওই ওয়ার্ডে ১৮টি শয্যা রয়েছে। কিন্তু দুর্ঘটনার সময়ে নিকু ওয়ার্ডে আরও বেশি সংখ্যক সদ্যোজাতকে রাখা হয়েছিল। কানপুরের এডিজি অলোক সিং জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার সময় ওই ওয়ার্ডে অন্তত ৫৪ জন সদ্যোজাত ছিল। বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি সদ্যোজাতদের চিকিৎসার খরচ সরকার বহন করবে বলে জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক। দুর্ঘটনায় মৃত শিশুদের পরিবার পিছু ১০ লক্ষ টাকা ও আহতদের পরিবারের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছে যোগী সরকার। 'হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনায় মর্মাহত' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মৃতদের পরিবারের উদ্দেশে শোকজ্ঞাপনের পাশাপাশি পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা ঘোষণা করেছেন।

শুক্রবার প্রায় দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ঠিক কী কারণে দুর্ঘটনা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে মনে করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের জেরেই দুর্ঘটনা। সদ্যোজাতদের রাখার জন্য নিকু ওয়ার্ডে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে। এই ওয়ার্ডগুলিতে সাধারণত বেশি মাত্রায় অক্সিজেন রাখা হয়। ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল বলে অনুমান। তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, যে ওয়ার্ডে আগুন লাগে সেখানে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি ২০২০ সালেই মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে এবং কোনও অগ্নি সতর্কবার্তা কাজ করেনি।

শনিবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর আহত শিশুদের দেখতে দেওয়া হয় না। ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা শিশুদের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চাইলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাধা দেন। এর প্রতিবাদে অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা হাসপাতালে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেছেন। বেলা বাড়তেই শুরু হয় পথ অবরোধ।

হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় যোগী সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস ও তার সহযোগী দলগুলি।

ঝাঁসির ঘটনায় রাহুল গান্ধি বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে একের পর এক বিপর্যয় ঘটছে, অথচ সরকারের কোনও হেলদোল নেই। এইসব ঘটনা সরকার ও প্রশাসনের ব্যর্থতা বেআব্রু করে দিচ্ছে।' এদিকে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হাসপাতালে উপমুখ্যমন্ত্রীর আসার আগে গোটা চত্বরে চুন ছড়ানো থেকে শুরু করে ঝকঝকে-তকতকে করা হয়। যা দেখে সরকারের সমালোচনা করেছে কংগ্রেস।

অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সপা নেতা অখিলেশ যাদব বলেন, 'সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রশাসনের গাফিলতি এবং নিম্নমানের অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের জন্যই এই দুর্ঘটনা। সংশ্লিষ্ট সব দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।'

ভস্মীভূত ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এনআইসিইউ। ডানদিকে, নিরাপদে বের করে আনা হয়েছে সদ্যোজাতদের।

একনজরে

- মৃত ১০, গুরুতর আহত ১৬ সদ্যোজাত
- অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের ভিতর শর্টসার্কিট থেকেই আগুন, সন্দেহ
- সদ্যোজাত শিশু ওয়ার্ডে বেশি মাত্রায় অক্সিজেন থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়েছে
- হাসপাতালের অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রগুলি মেয়াদ উত্তীর্ণ, অগ্নি সতর্কবার্তাও অকেজো বলে অভিযোগ
- ত্রিস্তরীয় তদন্ত কমিটি গঠিত
- হাসপাতালে পরিকাঠামোর অভাব, সরকারের উদাসীনতা এবং কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জেরে দুর্ঘটনা, বিরোধীদের অভিযোগ

'নার্সের দেশলাই কাঠি থেকেই কি আগুন'

লখনউ, ১৬ নভেম্বর : ঝাঁসির মহারানি লক্ষ্মীবাই মেডিকেল কলেজে অগ্নিকাণ্ডে সদ্যোজাত ১০ জনের মৃত্যুর ঘটনায় নতুন তথ্য উঠে এসেছে। এক প্রত্যক্ষদর্শীর অভিযোগ, শর্ট সার্কিট নয়, বরং নার্সের অসতর্কতার জেরেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। যদিও সরকারি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা সম্ভব হবে না।

অগ্নিকাণ্ডের সময় হাসপাতালে হাজির ছিলেন হামিরপুরের বাসিন্দা ভগবান দাস। তাঁর সন্তান ওয়ার্ডে ভর্তি ছিল। দাসের দাবি, অক্সিজেন সিলিন্ডারের পাইপ সংযোগ করতে গিয়ে এক নার্স দেশলাই কাঠি জ্বালান। আর তারপরই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে অক্সিজেন সমৃদ্ধ ওয়ার্ড। আগুন ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। দাসের কথায়, 'দেশলাই কাঠি জ্বালাতেই পুরো ওয়ার্ডে আগুন ধরে যায়।' তিনি তখন দ্রুত নিজের গলায় জড়ানো কাপড় দিয়ে ৩-৪টি শিশুকে মুড়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান। এরপর স্থানীয়দের সহযোগিতায় আরও কিছু শিশুকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনা, মৃত ৭

বিজনৌর, ১৬ নভেম্বর : ঘন কুয়াশার কারণে এ পথ দুর্ঘটনায় এক নবদম্পতিসহ ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার ভোরে উত্তরপ্রদেশের বিজনৌরের ঘটনা। ঝাড়খণ্ডে বিয়ে সেরে নববিবাহিত দম্পতি গাড়িতে বিজনৌরের ধামপুর শহরে ফিরছিলেন। ৭৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর তাঁদের গাড়িটি কুয়াশায় রাস্তা ভালোভাবে না দেখতে পেয়ে উলটোদিকে থেকে আসা একটি টেম্পোকে সজোরে ধাক্কা মারলে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

গুলির লড়াইয়ে হত ৫ মাওবাদী

বাস্তার, ১৬ নভেম্বর : ছত্তিশগড়ের বাস্তারে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হল পাঁচ মাওবাদী। শনিবার সকালে কাঙ্কের-নারায়ণপুর জেলার সীমান্ত এলাকার আবুঝমাঢ় জঙ্গল এলাকায় দুপক্ষের গুলির লড়াই হয়। ঘটনাস্থল থেকে পাঁচটি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে। ডিআরজি-র দুই জওয়ান মাওবাদী হামলায় জখম হয়েছেন। তাঁদের জঙ্গল এলাকা থেকে হেলিকপ্টারে করে চিকিৎসার জন্য রায়পুর নিয়ে যাওয়া হয়। বস্তারের পুলিশ প্রধান পি সুন্দররাজ বলেন, এখনও গুলির লড়াই চলছে। জেলা রিজার্ভ গার্ড, এসটিএফ এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী যৌথ অভিযান চালায় এদিন সকালে।

মাদক উদ্ধার

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : দিল্লি থেকে ৯০০ কোটি টাকার কোকেন বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। পশ্চিম দিল্লির ক্যুরিয়ার অফিসে হানা দিয়ে নার্কোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরো ৮২ কেজি কোকেন উদ্ধার করে। ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গুজরাটের পোরবন্দর উপকূলে ইরানের একটি বোট থেকে ৭০০ কেজি মাদক বাজেয়াপ্ত করা হয়। ৮ জন ইরানিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সরলেন সুখবীর

চণ্ডীগড়, ১৬ নভেম্বর : শিরোমণি অকালি দলের সভাপতির পদ ছাড়লেন সুখবীর সিং বাদল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন পঞ্জাবের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ড.দলজিৎ সিং চিমা। এদিন সুখবীরের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন চিমাই। তিনি বলেন, শনিবার দলের ওয়ার্কিং কমিটির কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন সুখবীর সিং বাদল। এর ফলে নতুন সভাপতি পদে নির্বাচন হবে। ২০০৮ সালে সুখবীর শিরোমণি অকালি দলের সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর সভাপতিত্বেই ২০১২ সালে টানা দ্বিতীয়বার পঞ্জাবে সরকার গঠন করে অকালি-বিজেপি জোট। কিন্তু তারপর থেকে লাগাতার ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েছে অকালি দল।

পিএম-কিষানের টাকা জেহাদি কাজে

দিল্লি পুলিশের নিশানায় ঝাড়খণ্ডের সংগঠন

নয়াদিল্লি ও রাঁচি, ১৬ নভেম্বর : ঝাড়খণ্ডে দ্বিতীয় তথা অন্তিম দফার ভোটের আগে চাঞ্চল্যকর দাবি করল দিল্লি পুলিশ। দু-মাস আগে রাজস্থানের ভিওয়াড়ি এবং রাঁচিতে অভিযান চালিয়ে মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। সেই সময় তারা দাবি করেছিল, জঙ্গি সংগঠন আল-কায়দার মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে ঝাড়খণ্ডে জেহাদি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। ধৃতদের জেরা এবং তদন্ত চালিয়ে স্পেশাল সেল জানতে পেরেছে, প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পে পাওয়া টাকা ঝাড়খণ্ডের ওই চরমপন্থী সংগঠনটির জেহাদি কার্যকলাপের জন্য ব্যবহার করত দুই অভিযুক্ত। তদন্তকারীদের বক্তব্য, ১১ জন অভিযুক্তই রাঁচির বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশি জেরা এবং তদন্তের পর জানা গিয়েছে, হাসান এবং আনামুল নামে দুই

অভিযুক্ত জামশেদপুরের সেন্ট্রাল জেলে গিয়েছিল। সেখানে আব্দুল রহমান কাটকি নামে একজনের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে একাধিকবার দেখা করেছিল তারা।

পাতিয়ালা হাউস আদালতে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে ২ জন পিএম-কিষান প্রকল্পের সুবিধাভোগী। ওই প্রকল্পের টাকা দিয়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্র কেনা হয়েছিল। অভিযুক্তদের হয়ে যারা পিএম-কিষানের ফর্ম ভরেছিল, তাদের খোঁজ শুরু হয়েছে। ২০ নভেম্বর ঝাড়খণ্ডে শেষ দফার ভোট। চলতি নির্বাচনে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের অভিযোগকে ইস্যু করেছে বিজেপি। এবার তার সঙ্গে জেহাদি কার্যকলাপের জন্য পিএম-কিষানের টাকা খাটার অভিযোগ সামনে আসায় রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আবাস এবং পড়ুয়াদের ট্যাবের টাকা পাচার হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার ঝাড়খণ্ডের ঘটনা সামনে আসায় বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে কতটা পৌঁছোচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

পিএম-কিষানের টাকা জেহাদের কাজে খাটার অভিযোগ সামনে আসতেই ধৃত ১১ জনকে ৬ দিনের জন্য নিজেদের হেপাজতে চেয়ে পাতিয়ালা হাউস আদালতে আবেদন করেছিল দিল্লি পুলিশ। সেই আবেদন মঞ্জুর করে ১২ নভেম্বর অতিরিক্ত দায়রা বিচারক ড. হরদীপ কৌর আনামুল, শাহবাজ, হাসান, আরসাদ, উমর, ড. ইস্তিয়াক, রিজওয়ান এবং রহমানতুল্লাকে পুলিশ হেপাজতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ১৮ নভেম্বর ওই অভিযুক্তদের ফের আদালতে পেশ করতে বলা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে ১০ জনের আইনজীবী আবু বকর সাবাক বলেন, 'কোনও পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই দিল্লি পুলিশ সবার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে। মিথ্যা কাহিনী তৈরি করে তারা মুসলিমদের সরকারি নীতিগুলির সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে চাইছে। ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনের আগে পুলিশ একটি মিথ্যা ন্যারেটিভ খাড়া করতে চাইছে।' ২২ অগাস্ট রাজস্থান ও রাঁচিতে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করেছিল পুলিশ। কিন্তু সাবাকের দাবি, এত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের সময় একজন প্রত্যক্ষদর্শীও পায়নি পুলিশ। এটা অত্যন্ত সন্দেহজনক।

আজব দুনিয়া

সারমেয়র পরিবার

যুগ যুগ ধরে মানুষের বিশ্বস্ত সঙ্গী কুকুর। মানুষের প্রতি কুকুরের অনুভূতির আঁচ পাওয়ার চেষ্টা করছেন ইমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। এমআরআই স্ক্যানে দেখা গিয়েছে, কুকুর তার মালিককে নিজের পরিবার বলে মনে করে। পরিবারের সদস্যের প্রতি যে অনুভূতি তৈরি হয় মালিকের প্রতি কুকুরের তেমনই আত্মিক যোগ গড়ে ওঠে।

পাতলা বহুতল

পরিকাঠামো নির্মাণে অভিনবত্ব দুবাইয়ের অন্যতম বিশেষত্ব। সেই মুকুটের নতুন পালক মুরাবা ভেইল। ৭৩ তলা বাড়িটি শুধু দুবাই নয়, বিশ্বের সবচেয়ে কম চওড়া বহুতল। ১,২৪৭ ফুট উঁচু বহুতলটি মাত্র ৭৪ ফুট চওড়া। এতে রয়েছে ১৩১টি অ্যাপার্টমেন্ট।

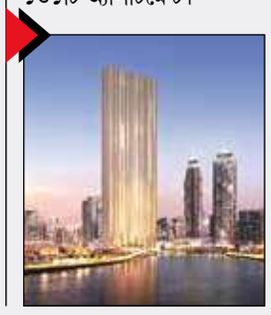

দুন স্কুলের ভিতর মাজারে ভাঙচুর হিন্দুত্ববাদীদের

দেরাদুন, ১৬ নভেম্বর : বিশ্বখ্যাত দুন স্কুল ক্যাম্পাসের ভিতরে থাকা একটি মাজার ভেঙে দিল একদল হিন্দুত্ববাদী। তার ভিডিও ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। দিনকয়েক আগে ওই কাণ্ডটি ঘটানো হলেও শুক্রবার তার খবর জানাজানি হয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং দেরাদুনের জেলা প্রশাসন দাবি করেছে, তারা ওই ভাঙচুরের নির্দেশ দেয়নি। জেলা শাসক সাবিন বনশল বলেন, আমরা মাজার ভেঙে দেওয়ার কোনও নির্দেশ দিইনি। মাজার সংক্রান্ত তথ্যগুলি যাচাই এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমরা এসডিএমের নেতৃত্বে একটি দল পাঠিয়েছিলাম।

যদিও হিন্দুত্ববাদী নেতা স্বামী দর্শন ভারতীর পালটা দাবি, তিনি সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সেইসময় প্রশাসনের তরফে স্কুল চত্বরের ভিতর থাকা মাজারটি ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে নির্দেশ যাঁরাই দিয়ে থাকুক, মাজারটি ভেঙে ফেলার ঘটনাকে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতী। উত্তরাখণ্ড রক্ষা অভিযানের প্রতিষ্ঠাতার সাফ কথা, 'স্কুলের ভিতর মাজার কেন থাকবে? তাও আবার দুন স্কুলের মতো একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এলাকায়। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, উত্তরাখণ্ডে জমি জেহাদ চলছে।' ভাইরাল ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, চার-পাঁচজন লোক হাতুড়ি, কুড়ুল নিয়ে মাজারে ভাঙচুর চালাচ্ছে।

ব্রিটিশদের হাতে তৈরি দুন স্কুল ভারতের একটি প্রথমসারির বোর্ডিং স্কুল। ভারতের রাজনীতিক,

সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, শিল্প, সাংবাদিকতা, সাহিত্য, সিনেমা পরিমণ্ডলে থাকা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিই এই স্কুলের প্রাক্তনী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধি থেকে তাঁর ছেলে রাহুল গান্ধি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, করণ সিং, কমল নাথ, নবীন পট্টনায়কদের পাশাপাশি খ্যাতনামা লেখক অমিতাভ ঘোষ, বিক্রম শেঠ, রামচন্দ্র গুহ, সাংবাদিক করণ থাপার, প্রণয় রায়ের মতো অসংখ্য মানুষ দুন স্কুলের প্রাক্তনী। এহেন স্কুলের ভিতর মাজার থাকা নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। সূত্রের খবর, মাজারটি বেশ পুরোনো। সম্প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটির সংস্কার করেছিলেন। উত্তরাখণ্ড ওয়াকফ বোর্ডের দাবি, স্কুলের যে অংশে মাজারটি রয়েছে সেটি একদা তাদের সম্পত্তি ছিল। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বোর্ডের এক আধিকারিক বলেন, 'আমাদের রেকর্ড অনুযায়ী, ওই এলাকার ৫৭ একর জমি আমাদের হাতে ছিল। কিন্তু সেই জমির বর্তমান অবস্থা আমরা জানি না।' দুন স্কুল সংলগ্ন বিশাল জমি এখনও বোর্ডের হাতে রয়েছে।

ছোটবেলার খোলামকুচি নিয়ে ব্যাংবাজির বিশ্বকাপ

সুদীপ মৈত্র

পুকুরে ঢিল বা খোলামকুচি ছোড়া তো বাচ্চাদের খেলা। পাড়াগাঁয়ে এ খেলার নাম 'ব্যাংবাজি'। ছোটবেলায় অলস দুপুরে পুকুর পাড়ে বন্ধুদের সঙ্গে এই খেলা কে না খেলেছে!

আশ্চর্য সে খেলা। জলে একটার পর একটা ঢিল ছুড়ে যাওয়া। যেমন-তেমন করে ছোড়া নয়। হাতের তালুর চেয়ে সামান্য ছোট চ্যাপ্টা ও গোলাকার ঢ্যালা কবজির জোর আর মোচড়ে এমন কায়দা করে ছোড়া হত যাতে সেটা জল ছুঁয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেত যত দূর সম্ভব। ডাঙায় ব্যাং যেভাবে লাফিয়ে চলে, পুকুরে ছোড়া ঢ্যালাও ছুটত সেইভাবে লাফিয়ে। তারপর টুপ করে যেত ডুবে। সেই গ্রাম্য ব্যাংবাজি খেলা নিয়ে যে আস্ত একটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হতে পারে, কে জানত!

সেটাই হচ্ছে ইউরোপ, আমেরিকার নানা জায়গায়। ইউরোপে যা স্টোন স্কিমিং, আমেরিকায় তাকেই বলে স্টোন স্কিপিং। আজ থেকে নয়, কয়েক হাজার বছর ধরে চলছে এ খেলা। যদিও আন্তর্জাতিক খ্যাতি মিলেছে হাল আমলে।

স্লেট পাথরের খোলামকুচি ছোড়ার সবচেয়ে বড় ও জনপ্রিয় খেলার আসর বসে ফি বছর সেপ্টেম্বরে স্কটল্যান্ডের হেব্রিডে দ্বীপপুঞ্জের ইজডেলে। যে প্রতিযোগিতার পোশাকি নাম 'ওয়ার্ল্ড স্টোন স্কিমিং চ্যাম্পিয়নশিপ'। যা শুরু হয়েছে ১৯৯৭ সাল থেকে। ২০২০ থেকে ২০২২, তিন বছর কোভিডের জন্য বন্ধ ছিল। এবারের প্রতিযোগিতা হয়ে গেল ৭ সেপ্টেম্বর, স্থানীয় মৎস্যজীবী ও পাব মালিকদের ব্যবস্থাপনায়।

এবার প্রতিযোগীরা এসেছিলেন জার্মানি, নেদারল্যান্ডস, সুইৎজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা, বলিভিয়া, হাঙ্গেরি ও জাপান সহ পাঁচটি মহাদেশের মোট ২৭টি দেশ থেকে। প্রায় সাড়ে তিনশো প্রতিযোগীর মধ্যে ছিলেন গতবারের বিজয়ীরাও। প্রাথমিকভাবে সাতশো জনের নাম জমা পড়লেও তাঁদের মধ্য থেকে সাড়ে তিনশো জনকে শেষমেশ বেছে নেওয়া হয়। বহিরাগত দর্শক সংখ্যাও হাজার জনের বেশি করা যায়নি পরিবেশগত বাধ্যবাধকতা থেকেই।

আন্তর্জাতিক স্টোন স্কিমিং প্রতিযোগিতায় অংশ নেন সাধারণত দেশি-বিদেশি অ্যামেচার থ্রোয়াররা। প্রতিযোগীদের মধ্যে তো বটেই এমনকি খেলা দেখার জন্যও তীব্র উত্তেজনা থাকে দর্শকদের মধ্যে। তাই সেপ্টেম্বর এলেই দুনিয়ার পর্যটকরা এসে ভিড় করেন ছবির মতো সুন্দর স্কটল্যান্ডের এই দ্বীপভূমিতে।

কমিউনিটির তরফে এই প্রতিযোগিতার প্রধান পর্যবেক্ষক ও বিচারক হিসাবে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন ডক্টর কাইল ম্যাথিউস। তিনি বললেন, 'যত দিন যাচ্ছে স্টোন স্কিমিং নিয়ে বিশ্বজুড়ে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়ছে। এবারই তো প্রতিযোগিতায় নাম লেখানোর আবেদনপত্র অনলাইনে বিলি শুরু হওয়ার পর মাত্র ২৯ মিনিটেই সব শেষ। ওয়েবসাইট ক্র্যাশ করে গেল সাতশো টিকিট বিক্রি হতে না হতেই।' স্টোন স্কিমিং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে যে অর্থ ওঠে, তা ইসডেল দ্বীপের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সুরক্ষায় খরচ করা হয় বলে জানালেন ম্যাথিউস।

স্টোন স্কিমিংয়ের ইতিহাস বহু প্রাচীন। কিন্তু স্কটিশ দ্বীপভূমিতে স্টোন স্কিমিং নিয়ে প্রতিযোগিতার ভাবনাটি আসে গত শতকের নয়ের দশকের গোড়ায় এক পানশালার আড্ডা থেকে। প্রথমে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেই। কয়েক বছর বাদে তার পরিসর বাড়িয়ে প্রতিযোগিতাকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়া হয়।

মহিলা চ্যাম্পিয়ন স্কিমারদের মধ্যে অন্যতম লিনসে ম্যাগেচি বললেন, 'এই খেলার রহস্য লুকিয়ে খোলামকুচিতে। ঠিক মাপের মসৃণ খোলামকুচি পেয়ে গেলে আর চিন্তা থাকে না।' ছোটবেলা থেকে খোলামকুচি কুড়োনোই তাঁর শখ। সারা দিনে অন্তত শ-দুয়েক খোলামকুচি ছুড়ে অনুশীলন করেন এই বিখ্যাত গলফার।

খোলামকুচি ছোড়ার সুবাদে গিনেস বুকে নাম ওঠার অপেক্ষায় রয়েছেন স্কিমার অ্যালেক্স লুইস। ইউরোপের একাধিক প্রতিযোগিতার খেতাব রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। তিনি বললেন, চ্যাপ্টা চাকতি জলে ছুড়ে দশ-বিশটা ব্যাং-লাফ কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু একবারে শতাধিক ব্যাং-লাফে দেড়শো-দুশো মিটার দূরে ব্যাক ওয়াল (সর্বোচ্চ দূরত্ব) ছুঁয়ে ফেলা যার-তার কম্মো নয়। অমানুষিক অনুশীলন ছাড়া এটা হয় না। এর জন্য একাগ্রতার পাশাপাশি শারীরিক সক্ষমতাও লাগে। তাঁর মতে, 'চাকতি বা কৌশল যত ভালোই হোক জেতাটা স্রেফ ভাগ্যের ব্যাপার।'

মজার খেলা হলেও প্রতিযোগীদের বাছাই করা থেকে শুরু করে শেষপর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে খেলা শেষ করার হ্যাপা অনেক। প্রতিযোগীরা যাতে ৭.৬ সেমি ব্যাসের স্লেট পাথরের চাকতি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার না করেন, তা খুঁটিয়ে দেখার দায়িত্ব থাকে ম্যাথিউস ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের ওপর। এখনও পর্যন্ত বড় কোনও বিতর্ক হয়নি এই প্রতিযোগিতা নিয়ে।

দৃষ্টান্ত বটে
(৪ নভেম্বর)

মাল পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী অলকা নাইক মেটেলিহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানও। রাজনীতির অঙ্গনে এক অন্য দৃষ্টান্ত।

আবাসনেই চেম্বার
(৫ নভেম্বর)

সিতাই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকদের একটি বড় অংশ তাঁদের সরকারি আবাসনেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন। বিষয়টি তাঁদের অনেকে স্বীকারও করে নিয়েছেন।

চাষের স্বার্থে
(৬ নভেম্বর)

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাকে 'পাইপ ইরিগেশন'-এর আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। চার জেলার ৯৮ হাজার হেক্টর কৃষিজমি ওই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

যুদ্ধ মহড়া
(৭ নভেম্বর)

পূর্ব ভারতে স্থলসেনা, বায়ুসেনা ও নৌসেনার বিশেষ যুদ্ধকালীন যৌথ মহড়া 'পূর্ব প্রহার'। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে হাসিমারা বায়ুসেনা কেন্দ্র।

মিলেমিশে করি কাজ

শিবশংকর সূত্রধর

তাহলে কি আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি? পুলিশ-প্রশাসন ও পুরসভার ইগোর লড়াইয়ে এখনও রাসমেলার মেয়াদ ঝুলে রয়েছে। মেলা শুরু হয়ে গেলেও, তার মেয়াদ কতদিন তা আপাতত অজানাই। প্রশাসনের তরফে সাফ বলে দেওয়া হয়েছে মেলা হবে ১৫ দিনই। যদিও পুরসভা ২০ দিন মেলা করার পক্ষে। কী হবে শেষপর্যন্ত?

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। গতবছরের কোচবিহারের রাসমেলার সঙ্গে এই প্রবাদটি মিলিয়ে দিলে মনে হয় ভুল কিছু হবে না। পুরসভা আর পুলিশের ঠান্ডা লড়াইয়ে ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষকে খেসারত দিতে হয়েছিল। গতবছরের মেলায় ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট, একটানা চার ঘণ্টা মেলায় ব্যবসা বন্ধ, ব্যবসায়ী-পুরকর্মীদের উপর পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগ, প্রতিবাদে কাজকর্ম শিকেয় তুলে পুরকর্মীদের আন্দোলন, সেই আন্দোলনের জেরে শহরজুড়ে আবর্জনার স্তূপ জমা- কিছুই বাদ যায়নি। কে কার উপর দোষ ঠেলবে তা দেখতে গিয়ে সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা ভাবেননি কেউ। সমস্যাটা শুরু হয়েছিল রাসমেলার মেয়াদ নিয়ে। ব্যবসায়ী ও পুরসভা মেয়াদ বাড়াতে চাইলেও, প্রশাসন রাজি হয়নি।

কোচবিহারের মানুষ রাসমেলার মেয়াদকে তিনটি ভাগে ভাগ করে দেখতেই অভ্যস্ত। প্রথমত, পুরসভা ও পুলিশ-প্রশাসনের তরফে মেলার একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করে দেওয়া হয়। সাধারণত তা ১৫ দিন থাকে। গত বছর সেটি ২০ দিনের ছিল। দ্বিতীয়ত, মেলার শেষের দিকে ব্যবসায়ীরা মেলা আরও দুই-চারদিন বাড়ানোর দাবি জানান। তৃতীয়ত, মেলা শেষের পর আরও দুইদিন মেলার দোকানপাট গোটাতে গোটাতেও ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রি করেন। এই সময় খুব সস্তায় জিনিস পাওয়া যায়। এটি 'ভাঙা মেলা' নামেই পরিচিত। বছরের পর বছর ধরে ঠিক এই নিয়মে মেলা হলেও গত বছরই ছেদ পড়ে।

এবারেও এখন পর্যন্ত পুরসভা ও পুলিশ-প্রশাসনের তরফে মেয়াদ নিয়ে একমত না হওয়ায় শেষপর্যন্ত মেলা কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। মেলার মেয়াদ কতটা থাকবে সেটি পুলিশ-প্রশাসনের বিষয়। তবে, গত বছরের ভাঙা মেলায় পুলিশ যেভাবে অতি সক্রিয় হয়ে দোকানপাট বন্ধ করিয়েছিল তা অনেকেরই ভালো লাগেনি। আবার পুরসভার কর্মীরা যেভাবে কাজকর্ম লাটে তুলে আন্দোলন করেছিলেন সেটা না করে বরং নাগরিক পরিষেবায় জোর দিতে পারতেন। পুলিশ ও পুরসভা, দুটি দপ্তর বিরোধে না গিয়ে বরং মিলেমিশে কাজ করলে মেলায় কলঙ্কিত হত না। এবছরের মেলায় সেই বিরোধ মিটিয়ে সবটা ভালোভাবে হোক, মহারাজাদের মেলার ঐতিহ্য ধরে থাক। এমনটাই দাবি সাধারণ মানুষের।

নজরে।। *কোচবিহার রাসমেলায় রাসচক্র।*

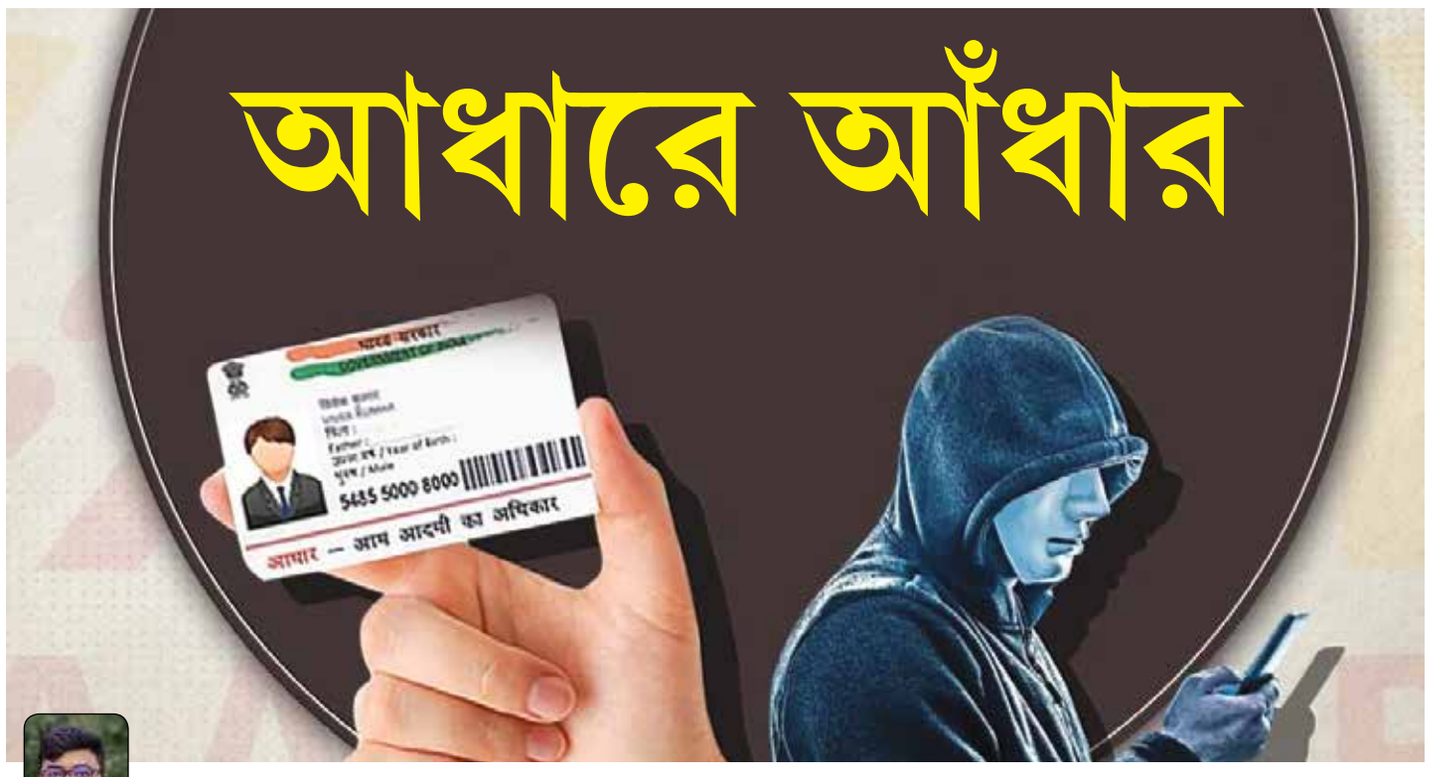

আঁধারে আঁধার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

সত্যিই আঁধার। নাগরিক হিসেবে আজকাল আধারই আমাদের সবচেয়ে বড় পরিচয়পত্র। আর সেটির পাশাপাশি অন্যান্য পরিচয়পত্রকে কেন্দ্র করে যেভাবে জালিয়াতি শুরু হয়েছে তা যথেষ্টই আশঙ্কাজনক। কীভাবে এই কারবার চলছে তা খবরের কাগজ, হালের ওয়েব সিরিজগুলিতে চোখ রাখলেই পরিষ্কার। সতর্ক না হলে সামনে সমূহ বিপদ।

সাহিত্যিক দেবেশ রায়ের কথায়, উত্তরবঙ্গ হল 'ভগবানের আঙিনা'। তবে অপ্রিয় সত্য হল, সেই আঙিনার দখল নিতে সুপরিকল্পিতভাবে ছক কষছে দেশবিরোধী শক্তিগুলো। ইতিমধ্যেই তাদের প্রচুর সংখ্যক এজেন্ট উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। তারাই ধীরে ধীরে অসন্তোষের বীজবপন করছে। আর স্থানীয়দের একতা ভাঙতে এলাকা বাছাই করে সন্তর্পণে বহিরাগতদের ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শেষ ১০ বছরে এই কাজ আগের তুলনায় অনেক বেশি সক্রিয়ভাবে শুরু হয়েছে। আর সেই কাজের মূল অস্ত্র হল জাল বা বেআইনি ভারতীয় পরিচয়পত্র। সেটা আধার, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি অনেক কিছুই হতে পারে।

এই জাল বা বেআইনি ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির আঁতুড় পরিণত হয়েছে গোটা উত্তরবঙ্গ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা। নানা কায়দায় সেসব পরিচয়পত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

'জাল' এবং 'বেআইনি' পরিচয়পত্রের সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। দুটিই আইনবিরুদ্ধ। তবে এক্ষেত্রে 'জাল' এর অর্থ হল 'ভুয়ো' বা 'নকল'। অর্থাৎ বাস্তবে আছে কিন্তু সরকারি নথিতে তার অস্তিত্ব নেই। কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করে দেদারে এইসব নকল আধার, ভোটার কার্ড তৈরি হচ্ছে। খুব ভালো করে যাচাই না করলে নথিগুলো যে নকল তা বোঝা যায় না। তাই নকল পরিচয়পত্র ব্যবহার করেই নানা জালিয়াতি করা হচ্ছে। আর 'বেআইনি' মানে যেসব পরিচয়পত্র বা নথি সরকারি খাতায় নথিভুক্ত কিন্তু সেসব আইন মেনে তৈরি হয়নি এমন।

পুলিশ এবং একাধিক কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুসারে বহু মানুষ দালালের হাত ধরে বাংলাদেশ বা নেপাল থেকে এদেশে ঢুকে মোটা টাকার বিনিময়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের কাছ থেকে বাসিন্দা শংসাপত্র নিচ্ছে। সেটা দেখিয়ে প্রশাসনিক স্তরে শংসাপত্র জোগাড় করে সেইসব নথির মাধ্যমে ভোটার তালিকায় নাম তুলছে। তারপরই তড়িঘড়ি এলাকায় জমি কিনে নিচ্ছে। ফলে সে হয়ে যাচ্ছে করদাতা। টাকা এবং ভোটের লোভে স্থানীয় নেতারাও চুপ করে থাকছে। সেই ভোটার কার্ড ব্যবহার করে পরবর্তীতে সেই ব্যক্তি আধার, রেশন, প্যান কার্ড সহ যাবতীয় নথি বানিয়ে নিচ্ছে। এভাবেই রাতারাতি একজন অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাচ্ছে পাকাপোক্ত ভারতীয়। তারপর সুযোগ ও সুবিধামতো সে নথিপত্র এক জেলা বা রাজ্য থেকে অন্য জেলা বা রাজ্যে স্থানান্তরিত করছে। এই পদ্ধতিতেই তৈরি হচ্ছে 'বেআইনি' পরিচয়পত্র।

নকলের ব্যাপারটা অনেকটা 'তৃণ' জাতীয় উদ্ভিদের মতো। অর্থাৎ যার শিকড় শক্তিশালী নয়, সহজেই উপড়ে ফেলা যায়। কিন্তু বেআইনি নথির বিষয়টি আদতে 'বৃক্ষ' জাতীয় উদ্ভিদের সমান। শেকড় অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আশপাশের মাটি এমনভাবে আঁকড়ে থাকে যে প্রবল ঝড়েও টলানো মুশকিল। বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য, লিংকম্যান, এজেন্ট, অস্ত্র সরবরাহকারীদের কাছে রয়েছে ভুয়ো বা বেআইনি ভারতীয় পরিচয়পত্র।

যারা জাল নথি তৈরি করছে তারাই অনুপ্রবেশ কারবারের অন্যতম অংশীদার। অনেকটা টিমগেমের মতো। ভৌগোলিক অবস্থান উত্তরবঙ্গের সমৃদ্ধির অন্যতম সহায়ক। অবস্থানগত কারণে পাহাড়, জঙ্গল, নদী ঘেরা উত্তরের প্রাকৃতিক সম্পদই তার অন্যতম ঐশ্বর্য। আবার সেই অবস্থানগত সুবিধার জন্যই উত্তরবঙ্গকে ঘাঁটি করে অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে দেশবিরোধী শক্তিগুলি।

অনুন্নয়ন ও বেকারত্বকে হাতিয়ার করে গত এক দশকে বেআইনি নথি তৈরি এবং অনুপ্রবেশকে উত্তরবঙ্গ ও মুর্শিদাবাদের এক শ্রেণির মানুষের উচ্চ আয়ের 'পেশা' বানিয়ে দিয়েছে এই কারবারিরা। শিল্পহীন উত্তরবঙ্গে চাকরির মন্দার বাজারে বহু বেকার তরুণ-তরুণীই কিছু টাকার লোভে জেনে বা অজান্তেই জাল নথি তৈরির চক্রে নাম লেখাচ্ছে।

বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান দিয়ে ঘেরা উত্তরবঙ্গ অনুপ্রবেশের সেফ জোন হয়ে গিয়েছে। 'কাঁটাতারহীন সীমান্ত' উত্তরবঙ্গবাসীর দুর্ভোগের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে। শুধু বাংলাদেশকেন্দ্রিক অনুপ্রবেশ নিয়েই সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে। তবে তার চাইতে কোনও অংশে কম বিপজ্জনক নয় নেপাল হয়ে অনুপ্রবেশ। নৃতত্ত্বগত সাদৃশ্যের সুযোগ নিচ্ছে জাল নথি তৈরির চক্রটি। বাংলাদেশের একটা বড় অংশের মানুষের সঙ্গে উত্তরের সমতলের বিভিন্ন জনজাতির শারীরিক গঠন, ভাষা, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, রীতি মিলে যায়। একইভাবে নেপালের বাসিন্দাদের সঙ্গে উত্তরের পাহাড়ের বহু জনজাতিতের প্রায় সবক্ষেত্রেই সাদৃশ্য রয়েছে। ফলে একবার সীমান্ত টপকে মিশে গেলেই আলাদা করা মুশকিল। এইসব মিলের সুযোগে নকল বা বেআইনি নথি তৈরিতে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে কারবারিরা।

উত্তর-পূর্ব ভারত হয়েও মায়ানমার থেকে বহু মানুষ ঢুকছে উত্তরবঙ্গে। এনআরসি সংক্রান্ত সমস্যায় অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকেও উত্তরবঙ্গে অনুপ্রবেশ বাড়ছে। সেক্ষেত্রে লক্ষ-লক্ষ টাকায় বিকোচ্ছে বেআইনি পরিচয়পত্র। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, মালদা ও মুর্শিদাবাদ। এই পাঁচ জেলাতে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে নথি প্রতারণাচক্র। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, নেতা, পুলিশ, আমলাদের একাংশ ভবিষ্যতের কথা না ভেবে ঠুঁটো জগন্নাথ সেজে বেআইনি কাজকে দিনের পর দিন আইনি করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

বিপদঘণ্টা বেজে গিয়েছে। ভারতবিরোধীরা চিকেন নেকের গলা টিপে ধরার জন্য হাত বাড়িয়েই রয়েছে। ভুয়ো পরিচয়পত্র হাতে নিয়ে উত্তরবঙ্গে নকল ভারতীয়রা প্রকৃত ভারতীয়দের খাদের কিনারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নাগরিক সমাজ চোখ, কান বন্ধ রাখলে বিরাট বিপদ।

স্যান্ড স্নেক
(৮ নভেম্বর)

১৭৯৬ সালে ওড়িশার গঞ্জামে প্রথম স্যান্ড স্নেকের খোঁজ মিলেছিল। ২২৮ বছর পর পশ্চিমবঙ্গের ফরাক্কায় ফের এই সাপটির দেখা মিলল।

দুধে বিষ
(৯ নভেম্বর)

শিলিগুড়ি শহরে রোজ অন্তত ১৭টি সংস্থার প্যাকেটজাত দুধ আসে। চার-পাঁচটি সংস্থা বাদে বাকিগুলির গুণগত মান নিয়ে সন্দেহ। দামের বিপুল ফারাকেও প্রশ্ন।

রাস্তায় ভোগান্তি
(১১ নভেম্বর)

জয়গাঁর মঙ্গলাবাড়ি থেকে শুরু করে ভুটানগেট পর্যন্ত রাস্তা বলতে কার্যত কিছুই অবশিষ্ট নেই। বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। ব্যবসা বন্ধের ডাক দিয়ে আসরে ব্যবসায়ীরা।

জঙ্গি-যোগ?
(১২ নভেম্বর)

আল-কায়দাকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতার সন্দেহ। এনআইএ ও পুলিশ মিলে ফুলবাড়ি ও হলদিবাড়িতে অভিযান চালাল। কাউকে অবশ্য গ্রেপ্তার করা হয়নি।

পাশে সদাই
(১২ নভেম্বর)

ভবঘুরে। চালচুলোহীন। কিন্তু তাঁর উদ্যোগে সদাই পরিষ্কার থাকে পতিরামের রাস্তাঘাট। কোনও চাহিদা না থাকা প্রদীপ আজকাল এলাকার অন্যতম অনুপ্রেরণা।

হস্টেলে চুরি
(১৩ নভেম্বর)

কোচবিহারে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়া ও চিকিৎসকদের হস্টেলে চুরির অভিযোগে এক তরুণ গ্রেপ্তার। ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দ্যাখো তাই

সৌকর্য সোম

দিনকয়েক আগে পাণ্ডুয়ায় জমিতে কাজ করার সময় প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা মেলে। পুলিশ পরে গিয়ে কিন্তু মাত্র ১৬টি মুদ্রা উদ্ধারে সমর্থ হয়। বাকিগুলি ভ্যানিশ! মালদার মাটি ইতিহাসে মোড়া। কিন্তু তা ঠিকমতো সংরক্ষণে সরকারের যেন কোনও সদিচ্ছাই নেই।

আমাদের বাড়িতে কাজ করা মালি কিছুদিন আগে জানান পাণ্ডুয়ার দিকে একটা বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে সেখানে মেলা একটা বড় কলসির কথা। তার ভেতর থাকা কয়েক হাজার মুদ্রা হাপিস করতে কীভাবে মালিক তাকে কিছু পয়সা দিয়ে চুপ থাকতে বলেছিলেন। এটাই ট্র্যাজেডি। মালদার ইতিহাসের অন্ধকার দিক।

দিনকয়েক আগে পান্ডুয়ার আটগামা গ্রামে জমিতে কাজ করতে গিয়ে ট্র্যাক্টরের ফলায় উঠে এল প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা। খবর ছড়াতেই হুড়োহুড়ি, কাড়াকড়ি। পরে পুলিশ খবর পেয়ে এসে মাত্র ১৬টি মুদ্রা উদ্ধারে সক্ষম হয়। আর তারপরই এটা পরিষ্কার যে বহু মুদ্রা হাপিস হয়েছে। কেন না এত বড় ঘড়ায় যে মাত্র ১৬টি মুদ্রা থাকতে পারে না সেটা সহজেই অনুমেয়। গাজোল থানায় আজও অনেক মূর্তি গচ্ছিত আছে। কিছু মালদা মিউজিয়ামে গিয়েছে। কিন্তু বাকিগুলির কোনও হদিস নেই। প্রতিদিনই উত্তরবঙ্গ সংবাদে গৌড়বঙ্গের কোথাও না কোথাও মূর্তি, মুদ্রা উদ্ধারের খবর বের হয়। কয়েক বছর আগে বারোকোনা গ্রামে স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার হয়েছিল। তারপর গাজোলের সাহাজাতপুর, করকচ এলাকা থেকেও। তবে এযাবৎকালে পাওয়া সবথেকে নিঁখুত নিপুণ বুদ্ধমূর্তির হদিস মেলে পাণ্ডুয়ার কুতুবশহর এলাকায়। প্রায় সাড়ে তিন ফুটের বুদ্ধমূর্তি পাওয়ার পরেও জগজীবনপুর বৌদ্ধবিহার নিয়ে আজও সরকার চুপ।

অমূল্য।। *ফিরোজাবাদ টাঁকশালে তৈরি ইলিয়াস শাহি বংশের তৃতীয় সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের রৌপ্যমুদ্রা।*

ঐতিহ্য।। *মালদার আদিনা মসজিদ। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ*

ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যায় গৌড়বঙ্গের আসা সুলতানেরা নানা সময় নানান টাঁকশাল বানিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য লক্ষ্ণৌতি, ফিরোজাবাদ, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, মুয়াজ্জমাবাদ, শহর-ই-নাও, ফতহাবাদ, হুসেনাবাদ, খলিফতাবাদ, মুজফফরাবাদ, ছাতগাঁও, মাহমুদাবাদ, মহম্মদাবাদ, আরকান, টাঁড়া, রোহতাসপুর, জান্নতাবাদ, নাসরতাবাদ, বরবকাবাদ, কাওয়ালিস্থান, ঘিয়াসপুর। কিছু টাঁকশালের নাম বারবার পরিবর্তিত হয়েছে। এদের মধ্যে লক্ষ্ণৌতির অবস্থান বর্তমান সাগরদিঘি পাশের এলাকা, ফিরোজাবাদ ছিল পাণ্ডুয়া, শহর-ই-নাও ছিল নঘরিয়া সংলগ্ন এলাকা, মুজফফরাবাদ ছিল পাণ্ডুয়ার কাছে, টাঁড়ার বর্তমান অবস্থা গৌড়ের কাছের জালুয়াবাথাল অঞ্চল, ঘিয়াসপুরের অবস্থানও গৌড়ের কাছেই।

বলার শেষ নেই, আজ ভারতবর্ষে বিশ্বের সবথেকে বড় মিউজিয়াম তৈরির কাজ চলছে। 'যুগে যুগেন ভারত' নামে বিশাল এক প্রকল্প ভারত সরকার নিতে চলেছে। ১.১৭ লক্ষ বর্গমিটারের এই বিশাল মিউজিয়ামে ৯৫০টিরও বেশি ঘর থাকার সম্ভাবনা। যেটা বিশ্বের সবথেকে বড় লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম, প্যারিসের লুভ মিউজিয়ামের থেকেও কয়েকগুণ বড় হতে চলেছে।

মালদার কথায় ফেরা যাক। এখানকার প্রত্নসামগ্রী মালদা জেলা মিউজিয়ামের থেকে বেহালার স্টেট আর্কিওলজিক্যাল মিউজিয়ামে বেশি সংরক্ষিত রয়েছে। মালদা জেলা সংগ্রহশালা নিয়ে পড়ুয়া ও গবেষকদের ফ্রিতে এন্ট্রি, কাফেটেরিয়ার মতো নানা পরিকল্পনা নেওয়া হলেও সেগুলির বাস্তবায়ন হয়নি। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই) চত্বরের ১০০ মিটারের মধ্যে মাটি কাটা বা খননকাজ নিষিদ্ধ হলেও গৌড়ের লুকোচুরি দরজা লাগোয়া পুকুরের মাটি কাটা হয়েছে। সেখানে স্তূপাকৃত মাটির পাত্র, হাঁড়ি, কলসি, পুতুল এমনকি কঙ্কালও দেখা গিয়েছে। রাজ্য সরকারের হেরিটেজ কমিটি এককালে মালদায় থাকলেও আজও তাকে নিয়ে কোনও মিটিং বা আলোচনা এমনকি কারা সেই কমিটিতে আছেন, কিছুই জানা যায় না। দীর্ঘ আন্দোলনের পর রায়গঞ্জে এএসআইয়ের অফিস চালু হয়েছে। এই অফিসের আওতায় মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি ও কোচবিহার রাজবাড়ির মতো দুটো মিউজিয়াম ও গোটা উত্তরবঙ্গজুড়ে থাকা হাজারো ঐতিহাসিক চত্বর থাকার পরেও কাজের কাজ সেভাবে কিছুই হয়নি। যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অন্যান্য সুযোগসুবিধার অপ্রতুলতার কারণে অফিসের কর্মচারীরা সেখানে থাকতে চাইছেন না। অফিস সরিয়ে শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য দিল্লিতে দরবার করা হয়েছে।

কথায় বলে মুদ্রা ইতিহাসের কথা বলে, সাক্ষ্য দেয়। তাই মুদ্রার ইতিকথা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে মানুষের ইতিহাসের সঙ্গে। আজও গৌড় কিংবা পান্ডুয়ার মাটি খুঁড়লে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। এছাড়া মূর্তিও সেসময়ের ধর্মীয় প্রবণতার কথাও জানা যায়। ইতিহাস সংরক্ষণে ভোটবাক্সে লাভ হয় না। ইতিহাস সংরক্ষণে চাই আবেগ, ভালোবাসা, আন্তরিকতা।

বড় মিউজিয়াম তো দেশের গর্ব অবশ্যই। কিন্তু এবার সময় এসেছে গৌড়, পান্ডুয়া, আদিনা, জগজীবনপুর কিংবা উত্তর দিনাজপুর ও তার একটু পাশেই বাণগড়ের মতো 'শিশির বিন্দু' নিয়ে সরকারের ভাবার। না হলে আমাদের গর্ব করার মতো ৫০০০ বছরের ইতিহাসের এককণাও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রেখে যেতে পারব না।

দাম কমছে সোনার লগ্নি করবেন কি!

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

উৎসবের মরশুমে রেকর্ড দামে পৌঁছে গিয়েছিল সোনা। বিয়ের মরশুমের শুরুতেই দাম অনেকটা কমেছে। যা বিবাহযোগ্য সন্তানের বাবা-মা'র মুখে হাসি ফুটিয়েছে। পাশাপাশি লগ্নিকারীদের জন্যও বড় সুযোগ এনে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই ভারতবাসীর হৃদয়ে সোনার একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। এখন তাঁদের পোর্টফোলিওতেও সোনার গুরুত্ব বাড়ছে। বিগত কয়েক সপ্তাহে শেয়ার বাজারে বড় ধস হয়েছে। যার প্রভাবে ধাক্কা খেয়েছে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নিও। এমন সময়ে নিরাপদ লগ্নি হিসেবে একেবারে শীর্ষে উঠে এসেছে এই মূল্যবান ধাতু। নিরাপত্তার জন্য এবং আগামী দিনে লাগাতার মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে সোনা।

ঐতিহ্যগতভাবে সোনার গয়না, কয়েন বা বার কেনাই প্রথম পছন্দ লগ্নিকারীদের। তবে ডিজিটাল গোল্ড, গোল্ড ইটিএফ, গোল্ড বন্ডও সোনায় লগ্নির অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। সোনায় লগ্নির আগে কয়েকটি বিষয় মনে রাখতে হবে।

■ ১৯৬১-এর আয়কর আইন অনুযায়ী একদিনে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকার সোনার গয়না কিনতে পারবেন।

■ ২ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের সোনা কেনার জন্য আধার বা প্যান কার্ড দেখানো বাধ্যতামূলক।

■ আইন অনুযায়ী একজন বিবাহিত মহিলা সর্বোচ্চ ৫০০ গ্রাম সোনা রাখতে পারেন। অবিবাহিত মহিলা এবং পুরুষের ক্ষেত্রে সোনা রাখার ঊর্ধ্বসীমা যথাক্রমে ২৫০ এবং ১০০ গ্রাম।

■ সোনা কেনার তিন বছরের মধ্যে তা বিক্রি করলে তা স্বল্প মেয়াদি মূলধন লাভ হিসেবে ধরা হয় এবং সেই অনুযায়ী কর দিতে হয়। ৩ বছর পরে বিক্রি করলে দীর্ঘ মেয়াদি মূলধন লাভ কর প্রযোজ্য হয়। মূলধনী লাভের ওপর ২০ শতাংশ ইন্ডেক্সেশন বেনিফিট (২০ শতাংশ) এবং সেস (৪ শতাংশ) আরোপ করা হয়।

■ বাড়িতে বেশি সোনা না রাখাই শ্রেয়। সেক্ষেত্রে ব্যাংকের লকার ভাড়া করার বন্দোবস্ত করতে হবে।

■ গোল্ড ইটিএফে লগ্নি করতে হলে লগ্নিকারীদের ডিম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে।

গয়না তৈরি করে সোনায় বিনিয়োগ এখনও ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পছন্দ হলেও সোনায় লগ্নির বিকল্প মাধ্যমগুলির দিকেও এখন তাঁদের নজর পড়েছে। প্রতিটি মাধ্যমেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সুবিধা বা অসুবিধাও ভিন্ন ভিন্ন।

■ **গয়না :** সোনায় লগ্নির সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ মাধ্যম হল গয়না। তবে এর ভালো এবং মন্দ দুই দিকই রয়েছে। গয়না কেনার সময় প্রায় ১০ শতাংশ মজুরি এবং ৩ শতাংশ জিএসটি বাড়তি খরচ করতে হয়। গয়নায় নকশা যত বেশি হবে মজুরিও বাড়বে। গয়না রাখার জন্য ব্যাংকের লকারের খরচও রয়েছে। গয়না কেনার সময় খাঁটি কি না যাচাই করতে হলমার্ক আছে কি না দেখে নিতে হবে। সোনার গয়নায় ২৪ ক্যারেট ব্যবহার করা হয় না। বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সোনার গয়না কিনতে হলে ২২ ক্যারেট সোনা কিনতে হবে। ১৮ বা ১৬ ক্যারেট নয়। শুধু লগ্নির জন্য গয়না না কিনে সোনায় লগ্নির অন্যান্য বিকল্প ভেবে দেখা যেতে পারে।

■ **কয়েন কিংবা বার :** যাঁরা শুধু লগ্নির জন্য সোনা কিনতে চান তাঁদের জন্য আদর্শ হতে পারে সোনার কয়েন বা বার। প্রথম সারির সোনার দোকানে ১ গ্রাম থেকে ২৫০ গ্রাম ওজনের সোনার কয়েন বা বার কিনতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মজুরির খরচ না থাকলেও ৩ শতাংশ জিএসটি দিতে হয়। লকারজনিত খরচও বহন করতে হয় লগ্নিকারীকে। গয়নার মতো এক্ষেত্রেও হলমার্ক দেখে কিনতে হবে লগ্নিকারীদের।

■ **ডিজিটাল গোল্ড :** সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটাল সোনা একটি জনপ্রিয় বিকল্প হয়ে উঠেছে। পেটিএম, ফোন পে, গুগল পে-এর মতো প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে অল্প পরিমাণ সোনা কিনতে পারেন। বিভিন্ন সোনার দোকানেও এই ডিজিটাল সোনা কেনার সুযোগ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মজুরি বা লকারের খরচ বহন করতে হয় না। সোনা খাঁটি কি না তাও দেখে নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তবে এক্ষেত্রে জিএসটি দিতে হয়। ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিয়েও ডিজিটাল সোনায় লগ্নি করা যায়।

■ **গোল্ড ইটিএফ :** ডিম্যাট বা ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট থাকলে গোল্ড ইটিএফ কেনা-বেচা করা যায়। গোল্ড ইটিএফ স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত হয়। সোনার দামের ওপর নির্ভর করে গোল্ড ইটিএফের দাম ওঠা-নামা করে। অল্প টাকাতেও ইটিএফ কেনা যায়। এক্ষেত্রে মজুরি বা লকারের খরচ নেই। তবে কেনা বেচার জন্য ব্রোকারের খরচ লগ্নিকারীকে বহন করতে হয়। স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেনের সময়ে ইটিএফ সহজেই কেনা বা বিক্রি করা যায়।

■ **গোল্ড বন্ড :** ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ২০১৫ থেকে গোল্ড বন্ড ইস্যু করে আসছে। যা সোনায় লগ্নির অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে। বছরে কয়েকবার এই ইস্যু বাজারে আনা হয়। তখনই গোল্ড বন্ড কিনতে হবে। এই বন্ডের মেয়াদ ৮ বছর। ৫ বছর পর থেকে গোল্ড বন্ড বিক্রি করা যায়। কোনও অর্থবর্ষে একজন লগ্নিকারী সর্বোচ্চ চার কেজি সোনার গোল্ড বন্ড কিনতে পারেন। সোনার বর্তমান দামের ওপর নির্ভর করে গোল্ড বন্ডের দাম নির্ধারিত হয়। যখন তা বিক্রি করা হবে, সেই সময়ের সোনার দাম অনুযায়ী অর্থ পাবেন লগ্নিকারীরা। এছাড়াও বার্ষিক ২.৫ শতাংশ হারে লগ্নি করা তহবিল থেকে সুদও পাওয়া যায়।

পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনতে এবং যে কোনও আর্থিক মন্দা বা আর্থিক সংকট মোকাবিলায় সোনায় লগ্নি আবশ্যিক। একটা উদাহরণে এই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ২০০৮-এর আর্থিক মন্দা বা ২০২০-র কোভিড মহামারির সময় শেয়ার বাজারে ধস নামলেও লাফিয়ে বেড়েছে সোনার দাম। অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির হার যেভাবে বাড়ছে তাতে ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে রিটার্নও বাড়াতে হবে লগ্নিকারীদের। ফিক্সড ডিপোজিট বা বিভিন্ন সরকারি জমা প্রকল্প নিরাপদ হলেও রিটার্ন সীমিত। সেক্ষেত্রে সোনা যেমন নিরাপদ তেমনই লগ্নিকারীদের বড় অঙ্কের রিটার্নও দিতে পারে এই মূল্যবান ধাতু।

ভারতে সোনার দামের অতীত পরিসংখ্যান দেখলে সোনার গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা আরও স্পষ্ট হবে—

সাল	দাম (টাকা)
১৯৬৪	৬৩
১৯৭৪	৫০৬
১৯৮৪	১৯৭০
১৯৯৪	৪৫৯৮
২০০৪	৫৮৫০
২০০৭	১০৮০০
২০০৯	১৪৫০০
২০১০	১৮৫০০
২০১১	২৬৪০০
২০১২	৩১০৫০
২০১৯	৩৫২২০
২০২০	৪৮৬৫১
২০২১	৪৮৭২০
২০২২	৫২৬৭০
২০২৩	৬৫৩৩০
২০২৪	৭৮৬০০

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : এনএমডিসি

● **সেক্টর :** আয়রন অ্যান্ড স্টিল ● **বর্তমান মূল্য :** ২১৮ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ১৬৭/২৮৬ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ৬৪,১৩৬ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ১ ● **বুক ভ্যালু :** ৭৮ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ৩.৩১ ● **ইপিএস :** ২০.৭৪ ● **পিই :** ১০.৫৫ ● **পিবি :** ২.৫ ● **আরওসিই :** ৩০.৯ ● **আরওই :** ২৩.৯ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ২৭৫

একনজরে

■ ১৯৫৮-এ প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন এই সংস্থা 'নব রত্ন' মর্যাদা প্রাপ্ত।

■ মূলত আয়রন ওর উত্তোলন এবং নিষ্কাশন, হিরে, স্পঞ্জ আয়রন তৈরি এবং উইন্ড এনার্জি উৎপাদন ও বিক্রির কাজ করে এই সংস্থা।

■ দেশের মোট আয়রন ওর উৎপাদনের ১৮ শতাংশ এনএমডিসির। বছরে ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টনেরও বেশি উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে এই সংস্থার।

■ এনএমডিসির হাতে ৭টি আয়রন মাইন রয়েছে। এর মধ্যে ৫টির মাইনিং লাইসেন্স সম্প্রতি ২০ বছর বাড়ানো হয়েছে। পাল্লাতে রয়েছে ডায়মন্ড মাইন। ২টি কোল মাইনও হাতে রয়েছে এই সংস্থার।

■ ২:১ বোনাস দেওয়ার ঘোষণা করেছে এনএমডিসি। অর্থাৎ রেকর্ড ডেটে হাতে থাকা প্রতিটি শেয়ারের জন্য ২টি বোনাস শেয়ার পাবেন লগ্নিকারীরা।

■ এনএমডিসির ৬০.৭৯ শতাংশ শেয়ার রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। ১২.৬ শতাংশ এবং ১৪.০৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে যথাক্রমে বিদেশি এবং দেশি আর্থিক সংস্থার হাতে।

■ নিয়মিত লগ্নিকারীদের ডিভিডেন্ড দেয় এনএমডিসি।

■ ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সংস্থার মুনাফা ১৭ শতাংশ বেড়ে ১,১৯৬ কোটি টাকা এবং আয় ২২.৫৪ শতাংশ বেড়ে ৪৯১৮.৯১ কোটি টাকা হয়েছে।

■ সাম্প্রতিক সংশোধনের ধাক্কায় এনএমডিসির শেয়ার সর্বোচ্চ উচ্চতা থেকে প্রায় ২০ শতাংশ নীচে নেমে এসেছে।

■ মতিলাল অসওয়াল, প্রভুদাস লীলাধর সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই কোম্পানির শেয়ার কেনার পক্ষে সওয়াল করেছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর করে সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ও নিফটি থিতু হয়েছে যথাক্রমে ৭৭,৫৮০.৩১ এবং ২৩,৫৩২.৭০ পয়েন্টে। সেপ্টেম্বরে সর্বকালীন সেরা উচ্চতার যে রেকর্ড গড়েছিল দুই সূচক সেখান থেকে প্রায় ১০ শতাংশ নীচে নেমে এসেছে। এতেই শেষ নয়, আরও নীচে নামতে পারে শেয়ার বাজার। মাঝে পুল ব্যাক র‍্যালি হলেও বড় কোনও পরিবর্তন না হলে সংশোধনের ধারা অব্যাহত থাকতে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

টেকনিকালি বড় সাপোর্ট লেভেল ভেঙেছে সেনসেক্স ও নিফটি। সেনসেক্স ৭৮ হাজার এবং নিফটি ২৩,৭০০-এর ওপরে থিতু না হলে পরিস্থিতির বড় কোনও পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা কম। যে কোনও পুলব্যাক র‍্যালিতে তাই হাতে থাকা শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে, সূচক আরও নামলে প্রথম শ্রেণির গুণগত মানে ভালো সংস্থার শেয়ারে ধাপে ধাপে লগ্নি করা যেতে পারে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের একাধিক শেয়ারে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে। লগ্নি করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে। পরিস্থিতি পরিবর্তনে তবেই বড় অঙ্কের মুনাফা করা যাবে।

চলতি সপ্তাহে সূচকের পতনে সব থেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে দেশের মূল্যবৃদ্ধির পরিসংখ্যান। অক্টোবরে মূল্যবৃদ্ধির হার হয়েছে ৬.২১ শতাংশ। যা গত ১৪ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। রিজার্ভ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা ২-৬ শতাংশের থেকে বেশি হওয়ায় আগামী ঋণনীতির পর্যালোচনায় রেপো রেট কমানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়েছে। এই আশঙ্কা ধাক্কা দিয়েছে শেয়ার বাজারে। এর পাশাপাশি বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রি এবং চিনের নয়া স্টিমুলাস ঘোষণা করার সম্ভাবনাও ভারতীয় শেয়ার বাজারের পতনে অন্যতম বড় ভূমিকা নিয়েছে। টানা ৩২টি লেনদেনের দিনে এই দেশের শেয়ার বাজার থেকে লগ্নি সরিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। দেশের আর্থিক সংস্থাগুলি ক্রেতার ভূমিকায় না নামলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হত। চিনে নতুন স্টিমুলাস প্যাকেজ বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলিকে চিনমুখী করে তুলেছে।

শেয়ার বাজারের পতনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে মার্কিন ট্রেজারি বন্ড ইল্ডের মূল্যবৃদ্ধি এবং ডলারের ক্রমশ শক্তিশালী হওয়া। ১০ বছরের বন্ড ইল্ডের দাম ৪.৪২ শতাংশ এবং ডলার ইন্ডেক্স ১০৫.৯৭-তে পৌঁছেছে। এর পাশাপাশি ডলারের তুলনায় টাকার দাম ও সর্বকালীন কম দামে পৌঁছেছে। সবমিলিয়ে ভারতীয় শেয়ার বাজারের সেন্টিমেন্ট নেতিবাচক হয়েছে। সামনে মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচন। এই নির্বাচনের ফলাফলও শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। যা শেয়ার বাজারকে অস্থির করেছে। সবমিলিয়ে ক্রমশ আরও দুর্বল হচ্ছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

২০০৮-এর আর্থিক মন্দায় শেয়ার বাজারে প্রায় ৬০ শতাংশ সংশোধন হয়েছিল। ২০২০-এর কোভিড মহামারির সময় এই হার ছিল ৩৮.৪ শতাংশ। ২০১১ এবং ২০০৯ সংশোধনের হার ছিল যথাক্রমে ২৬.২ শতাংশ এবং ১৭.৬ শতাংশ। এছাড়া অন্যান্য বছরগুলিতে সংশোধনের হার থেকেছে ১০-১৬ শতাংশের মধ্যে। এবার কী হয় এখন তাই দেখার। সব বিষয় বিবেচনা করলে এবার আরও ৬-৭ শতাংশ সংশোধনের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই বিষয়টি বিবেচনা করেই লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

অন্যদিকে রেকর্ড উচ্চতা থেকে সোনার দাম অনেকটাই কমেছে। ফের ঊর্ধ্বমুখী দৌড় শুরুর আগে সোনায় লগ্নির কথা ভাবা যেতে পারে। একই কথা প্রযোজ্য আরেক মূল্যবান ধাতু রুপোর ক্ষেত্রেও।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **আইটিসি :** বর্তমান মূল্য-৪৬৫.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫২৮/৩৯৯, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৪৫০-৪৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৮২৮৮৯, টার্গেট-৫৪৫।

■ **সুজলন এনার্জি :** বর্তমান মূল্য-৫৬.৭৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬/৩৪, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৫০-৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৭৪১৭, টার্গেট-৮০।

■ **গুজরাট গ্যাস :** বর্তমান মূল্য-৪৮৬.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৯০/৪২০, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৪৬৮-৪৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৩৪৫৫, টার্গেট-৬০০।

■ **হুডকো :** বর্তমান মূল্য-২০২.০৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৫৪/৮০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১৮৪-১৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০৪৪৬, টার্গেট-৩১৫।

■ **টাইটান :** বর্তমান মূল্য-৩১৮৩.৭০ এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৮৮৭/৩০৫৬, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩০০০-৩১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৮২৬৪৪, টার্গেট-৪১০০।

■ **ডিসিবি ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১১৩.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬৩/১০৯, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-১০০-১১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৫৬৩, টার্গেট-১৬৫।

■ **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৪০৪.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৯৫/২৫৭, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩৭৫-৩৯০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১২৯২৯৯, টার্গেট-৪৮৫।

সর্বকালীন উচ্চতা থেকে ১০ শতাংশের বেশি পতন নিফটি ও সেনসেক্সের

বোধিসত্ত্ব খান

সর্বকালীন উচ্চতা ২৬,২৭৭.৩৫ থেকে ১০ শতাংশের বেশি পতন দেখে ফেলেছে নিফটি। ২৩,৫০০-র কাছাকাছি এই ইনডাইসেসের ২০০ দিনের ডেইলি মুভিং এভারেজ। সেটা ভেঙে গেলে আরও পতন হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বৃহস্পতিবার দিনের শেষে নিফটি বন্ধ হয় ২৩,৫৩২.৭০ পয়েন্টে। সেনসেক্সের সর্বকালীন উচ্চতা ছিল ৮৫,৯৭৮.২৫ পয়েন্ট। সেখান থেকে প্রায় ৮৫০০ পয়েন্টের পতন চলে এসেছে ইতিমধ্যেই। বর্তমানে সেনসেক্স ট্রেড করছে ৭৭,৫৮০.৩১ পয়েন্টে। ভারতের শেয়ার বাজারে যে নিরন্তর পতন চলছে, তার মধ্যে বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারের খারাপ ফলাফল, ইজরায়েল-ইরান দ্বন্দ্বের ফলে ক্রুড অয়েলের হঠাৎ করে দাম বৃদ্ধি, ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য নিয়মিত হারে কমতে থাকা, চিনে বিপুল ফিসকাল স্টিমুলাস এবং সেখানকার সস্তা বাজার হওয়ার ফলে ভারত থেকে টাকা তুলে নিয়ে এফআইআইদের সেখানে চলে যাওয়া – এই কয়েকটি কারণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন শেয়ারের চড়ামূল্য, আমেরিকাতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ী হওয়ার ফলে সেখানকার বাজার আবার আকর্ষণীয় হয়ে ওঠা--- সবকিছুই ভারতে সংশোধনের আগুনে বাতাস হিসেবে কাজ করেছে বলা যেতেই পারে। অন্যদিকে পৃথিবী বিখ্যাত রেটিং সংস্থা মুডিস ভারতে জিডিপি বৃদ্ধি ২০২৪ সালে ৭.২ শতাংশ ছুঁতে পারে বলে আশাপ্রকাশ করেছে। কারণ হিসেবে তারা বলছে যে, ভারতে আর্থিক বৃদ্ধি মজবুত এবং মূল্যবৃদ্ধির হারও ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। এছাড়া ২০২০-র কোভিড অতিমারির পর যেভাবে সাপ্লাই চেন ব্যাহত হয়েছিল, সেখান থেকে ভারত দারুণভাবে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া এনার্জি এবং খাদ্যসংকটের সময় অর্থাৎ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় গোটা বিশ্বকে ভারতের খাদ্যশস্য দিয়ে সাহায্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলে মুডিস জানিয়েছে। এছাড়া ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সময় ভারতের মানিটারি পলিসি ছিল যথেষ্ট সংযত। তবে মুডিস বিভিন্ন রাজনৈতিক গোলযোগ নিয়ে আশঙ্কাপ্রকাশ করেছে। বিশেষত ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর যেগুলি নিয়ে হম্বিতম্বি শুরু করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে ট্রেড, ইমিগ্রেশন, রেগুলেটরি পলিসি পরিবর্তন প্রভৃতি। ট্রাম্প বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর যদি বিপুল পরিমাণ ট্যারিফ চাপান, তাহলে ভারতের চাপ আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। অবশ্য মুডিসের বিশ্বাস যে ভারতে গৃহপ্রতি খরচ মানুষ বৃদ্ধি করবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি আরও চাঙ্গা হয়ে উঠবে। কৃষিক্ষেত্রেও ভারত ক্রমাগত উন্নতির পথে হাঁটতে পারে। এছাড়া ভারত সরকার যে পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য খরচ করে চলেছে, সেটাও ব্যাহত হবে না বলে তারা মনে করছে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করছেন যে, ট্রাম্পের কাজ সহজ হবে না। বিশেষত যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি জিতেছেন তার মধ্যে রয়েছে চড়া ফিসকাল ডেফিসিট কমিয়ে আনা, ক্রমবর্ধমান ডেট টু জিডিপি অনুপাত কমানো, চিনের সঙ্গে বাণিজ্যিক লড়াইয়ে তাদের পণ্যের ওপর কর চাপানো, দীর্ঘদিন ধরে চলা উচ্চ মূল্যবৃদ্ধির মোকাবিলা করা এবং যথা সময়ে ঋণে সুদের হার কমানো। ট্রাম্প চান যে চাইনিজ পণ্যগুলির ওপর ১৯ শতাংশের পরিবর্তে ৬০ শতাংশ ট্যারিফ চাপানো হোক। সেটা হলে ইউএস বন্ড ইল্ড এবং মূল্যবৃদ্ধি আরও ঊর্ধ্বমুখী হবে। ডিসেম্বর মাসে ফেডারেল ব্যাংক যে আরও একটি প্রস্তাবিত ইন্টারেস্ট রেট কাট নাও আনতে পারে তার পিছনে মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা থাকলেও থাকতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এমনিতেই ২০১৮-র পর আমেরিকা চিন থেকে পণ্য আমদানি করা কমিয়েছে। যার পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারের ওপর। এর সদর্থক প্রভাব পড়েছে মেক্সিকো, ভিয়েতনাম, কানাডা, তাইওয়ান, কোরিয়া এবং ভারতের ওপর। ভারতের আমেরিকাতে রপ্তানি করা পণ্যের পরিমাণ দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃহস্পতিবার যে কোম্পানিগুলির শেয়ার দর ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে ওলা ইলেক্ট্রিক, ভোদাফোন আইডিয়া, নেসলে, জিএনএফসি, টাটা এলিক্সি, টাটা টেকনলজি, রিল্যাক্সো প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা ছোঁয় তার মধ্যে রয়েছে সুইগি, ব্যাঙ্কো প্রোডাক্ট, গারওয়্যার হাইটেক প্রভৃতি।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শহরে গতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ফাঁকে থমকে প্রবীণ পথচারী। শনিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : বিশ্বজিৎ কুণ্ডু

আজ শহরে

■ ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যাকাডেমির আয়োজনে শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্রের রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে চিত্রকলা প্রদর্শনীর শেষে সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।

ধৃত দুই চোর

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : শনিবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ব্যাগ কেটে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ল দুজন। তাদের আটকে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। এদিন স্টেশনে এক যাত্রীর ব্যাগ কেটে মোবাইল আর টাকা চুরি করতে গিয়েছিল ধৃতরা। আরপিএফ ও জিআরপি দুজনকে গ্রেপ্তার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ধৃতদের নাম, গৌরব রায় ও কৃষ্ণ দে। একজন জলপাইগুড়ি, আরেকজন কোচবিহারের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এরা স্টেশন চত্বরে থাকে।

৪১ নম্বর ওয়ার্ডে দুষ্কৃতীর দৌরাত্ম্য

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : সন্ধ্যার পর নেশাগ্রস্তদের দখলে চলে যাচ্ছে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের শিবমঙ্গল রোড। রাস্তার পাশে রয়েছে একটি পরিত্যক্ত জায়গা। অভিযোগ, সেখানেই বসছে নেশার আসর। প্রতিবাদ করলে জুটছে ধমক। এছাড়া পথবাতিও ভাঙছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনা নিয়ে ক্ষোভ জমছে স্থানীয়দের মধ্যে। নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে তাঁরা অতিষ্ঠ। এসব রুখতে বাসিন্দারা কড়া পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। সমস্যার কথা অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার সিবিকা মিত্তল।

শাস্ত্রীনগর এলাকার বাসিন্দা কিশোর রায় বলছিলেন, 'রাস্তার এক পাশে পরিত্যক্ত জায়গায় বসে নেশার আসর। তা হয়ে উঠেছে অসামাজিক কার্যকলাপের আঁতুড়।' অপর বাসিন্দা রামানন্দ সাহার কথায়, 'রাতে এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে ভয় করে।' এদিকে, নেশার আসরের প্রতিবাদ করলে জুটছে হুমকি। রাস্তা ও পরিত্যক্ত জায়গায় ছড়িয়ে থাকা নেশার সামগ্রী দেখিয়ে রামানন্দ শাস্ত্রী বললেন, 'দিন-দিন এলাকায় নেশায় আসক্তদের সংখ্যা বাড়ছে। প্রায়ই বচসা হচ্ছে। কিছুদিন আগে এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে রোষের মুখে পড়েছি।' তবে নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ শিবমঙ্গল রোড এলাকার সকল বাসিন্দাই চাইছেন, এলাকায় পুলিশের নজরদারি বাড়ানো হোক। পাশাপাশি পথবাতি সংস্কারেও করা হোক পদক্ষেপ।

এবিষয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার সিবিকা মিত্তল বলেছেন, 'শুধু ওই জায়গায় নয়, ওয়ার্ডের আরও বেশ কিছু অংশে একই সমস্যা রয়েছে। সমস্যা সমাধানের জন্য ওয়ার্ডে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি পুলিশি অভিযানও হচ্ছে।'

স্মার্ট বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়তে পারছে না পুরনিগম

দিনে জ্বলা বাতির গুনাগার বাড়ছে

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : টাকার অভাব, তাই স্মার্ট ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবস্থা গড়তে পারছে না শিলিগুড়ি পুরনিগম। যার ফলে মাঝেমধ্যেই শহরের বিভিন্ন রাস্তায় দিনদুপুরে পথবাতি জ্বলে থাকছে। খবর পেয়ে আলো বন্ধ করতে পাঠানো হচ্ছে সুইচম্যানদের। বারবার বিদ্যুতের অপচয় রুখতে বার্তা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্দিষ্ট সময়ে আলো জ্বালানো এবং বন্ধ করার জন্য টাইমার লাগানোর নির্দেশ দিচ্ছেন, সেখানে শহরের বিভিন্ন রাস্তা এবং ওয়ার্ডে দিনেরবেলাতেও পথবাতি জ্বলে থাকায় পুরনিগমের ঘাড়ে বিদ্যুৎ খরচের বোঝা বাড়ছে। তেমনই অপচয় হচ্ছে বিদ্যুতের।

পুরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'স্মার্ট ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রায় আট কোটি টাকা প্রয়োজন। মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলে পথবাতি পুরোটাই টাইমারের মাধ্যমে করা হবে। যার ফলে সময়মতো আলো জ্বলবে এবং সকাল হতেই আলো বন্ধ হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ খরচেও সাশ্রয় হবে।'

বর্ধমান রোড, সেবক রোড, হিলকার্ট রোড সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং ওয়ার্ডের রাস্তাগুলিতেও বিভিন্ন সময় দিনেরবেলাতেও পথবাতি জ্বলে থাকতে দেখা যায়। কোথাও কোথাও সকাল ৯টা, ১০টার দিকে সুইচম্যানকে আলো বন্ধ করতে দেখা যায়। অথচ ভোর পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটাতেই চারিদিকে দিনের আলো ফুটে যায়। সকাল ১০টা পর্যন্ত আলো জ্বললেও চার ঘণ্টা পথবাতি অতিরিক্ত জ্বলে থাকছে। যার জেরে লক্ষ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হচ্ছে পুরনিগমকে। এমনিতেই আর্থিক অনটনে থাকা পুরনিগম কেন এই অতিরিক্ত খরচ সাশ্রয়ে জোর দিচ্ছে না সেই প্রশ্ন উঠছে।

পুরনিগম সূত্রের খবর, বর্তমানে পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পথবাতি জ্বালানো এবং বন্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত সুইচম্যানেরও অভাব রয়েছে। সুইচম্যানদের এত কম সাম্মানিক দেওয়া হয় যে তাঁরা নিয়মিত এই কাজ করতেও চাইছেন না। ফলে তাঁরা অন্য কাজের ফাঁকে এই কাজ করেন। মেয়র পারিষদ বলেন, 'আগামী বোর্ড সভায় নতুন করে অন্তত ১০ জন কর্মী নেওয়ার প্রস্তাব দেব। স্মার্ট ইলেক্ট্রিসিটি ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত এই সুইচম্যানদের দিয়ে কাজ করানো হবে।' তাঁর বক্তব্য, 'বরোভিত্তিক এই কাজগুলি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। তাদেরই এসব দেখার কথা। কিছুদিন আগে কলেজপাড়া থেকে এমন অভিযোগ পেয়ে দ্রুত সেগুলো বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছি। ভবিষ্যতেও এই বিষয়গুলি নজরে রাখা হবে।'

টাইমার নেই

■ বর্ধমান রোড, সেবক রোড, হিলকার্ট রোডে বিভিন্ন সময় দিনেও পথবাতি জ্বলতে দেখা যায়

■ পথবাতি অকারণে জ্বলে থাকায় লক্ষ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল মেটাতে হচ্ছে পুরনিগমকে

■ বিদ্যুতের অপচয় রুখতে বারবার বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

■ নির্দিষ্ট সময়ে আলো জ্বালানো এবং বন্ধ করার জন্য টাইমার লাগাতে বলেছেন তিনি

■ হিসেব বলছে টাইমার চালু করতে চাই ৮ কোটি টাকা

টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলে পথবাতি পুরোটাই টাইমারের মাধ্যমে করা হবে। যার ফলে সময়মতো আলো জ্বলবে এবং সকাল হতেই আলো বন্ধ হয়ে যাবে। বিদ্যুৎ খরচেও সাশ্রয় হবে।

কমল আগরওয়াল
মেয়র পারিষদ

বাজেয়াপ্ত নকল সামগ্রী

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক গ্যাজেট প্রস্তুতকারী সংস্থার নকল সামগ্রী বিক্রির অভিযোগে শনিবার হাকিমপাড়ার ঋষি অরবিন্দ রোডের একাধিক দোকানে অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ইবি)। এদিন পরপর চারটি দোকানে অভিযান হয়েছে। বাজেয়াপ্ত করা হয় লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ওই সংস্থার তরফে সম্প্রতি ইবি'র কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল যে, শহরে তাদের নাম ব্যবহার করে বিক্রি করা হচ্ছে নকল সামগ্রী।

সিপিএমের দৌড়

ইসলামপুর, ১৬ নভেম্বর : সিপিএমের ইসলামপুর পশ্চিম শাখার উদ্যোগে শনিবার দৌড়ের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি এদিন দুপুরে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়েছে। ম্যারাথন দৌড়ে পুরুষ এবং মহিলা বিভাগ মিলিয়ে মোট ৬২ জন অংশ নেন। দলের পশ্চিম শাখার সম্পাদক সোমনাথ মজুমদার জানান, রবিবার তাঁদের শাখা সম্মেলন। সেই উপলক্ষ্যেই এই আয়োজন।

Institute of Neurosciences, Kolkata
Siliguri OPD Branch
Dr. HEENA SHAIKH
MD, DM, PEDIATRIC NEUROLOGIST
Specialist in all neurological diseases of children
will visit on August 20th, 2024.
Dr. ANINDYA BASU
MS(ORTH), MRCS, MCH, MNAMS, SPINE SURGEON
will visit on August 21st, 2024.
For appointment Contact
820-722066/84202-76222
3A KYOM SACHITRA BUILDING (3rd FLOOR)
HAIDER PARA, SILIGURI - 734001 (W.B.)

OLIVIA ENLIGHTENED ENGLISH SCHOOL
ILLUMINATION OF PEACE THROUGH EDUCATION
OLIVIA ENLIGHTENED ENGLISH SCHOOL
Affiliated to CBSE (10+2), Delhi | Affiliation Code : 2430165

100% CBSE RESULT
1st 99% Scorer
MASIYA PARBIN
OLIVIA CREATES HISTORY
TOPPER OF
NORTH BENGAL

Pravesh 1.0
THE ENTRY OF EXCELLENCE

ADMISSION
ANNOUNCEMENT 2025 - 26
FOR CLASS NUR TO IX & XI

GRAB YOUR SEAT
REGISTER NOW

Last Date of Registration
28th NOVEMBER, 2024
Admission Test Date
1st DECEMBER, 2024

FACILITIES AVAILABLE
BOARDING & DAY BOARDING FACILITY
BUS FACILITY
INTEGRATED PROGRAM [NEET | JEE - IIT | FOUNDATION]

A WELL RECOGNISED PREMIUM SCHOOL
WITH 21ST CENTURY CURRICULUM

SILIGURI NO 1
CO-ED DAY SCHOOL
Ranked in the
Education World
India School Rankings 2024 - 25

INDIA NO 9
WEST BENGAL NO 1
SILIGURI NO 1
DAY CUM-BOARDING SCHOOL
Education Today

Bhimbhar, Madati, Darjeeling - 734426 (West Bengali)
+91 9775067895 / 90832 80790
oliviaenlightenedschool@gmail.com
OliviaEnlightenedEnglishSchool
www.oliviaschool.com

গোপনাঙ্গ কেটে নৃশংস খুন

জয়গাঁয় মাঠের পাশে পড়ে ফাদারের রক্তাক্ত দেহ

জয়গাঁ, ১৬ নভেম্বর : অন্যান্য দিনের মতো শনিবারও প্রাতর্ভ্রমণের জন্য জয়গাঁর বড় মেচিয়াবস্তি এলাকায় গিয়েছিলেন আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা। এলাকার একটি মাঠের কাছে গিয়ে হঠাৎ তাঁদের চোখ আটকে যায়। দেখতে পান, পড়ে রয়েছে একটি ক্ষতবিক্ষত দেহ। আশপাশে রক্ত। এই দৃশ্য দেখে চিৎকার জুড়ে দেন তাঁরা। স্থানীয়রা জড়ো হন। তাঁরাই চিনতে পারেন, আরে এ তো স্থানীয় একটি চার্চের ফাদারের রক্তাক্ত দেহ!

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম সন্তবীর তামাং (৩৬)। যেভাবে তাঁকে খুন করা হয়েছে, তা দেখে শিউরে উঠেছেন স্থানীয়রা। এলোপাতাড়িভাবে কুপিয়ে মারা হয়েছে ফাদারকে। কেটে ফেলা হয়েছে তাঁর গোপনাঙ্গ। এই দেখে চাঞ্চল্য ছড়ায় বড় মেচিয়াবস্তি শুকরাজোত এলাকায়। খবর দেওয়া হয় ফাদারের বাড়ির লোক এবং জয়গাঁ থানার পুলিশকে। ফাদারের বাড়ি দলসিংপাড়ার রণবাহাদুর বস্তিতে। কিন্তু বর্তমানে তিনি ওই চার্চেই থাকতেন। তিনি একটি মিশনারি স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ওই স্কুলটি তিনিই তৈরি করেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

এই মাঠেই পড়েছিল ফাদারের ক্ষতবিক্ষত দেহ।

তাঁকে এভাবে খুন করার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? ফাদারের স্ত্রী রিতা বিশ্বার দাবি, অসৎ সংসর্গে পড়ে গিয়েছিলেন সন্তবীর। রিতা গত ৬ মাস ধরে আর স্বামীর সঙ্গে থাকেন না। বললেন, ‘গত কয়েক মাস ধরে স্বামীর ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন দেখেছি। তা নিয়ে অনেক ঝগড়া, অশান্তি হয়েছে। বাধ্য হয়ে আলাদা থাকতে শুরু করি।’ এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে কান্নায় ভেঙে পড়েন রিতা। বারবার বলতে থাকেন, ‘বলেছিলাম সৎ পথে থেকো, অসৎ পথে যেও না, ফল খারাপ হবে। তাই হল।’

জয়গাঁ থানার পুলিশ মৃতদেহর পাশ থেকে ফোন পেয়েছে। ফাদারের স্কুটি উদ্ধার হয়েছে। গতকাল রাতে তাঁর সঙ্গে যারা ছিল সেই ৭ জনকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। জয়গাঁ থানার আইসি পালজার ভুটিয়া বলেন, ‘যাদের আটক করা হয়েছে তারা সমাজবিরোধী। সারাদিন নেশার ঘোরে থাকে। জুয়া খেলা নিয়ে সমস্যার কারণে এই ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা তদন্ত করছি।’

এদিকে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অদ্ভুত চরিত্রের ব্যক্তি ছিলেন সন্তবীর তামাং। সকালবেলায় ফাদারের মতো নিয়মপরায়ণ কিন্তু বিকেল গড়ালেই তাঁকে অন্য চরিত্রে দেখা যেত। একুরিয়াস গুরুং নামে এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, ‘ফাদারকে অনেকদিন ওই মাঠে সঙ্গীদের সঙ্গে বসে থাকতে দেখেছি। রাতে তোর্ষার পাড়ে বসে নেশা করতেও দেখেছি।’ স্থানীয়রা কেউই ফাদারের সকালের চরিত্রের সঙ্গে রাতের ব্যক্তিকে মেলাতে পারতেন না। একুরিয়াস বলছিলেন, ‘সকালবেলায় তাঁকে চার্চের ও স্কুলের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে দেখে আর সাহস হত না কিছু বলার। কিন্তু বিষয়গুলি আমাদেরও নজরে এসেছে।’

জন লামা নামে আরেক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, ‘তিনি আগে এরকম ছিলেন না। কী করে যে এমন হয়ে গেল, জানি না।’ সন্তবীর এলাকার শিশুদের পড়াশোনার জন্য চার্চের পাশে একটি স্কুল শুরু করেছিলেন। এই এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। স্থানীয়রা বলছেন, তাঁর দুটো সত্তা দেখে তো আমরাই গুলিয়ে ফেলতাম।

এদিন রিতা বলছিলেন, ‘জুয়া খেলার প্রতি ওর আসক্তি বেড়ে গিয়েছিল। স্কুলের টাকা নিয়ে নিত। আমি অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেও পারিনি।’

বিকশিত ভারত সম্মেলনে উত্তরের ৩০ গবেষক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশের রূপরেখা কী হবে, তা নিয়ে আলোচনা হল বিকশিত ভারত বা ভিভিভা-২০২৪ কনফারেন্সে। ১৫ থেকে ১৭ নভেম্বর গুরগাঁওয়ের এসজিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ওই সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গবেষক ও স্নাতকোত্তরের পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছেন।

উন্নয়নের লক্ষ্যে কীভাবে কাজ করা প্রয়োজন, এই ব্যাপারে উত্তরবঙ্গের ৩০ জন সম্মেলনে গবেষণাপত্র পেশ করেছেন। যাতে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিজনেস ও ম্যানেজমেন্ট, সাহিত্য, ডেটা সায়েন্স, গ্রামীণ উন্নয়ন, অর্থনীতি, ব্যবসা ইত্যাদির মতো বিষয়। এর পাশাপাশি অধ্যাপক, গবেষক ও পড়ুয়াদের নিয়ে কর্মশালাও হয়েছে। যেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, ইসরোর

চেয়ারম্যান এস সোমনাথ, বিভিন্ন আইআইটি, আইআইএম-এর ডিরেক্টররা। রবিবার সম্মেলনের শেষ দিন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (এনবিইউ)-এর পাশাপাশি গৌড়বঙ্গ, জওহরলাল নেহরু, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও গবেষকরা এতে অংশ নিয়েছেন। সম্মেলনে নিজেদের কাজ বিশেষজ্ঞদের সামনে তুলে ধরেন উত্তরবঙ্গের ৩০ জন গবেষক। ২৭ অক্টোবর শিলিগুড়িতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল।

এসজিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিভিভা-২০২৪ কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন এনবিইউ-এর গবেষক শঙ্খদ্বীপ মাহাতো।

তিনি বলেন, ‘দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গবেষকরা এসেছেন। নির্বাচিত গবেষকদের গবেষণা নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে। যা থেকে আমরাও অনেক কিছু জানতে পেরেছি। পাশাপাশি নিজেদের গবেষণাকে কীভাবে আরও উন্নত করা যাবে, সে ব্যাপারেও বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দিয়েছেন।’ অর্থনীতি ও গ্রামীণ উন্নয়ন নিয়ে গবেষণাপত্র পেশ করেছেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক তন্ময় ভট্টাচার্য। তিনি জানান, এই ধরনের কনফারেন্স থেকে অনেক নতুন তথ্য জানা যায়। অন্যদিকে, সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণাপত্র পেশ করেছেন সম্মেলনে।

অনুষ্ঠান

বেলাকোবা, ১৬ নভেম্বর : শনিবার বেলাকোবা পাবলিক ক্লাবের মাঠে ‘বাংলা মোদের গর্ব’ অনুষ্ঠান বেশ জমজমাট। শনিবার অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে দর্শকের আসন ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। বেলাকোবাবাসীর ভিড় ছিল নজরকাড়া।

মুখ্যমন্ত্রীর

প্রথম পাতার পর

কাজে যুক্ত গাড়িগুলি যেমন চম্পট দেয়, তেমনই ঘাটে থাকার ‘সাহস’ দেখায়নি এই বেআইনি কাজে যুক্ত কেউই। যদিও এই অভিযান কতদিন চলবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে অনেকের মধ্যে।

তারাবাড়ির এক বাসিন্দা বলছেন, ‘দেখছেন তো আর্থমুভারটা নদীতে রয়েছে। প্রশাসন কেন গাড়িটি আটক করল না? এর আগেও এমন অভিযান হয়েছে। এসব দু’একদিন চলে, তারপর আবার সব স্বাভাবিক হয়ে যায়।’

যদিও এই কারবার বন্ধ না হলে তিনি আবার মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন বলে স্পষ্ট করেছেন মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষ (ভোলা)। এদিন তিনি বলেছেন, ‘নদীকে শেষ করে দিয়ে এই কালো কারবার কিছুতেই করতে দেওয়া হবে না। প্রয়োজন হলে ফের চিঠি লিখব মুখ্যমন্ত্রীকে।’

বৃহস্পতিবার পাহাড় থেকে নেমে শিলিগুড়িতে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিনই তাঁকে চিঠি দিয়ে কীভাবে বালাসনে লুঠ-মাফিয়ারাজ চলছে, তা তুলে ধরেন ভোলা। বৃহস্পতিবার ঘাট ফাঁকা রাখতে বুধবার কয়েকশো গাড়ি বালাসনে ভিড় জমিয়েছিল বলেও নিজের চিঠিতে উল্লেখ করেন তিনি। সরকারি রাজস্ব নষ্ট, ভালো কাজের চাপা পড়ে যাওয়া, এমন কিছু বিষয়ও তিনি তুলে ধরেন নিজের চিঠিতে। এমন ঘটনায় রুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দেন দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনকে। তার জেরেই নতুন উদ্যমে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক অভিযান।

অ্যাকাউন্ট ভাড়ার তত্ত্ব বৈষ্ণবনগরে

৬ পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা গায়েব

সুবীর মহন্ত ও অরিন্দম বাগ

বালুরঘাট ও মালদা, ১৬ নভেম্বর : শুধু পূর্ব বর্ধমান, চোপড়া কিংবা বৈষ্ণবনগরই নয়, ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢোকার ঘটনা উঠে এল দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের আরসিএ মাগুরগুর স্কুলের নাম। অভিযোগ, ওই স্কুলের ৬ জন ছাত্রের টাকা অন্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে। স্কুলের তরফে সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

অন্যদিকে গাজোলের একটি স্কুলের ট্যাবের টাকা কেলেঙ্কারিতে বৈষ্ণবনগরের আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মালদা সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়া দেওয়ার তত্ত্বও। ধৃতকে জেরা করে এই চক্রের মূল পান্ডাদের খোঁজ চালাচ্ছে জেলা পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম।

ধৃত ব্যক্তির নাম সেরাজুল মিয়াঁ (৩০)। বাড়ি বৈষ্ণবনগরের তিনশত বিঘি এলাকায়। সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশের একাংশ জানাচ্ছে, গাজোলের ডিবি কেয়ার হাইস্কুলের এক পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যায়। সেই অ্যাকাউন্ট নম্বরের কেওয়াইসি ডিইটেলস থেকে উঠে আসে সেরাজুল মিয়াঁর নাম। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে সেই টাকা তুলেও নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার রাতে নিজের বাড়ি থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় সেরাজুলকে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত তদন্তকারী অফিসারদের জানিয়েছে, ট্যাবের টাকা আসার জন্য অন্য এক ব্যক্তি তার অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করেছিল। জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ আরও জানতে পেরেছে, এভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার জন্য প্রকৃত মালিকদের ৩০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত দেওয়ার টোপ দেওয়া হয়েছে। এই চক্রের আরও বেশ কিছু পান্ডার নামও জেলা পুলিশের হাতে এসেছে।

তদন্তকারী অফিসাররা প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন,

> ছয় পড়ুয়ার টাকা অন্যের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। বিষয়টি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেছি।
>
> **সঞ্জয় সেন**
> ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

শুধুমাত্র সেরাজুল নয়, কেলেঙ্কারিতে তার পরিবারের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। ধৃতের ফোন থেকে আরও তথ্যের খোঁজ চালাচ্ছেন তাঁরা। আরও জেরার জন্য ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে শনিবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। জেলা আদালতের মুখ্য দায়রা বিচারকের এজলাসে শুনানি হয়েছে। বিচারক আগামী ২৬ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী প্রোডাকশনের নির্দেশ দিয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিসের ডিএসপি (ডিইবি) রাহুল বর্মন জানিয়েছেন, ‘তদন্ত শুরু হয়েছে।’

চটেরহাটে চর্চায় সইদুল

প্রথম পাতার পর

মোবাইল ফোনের ব্যবসা করতেন সইদুল। মাঝেমধ্যেই তাঁর বিদেশে যাওয়া-আসা, দামি গাড়ির ব্যবহার এবং পোশাক নিয়ে এলাকায় গুঞ্জন ছিল। কীভাবে একটা ছোট্ট মোবাইলের দোকান করে সইদুল এতকিছু করতেন, তা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধছিল। তবে, এসব নিয়ে কোনও দিনই টুঁ শব্দটি করেননি শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা। কেন না সইদুল শাসকদলের স্থানীয় এক নেতাকে কয়েক কোটি টাকা দামের গাড়ি, মাসে মাসে মোটা টাকা দিত বলে অভিযোগ। ফলে সবকিছু জেনেও ওই নেতা চুপচাপ ছিলেন।

মে মাসের শেষদিকে পুলিশের বিশেষ দল এলাকায় হানা দিতেই স্থানীয়দের সন্দেহ কার্যত বাস্তবে পরিণত হয়। পুলিশি হানা টের পেয়েই সইদুল এলাকা ছেড়ে চম্পট দেন। এই অপরাধী কীভাবে পুলিশি হানা আগাম টের পেলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তের বাড়ি, দোকান সহ বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে প্রচুর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এটিএম কার্ড, পাসবই, মোবাইল সিম কার্ড উদ্ধার করেছিল। অভিযুক্ত ঘনিষ্ঠ একজনকে গ্রেপ্তার করলেও সইদুলের হদিস মেলেনি।

স্থানীয় প্রভাবশালী ওই নেতা পুরো বিষয়টি ম্যানেজ করে নিয়েছেন বলে তৃণমূলের অন্দরেই জল্পনা রয়েছে। দলের এক জেলা নেতার কথায়, ‘কোনও সইদুল আর ধরা পড়বে না। কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন জায়গায় দিয়েই ও ব্যবসা চালাচ্ছিল। যারা সেই সুবিধা পেয়েছে, সইদুল গ্রেপ্তার হলে তাদেরও তো ভয় রয়েছে। তাই পুরো বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে গিয়েছে।’

ওই নেতা বলছেন, ‘আমাদের ফাঁসিদেওয়ার কয়েকজন নেতা দলবল নিয়ে নির্দল হিসাবে পঞ্চায়েত ভোটে লড়েছিল। তাদের ভোটে লড়ার খরচ কে জুগিয়েছিল খোঁজ নিন। ওই নেতার দামি গাড়িও তো এই সইদুলই দিয়েছিল।’

প্রশ্ন উঠছে, অভিযুক্তের কাছ থেকে দলের এক নেতা প্রচুর আর্থিক সুবিধা নিয়েছিল বলে বারবার অভিযোগ উঠলেও জেলা নেতৃত্ব কেন পদক্ষেপ করেনি? তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষের সাফাই, ‘দল কোনও অন্যায়, অপকর্ম, দুর্নীতিকে সমর্থন করে না। ফাঁসিদেওয়ার ওই ঘটনায় দলের কেউ জড়িত নয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।’

তৃণমূলের অন্দরের কাদা ছোড়াছুড়ি দেখে মুচকি হাসছে বিরোধী বিজেপি। বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলছেন, ‘এ রাজ্যে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি ঘটনায় অপরাধীদের সঙ্গে তৃণমূলের যোগসূত্র রয়েছে। ঘটনাগুলির পর দু’তিনদিন হইচই হয়, তারপর সবকিছু ধামাচাপা পড়ে যায়। এটা একটা পরিকল্পিত আন্তর্জাতিক চক্রের কাজ। যার সঙ্গে তৃণমূলের আর্থিক লেনদেন রয়েছে।’

মহানন্দার লালমোহন মৌলিক ঘাটে সন্ধ্যারতি। শনিবার শিলিগুড়িতে বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর তোলা ছবি।

সোলার প্যানেল বসাতে আর্জি

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : বিদ্যুতের বিলের চাপ কমাতে কলেজে আরও সোলার প্যানেল বসানোর জন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরে আর্জি জানাল শিলিগুড়ি মহিলা মহাবিদ্যালয়।

কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে কলেজে তিনটি সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে। যা দিয়ে প্রশাসনিক বিভাগের বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সামগ্রী চলে। তবে পুরো কলেজ যাতে সৌরবিদ্যুতের আওতায় আনা যায় সেজন্য সোলার প্যানেল বসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে কলেজের তরফে।

অধ্যক্ষ ডঃ সুব্রত দেবনাথ বলেন, ‘পুরো কলেজ যাতে সৌরবিদ্যুতে চলে, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। তা হলে বিদ্যুতের বিলের অনেক টাকা সাশ্রয় হবে। ওই টাকা দিয়ে অন্য উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে।’

কলেজ সূত্রের খবর, ফান্ডে যা টাকা রয়েছে, তা দিয়ে কলেজের একার পক্ষে সোলার প্যানেল বসানো সম্ভব নয়। সেজন্য উচ্চশিক্ষা দপ্তরে বিষয়টি জানানো হয়েছে।

দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : প্রধাননগর থানার হাতে ধৃত পঙ্কজ রায়ের গ্যাংয়ের আরও তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম অসীম কুমার, সুভাষ গুরুং ও আশিস প্রজা। শনিবার তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। অন্যদিকে, শুক্রবার রাতে হিমাচল কলোনি থেকে আরও চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে প্রধাননগর থানা। ধৃতদের নাম বিশাল রাউত, রাহুল ছেত্রী, অখিলেশ কুমার ও প্রিন্স কুমার। এদিন মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

‘অবৈধ’ লিয়েন

প্রথম পাতার পর

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়ম অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষক নিজের বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য পদে যোগ দিলে তাঁকে পদ্ধতি মেনে লিয়েন নিতে হয়। উপাচার্যের প্রাথমিক অনুমতির ভিত্তিতে কেউ লিয়েন পেতে পারেন। তবে তারজন্য কর্মসমিতির অনুমোদন বাধ্যতামূলক। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে অস্থায়ী উপাচার্যরা গুরুত্বপূর্ণ কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন না। আবার রাজ্যের জারি করা অ্যাডভাইজারির ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে না। সেই অ্যাডভাইজারির ভিত্তিতে অনুমতি না মেলায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে আছে কর্মসমিতির বৈঠক। সেক্ষেত্রে কোনও অস্থায়ী উপাচার্যের লিয়েনই আইনত বৈধ নয়।

শিক্ষা দপ্তরের সচিব পদমর্যাদার এক আধিকারিকের বক্তব্য, রাজ্যপাল যাঁদের অস্থায়ী উপাচার্য হিসাবে নিযুক্ত করেছেন তাঁদের কোনওরকম নথি শিক্ষা দপ্তর বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নেই। রাজভবন থেকে সেই নিয়োগপত্রের কোনও প্রতিলিপি আমাদের কাছে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়নি। যাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে শুধুমাত্র তাঁকেই নিয়োগপত্র পাঠানো হয়েছে। ফলে শিক্ষা দপ্তরের খাতায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের স্ট্যাটাস শিক্ষক হিসাবেই আছে। তাই তাঁরা যদি শিক্ষকতা ছেড়ে অন্য কোনও দায়িত্ব পালন করেন বা অন্য প্রতিষ্ঠানে চলে যান সেক্ষেত্রে সার্ভিস ব্রেকের প্রসঙ্গ এসেই যায়। পদ্ধতি মেনেই আমরা পদক্ষেপ করব।

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য দীপক রায়ের কথা, ‘রাজ্যপাল উপাচার্যের নিয়োগকর্তা। তাঁর সরকারি নির্দেশেই কাজে যোগ দিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা কাটাতে শিক্ষার স্বার্থেই বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছি। এখন যদি সেটা নিয়ে জলঘোলা হয় সেটা অনভিপ্রেত। এমন হলে ভবিষ্যতে আর কেউই বাড়তি দায়িত্ব নিতে চাইবেন না। তাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষতিই হবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে শিক্ষক যে বিভাগে কর্মরত সেই বিভাগের প্রধানকে মাসের শেষে একটি রিপোর্ট পেশ করতে হয়। সেই রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির উল্লেখ থাকে। তার ভিত্তিতেই বেতন হয়।

কোনও শিক্ষক যদি অন্যত্র কাজে চলে যান তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় তিনি ‘অনুপস্থিত’ থাকবেন। সেক্ষেত্রে এতদিন ধরে কীসের ভিত্তিতে অনুপস্থিত শিক্ষকদের বেতন হল সেই প্রশ্নও উঠবেই।

পরিকাঠামো উন্নয়নের অপেক্ষায় জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন।

আজ থেকে জয়ন্ত স্টেশন পরিদর্শনে

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৬ নভেম্বর : সাধারণ মানুষ দাবি জানাচ্ছেন, তাঁদের এলাকার স্টেশনগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের স্টপ দিতে হবে। কিন্তু পরিকাঠামোর অভাবে সেই দাবি মেনে নিতে পারছে না রেল। তাই উত্তরবঙ্গের রেলস্টেশনগুলির পরিকাঠামোর উন্নতির লক্ষ্যে রবিবার থেকে বিভিন্ন রেলস্টেশন পরিদর্শনে বের হচ্ছেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। তাঁর সঙ্গে থাকবেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আধিকারিকরা। কোচবিহারের হলদিবাড়ি থেকে জলপাইগুড়ি টাউন, রোড স্টেশন, ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, এনজেপি, চ্যাংরাবান্ধা ইত্যাদি স্টেশন রয়েছে সাংসদের এই পরিদর্শনের ক্যালেন্ডারে।

উত্তরবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন এনজেপি তাঁর সংসদীয় এলাকার মধ্যে পড়েছে। উত্তরবঙ্গে নতুন নতুন দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন খামতির বিষয়গুলি উঠে এসেছে। অধিকাংশ স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম বড় না থাকায় সাধারণ মানুষের দাবি উঠলেও বেশি কোচের দূরপাল্লার ট্রেনের স্টপ দেওয়া যাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি সংশ্লিষ্ট রেলস্টেশনে পিট পরিকাঠামো, টার্মিনাল স্টেশনের পরিকাঠামোর উন্নতি না করা পর্যন্ত নতুন নতুন ট্রেনের স্টপ দেওয়া যাচ্ছে না বলে সাংসদ জানান।

জলপাইগুড়ি টাউন, রোড স্টেশন ও ধূপগুড়ি স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় পরিকাঠামো উন্নয়ন শুরু হয়েছে। যেমন, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে ১ এবং ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম বড় থাকলেও ২ নম্বরের পাশের প্ল্যাটফর্মটির লাইন সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। লিফট বসিয়ে প্ল্যাটফর্মে ডিজিটাল প্যানেল বসানো হয়েছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে এখনও ২৪ বগির দার্জিলিং মেল দাঁড়ালে প্ল্যাটফর্মের বাইরে কয়েকটি সংরক্ষিত কামরা চলে যায়। সেখানে ১ নম্বরের পাশাপাশি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মেরও সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে।

এদিকে, উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে দূরপাল্লার ট্রেন পরিষেবা চালুর বিষয়ে রেল পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু তার আগে স্টেশনের পরিকাঠামোর উন্নয়ন দরকার। ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে নিজের লোকসভা কেন্দ্রের অধীনে থাকা গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলি পরিদর্শন শেষ করতে চান সাংসদ। কারণ দিল্লি গিয়ে রেলমন্ত্রী এবং রেল বোর্ডকে উত্তরবঙ্গের একাধিক রেলস্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়ে একটা লিখিত প্রস্তাব দিতে চান সাংসদ।

আলিপুরদুয়ার থেকে ডুয়ার্স রুট ধরে শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা

> **সাংসদের তালিকায়**
>
> এনজেপি
>
> কোচবিহারের হলদিবাড়ি
>
> জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশন
>
> জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন
>
> ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, চ্যাংরাবান্ধা

এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি বাড়ানোর দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু ডুয়ার্সের যে সমস্ত রেলস্টেশনে কাঞ্চনকন্যা দাঁড়ায়, আগে সেখানকার প্ল্যাটফর্ম সম্প্রসারিত করা দরকার। সেই রেলস্টেশনগুলিও পরিদর্শন করবেন বলে জানান জয়ন্ত রায়।

উত্তরবঙ্গের সবজি, ভুটানের ডলোমাইট, বোল্ডার সহ আরও অনেক সামগ্রী সহজে এখান থেকে মালগাড়িতে করে অন্য রাজ্যে পাঠানো সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলির প্ল্যাটফর্ম আগে সম্প্রসারণ করতে হবে।

এর আগে দার্জিলিং মেলকে হলদিবাড়ি থেকে চালানো, হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট ট্রেনে তিনটি নতুন এসি স্লিপার কোচ যুক্ত করা, জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে শিয়ালদাগামী পদাতিক এক্সপ্রেসের স্থায়ী স্টপ তৈরি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন জয়ন্ত। এবার সাংসদের পরিদর্শনের পর স্টেশনগুলোর পরিকাঠামো কতদূর উন্নত হয়, সেদিকে তাকিয়ে সকলে।

স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : আরজি কর ইস্যুতে শনিবার থেকে পথে নামল সিপিএমের ছাত্র সংগঠন। সোদপুর ট্রাফিক মোড়কে ‘তিলোত্তমা মোড়’ নামকরণ সহ একাধিক দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু করল তারা।

এদিন আরজি করের চেস্ট মেডিসিন বিভাগকে ‘তিলোত্তমা ওয়ার্ড’ নামকরণের দাবিতে মুখ্যসচিবকে ই-মেলের মাধ্যমে অনুরোধ জানিয়েছে জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন।

এদিন ছাত্র-যুবরা নির্যাতিতার বিচার, হুমকি সংস্কৃতি বন্ধ, কলেজগুলিতে ছাত্র সংসদের নির্বাচন, স্কুলে জীবনশৈলী ও যৌনশিক্ষার ক্লাস চালু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পকসো ও বিশাখা কমিটি গঠন এবং দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবিতে এক মাস ধরে চলবে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি।

এদিন প্রথম স্বাক্ষর করেন নির্যাতিতার মা ও বাবা। শুধুমাত্র উত্তর ২৪ পরগনা নয়, আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে ছাত্র-যুবরা এই কর্মসূচি চালিয়ে যাবে।

লালবাজারের লাল দাগে মনসুররা

প্রথম পাতার পর

শনিবার পুলিশের একটি দল দাসপাড়া এলাকায় আনওয়ারুল এবং মুস্তাফা নামে দুই তরুণের খোঁজে তল্লাশি চালিয়েছে। আনওয়ারুল সিএসপি চালায় বলে জানা গিয়েছে। তার সিএসপি থেকে তৈরি একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে ট্যাব কেলেঙ্কারির যোগসূত্র আছে বলে খবর।

চোপড়ার এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান যা বলছেন, তাতে আরও ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রশাসনের কর্তাদের নাকি তিনি আগেই সজাগ হতে বলেছিলেন। কিন্তু সেই সময় তাঁকে কেউ পাত্তা দেননি। প্রধানের কথায়, ‘কে কোথায় কী করছে কীভাবে বলবেন? চোখের সামনে বেকার ছেলে লক্ষ লক্ষ টাকার গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু কিছু করার নেই।’

কীভাবে সাদাসিধে লোকগুলো জমতাড়া গ্যাংয়ের খপ্পরে পড়তেন, তা ওয়েব সিরিজের দৌলতে অনেকেরই জানা। চোপড়াও যে তার ব্যতিক্রম নয়, তা উঠে আসছে এলাকা ঘুরেই। চোপড়ার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাইবার প্রতারণার দুঁদে ‘খিলাড়ি’দের নাম সাধারণ মানুষের মুখে মুখে আসছে। ফাঁদে পড়ে এখন ভয়ে অনেকেই মুখ খুলতে শুরু করেছেন। ঘিরনিগাঁও এবং দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রথম যে নামটি সর্বত্র শোনা যাচ্ছে, সেটি মনসুর। সূত্রের খবর, এই মনসুর লালবাজারের পুলিশকর্তাদেরও নজরে রয়েছে। ট্যাব কাণ্ডে মনসুরই চোপড়ার মূল মাথা বলে তদন্তকারীদের সন্দেহ। এছাড়াও রয়েছে হুদা, সাদ্দাম, ওসমান, লুৎফররা। মিরচাগছ এলাকার এক প্রভাবশালীও স্বীকার করলেন, ‘গত কয়েক বছরে কোটি কোটি টাকা হেরফের কাণ্ডে এই নামগুলিই উল্লেখযোগ্য।’

সূর্য প্রায় অস্তাচলে। নাককাটিগছ সংলগ্ন এলাকায় ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়ি ফিরতে ব্যস্ত দুই তরুণের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। একে একে নামগুলি বলে প্রশ্ন ছুড়তেই তাঁরা বাইক স্টার্ট করেন। কিন্তু ফের অনুরোধে সাড়া দিয়ে বাইকের স্টার্ট বন্ধ না করেই বলে উঠলেন, ‘এই গ্যাং কতটা ডেঞ্জারাস, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। একা এলাকায় ঘুরে তাদের খোঁজ করছেন, জানতে পারলে জীবন নিয়ে ফিরতে পারবেন না।’ কথা ফুরোতে না ফুরোতেই দুই তরুণ ফুড়ুত।

গত শুক্রবার ইসলামপুর থানার গুঞ্জরিয়া অঞ্চলের রংচুরির বাসিন্দা আলম মুস্তাকিনকে গ্রেপ্তার করেছে কালিম্পংয়ের গরুবাথান থানার পুলিশ। এদিন তাঁর বাড়ি পৌঁছাতেই প্রতিবেশী ও পরিজনদের উদ্বিগ্ন চেহারা ধরা পড়েছে। মুস্তাকিনের অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা এক মাস আগে ঢুকেছিল, যা তিনি খরচও করে ফেলেছেন।

গোয়ালপোখর থানার কিচকটোলা হাইস্কুলের ১৩ জন পড়ুয়ার ট্যাবের টাকাও অন্যত্র চলে গিয়েছে। এই মর্মে স্কুল কর্তৃপক্ষ ইসলামপুর সাইবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। এই ঘটনার সঙ্গেও কি তবে চোপড়ার যোগ আছে? সাইবার সেলের এক পুলিশকর্তার জবাব, ‘আমরা ব্যাংকের কাছে বিস্তারিত তথ্য চেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

চোপড়ার এক গ্রাম পঞ্চয়েত প্রধান হতাশার সুরে বলছেন, ‘আমার একাধিক ছেলে আছে। ওদের বলেছি, মাঠে ধান কেটে নুনভাত খেয়ে থাকবি। কিন্তু এসবের খপ্পরে পড়িস না। তদন্তে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জানি না।’ (চলবে)

১৬
নিবন্ধ : মনোজ মিত্রকে নিয়ে স্মৃতিচারণে দুলাল লাহিড়ি

১৭
ছোটগল্প : সব্যসাচী সরকার
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৮
দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতাগুচ্ছ : বিজয় দে

শিলিগুড়ির মধ্যে আছে আরেকটা শিলিগুড়ি

ঘরের ভেতরে পরপর ঘর

বিপুল দাস

একজন মানুষের দুটি পরিচয় থাকে। একটি তার বহিরঙ্গের পরিচয়, অন্যটি তার অন্তরঙ্গ রূপ। এই অন্তরঙ্গ রূপের পরিচয় পেতে হলে তার সঙ্গে দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ মেলামেশার দরকার। আপাত স্বভাবচরিত্রের আড়ালে অন্য এক মানুষ লুকিয়ে থাকে। তাকে চিনতে হলে দরকার হয় এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টির। আপাত শান্ত সমুদ্রের আড়ালে লুকিয়ে থাকে অন্য এক ভয়ংকর অন্তস্রোতা প্রবাহ। প্রতিটি শহরের তেমনি দুটি চরিত্র থাকে। একটি তার ঘরবাড়ি, পথঘাট, আলোকোজ্জ্বল বিপণিসমূহ, নাগরিক সমাজ। অন্য এক পরিচয় থাকে এসবের আড়ালে আর এক স্পন্দন। সেই স্পন্দন সহজে টের পাওয়া যায় না। খুব গভীর মেলামেশা, ভালোবাসা, নিবিড় দৃষ্টি ফেলে খুঁজে পেতে হয় এক শহরের ভেতরে আর এক শহরের ঠিকানা। লুকিয়ে থাকা সেই শহরের থাকে অনেক ইতিহাস, অনেক আনন্দবেদনা, অনেক দীর্ঘশ্বাস, অনেক পাওয়া-না পাওয়ার কথা। কত পুরোনো বাড়ি, পুরোনো মাঠ, পুরোনো গাছ উন্নয়নের দাপটে সব হারিয়ে যায়। পুরোনো মানুষজন স্মৃতিকাতর হয়ে ভাবে এখানে সেই বিশাল শিরীষ গাছটা ছিল। স্টেডিয়ামের পাশ দিয়ে যেতে যেতে ভাবে এই মাঠে সন্ধেবেলায় বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরেছে। সেই তিলক ময়দান এখন কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন।

আমাদের এই শহরের জনবিন্যাস পালটে গেছে অনেকদিন। কিন্তু শহরের ভেতরে অন্য একটা পুরোনো শহর এখনও রয়ে গেছে। উঁচু উঁচু টাওয়ার আর আকাশছোঁয়া ইমারতের আড়াল থেকে এখনও উঁকি মারে কাঞ্চনজঙ্ঘা শীর্ষ। ভোরে প্রথম কিরণপাতে রক্তিম হয়ে ওঠে তার চূড়া। আবার সন্ধ্যায় অন্যরকম লাল বিদায়ি চুম্বনে তাকে দুখি লাল ছটায় রক্তিম করে। এ শহরের শীত আর বর্ষার কথা বলে পুরোনো মানুষজন। সে শীত আর বর্ষার দাপট আগের মতো নেই। তবু কোনও কোনও বছর যেন পুরোনো শীত নেমে আসে, কনকনে বাতাস ছুটে আসে উত্তরের পাহাড় থেকে, রঙিন গরম পোশাকপরা মানুষজনে শহর ভরে যায়। কখনও টানা পনেরোদিন সূর্যের মুখ দেখতে পাওয়া যায় না। জামাকাপড় থেকে বর্ষার গন্ধ যেতে চায় না। এই অর্বাচীন শহর থেকে তখন প্রাচীন এক শহরের অস্পষ্ট ছবি ফিরে আসে। পুরোনো লোকজন গল্প বলে এ রকম এক শীতে মহানন্দার ওপার থেকে একবার বাঘ এসেছিল মিলনপল্লির এক জোতে। জোতদারের গোয়াল থেকে গোরু টেনে নিয়েছিল। এ রকম বর্ষাতেই মহানন্দায় কী ভীষণ গেরুয়া জলের ঢল নেমেছিল। পাহাড় গড়িয়ে নেমে এসেছিল শেকড়ছেঁড়া চা গাছ, শাল, শিমুল। কত মানুষের ভাঙা ঘর, কাঁথাকানি, কত মরামানুষ ভেসে গিয়েছিল মহানন্দার জলে। আধুনিক এই শহরের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এইসব গল্প। শহরের ভেতরে আর এক শহরের কথা। প্রকৃতির অনিশ্চয়তার কথা কেউ বলতে পারে না। কেউ বলতে পারে না আবার কোনও দিন তেমন বিপর্যয় নেমে আসবে কি না।

নদীর ফেলে যাওয়া পুরোনো খাতের যেমন চিহ্ন থেকে যায়, সেখানে কাশের বন ছেয়ে থাকে, আস্তে আস্তে সেখানে একদিন জনবসতি গড়ে ওঠে, তেমনি নতুন শহরে বুকে কান পাতলে পুরোনো গল্প শোনা যায়। শোনা যায় এক বালকের মুখে গল্প। সে একদিন দেখেছিল তার বাড়ির পাশে জোড়াপানি নদীর ওপারে কিছু মানুষজন এসে ফিতে ফেলে জমি মাপামাপি করছে। তারপর তার চোখের সামনেই গড়ে উঠল নিউ জলপাইগুড়ি জংশন। কোনও গুরুত্বপূর্ণ মোড়ের নামের উৎস অনুসন্ধান করলে অনেক ভুলে যাওয়া কথা, অনেক ইতিহাস পাওয়া যায়।

এরপর ষোলোর পাতায়

সব শহরেরই বুকের ভিতর লুকিয়ে থাকে অন্য আরেকটা শহর। শহরের অধিকাংশ লোক তার খোঁজ রাখে না, তার কথা ভাবে না। উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী শিলিগুড়ির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। শহর নিয়মিত পালটায়, বিভিন্ন পথ অচেনা হয়ে যায়। তার মোড়ে মোড়ে অমূল্য রতন। সেই অন্য শিলিগুড়ির হদিস খোঁজার চেষ্টা এবারের প্রচ্ছদে।

‘হেঁটে দেখতে শিখুন’

সেবন্তী ঘোষ

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন রাজাদের স্থাপিত ঐতিহ্যমণ্ডিত জনপদগুলির সঙ্গে শিলিগুড়ির একটি তফাত আছে। প্রথমাবধি এমন মিশ্রিত জনগোষ্ঠীর একটি শহর শুধু উত্তরবঙ্গে কেন, প্রায় কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গ বলে বাঙালির সংখ্যাধিক্য থাকবে, এমন জায়গা নয় এটি। দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তুরা আছড়ে পড়ার পর জনবিন্যাস বদলে গিয়েছিল। তবুও মিলিজুলি সংস্কৃতির বদল হয়নি। বিমানবন্দর, ব্রডগেজ, মিটারগেজ, ন্যারোগেজ লাইন থাকা তিনটি রেলওয়ে স্টেশন, দূরপাল্লার বাস, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া বসবাসের জায়গা হিসেবে শিলিগুড়িকে দিনে দিনে লোভনীয় করে তুলছে। বহুবিধ প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় সর্বোপরি উত্তর-পূর্বের সঙ্গে স্থল যোগাযোগের একমাত্র পথ হিসেবে শিলিগুড়ি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নগর হয়ে উঠেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ শব্দটির মধ্যেই বহুস্তরীয় ভাঁজটি লুকিয়ে আছে। জমির দাম বেড়েছে, ফলে বেদখল হওয়াও সম্ভাবনা বেড়ে গিয়েছে। যত উন্নয়ন তত তার পিছনে লাভের গুড় খেতে আসা পিঁপড়ের সারি।

একটি জটিল জনপদকে বুঝতে হলে তার বহুস্তরীয় ফাঁকফোকরে ঢুকতে হয়। যেমন ধরুন ছোট একটি পুকুরে ফ্ল্যাটবাড়ির মতো উপরে নীচে জলজ প্রাণীগুলি বসবাস করে। জিওল মাছ পুকুরের দেওয়াল ঘেঁষে কাদার মধ্যে, আবার তাদের কেউ কেউ একেবারে পুকুরের তলার মাটির ভেতর, কোনও মাছ আরেকটু উপরে ঠান্ডা জলে, কেউ তার ওপরে অপেক্ষাকৃত উষ্ণতায়, পুকুরপাড়ের পাশে গজানো জলে ডোবা গাছের শিকড়ের ভেতরে কাঁকড়া, শামুক, ফাটলে সাপ- এভাবেই জায়গা বেছে নেয়। বাইরে থেকে দেখলে চারপাশ স্থলবদ্ধ ক্ষুদ্র জলাশয়, কিন্তু ভিতরে বহু প্রাণীর বসবাস। শুধু ওপরে মুখ তুলে শ্বাস নেওয়া মাছেদের দেখে তলার ঘাপটিমারাদের বিষয়ে আপনার আন্দাজ হবে না। অথচ তাদের বাদ দিয়ে পুকুরটি সম্পূর্ণ নয়। তেমনি শিলিগুড়ির মতো আপাত শান্ত জনপদ দেখে তার ভাঁজ বোঝা কঠিন। তলায় তলায় তার পাতাল স্তর নেমে গিয়েছে। যেখানে প্রতিবেশী রাজ্য থেকে আসা অপহরণকারী, গানম্যান, শার্প শুটার থেকে উত্তর-পূর্বের সন্ত্রাসী, জঙ্গি, পশু হত্যাকারী খাপে খোপে গর্তে লুকিয়ে থাকে।

একদা পাহাড়তলির এই এলাকাটি ছিল ঝোপঝাড় অরণ্যে ভরা। স্থানীয় রাজবংশী, লেপচা ও নেপালের কিছু জনগোষ্ঠী, চা বাগানের কুলি হিসেবে কাজ করতে আসা মিশ্রিত আদিবাসী সম্প্রদায়, ব্যাবসা করতে আসা মাড়োয়ারি, বিহারি, রেলের কর্মচারী ও কাঠের ব্যবসায় যুক্ত বাঙালিবাবুরাই ছিল বাসিন্দা। দেশ বিভাগের পর হিন্দু বাঙালি উদ্বাস্তুর ঢল আছড়ে পড়েছে এখানে। তাদের প্রয়োজনেই একদা গঞ্জ গায়েগতরে ভারী হতে শুরু করে। স্কুল-কলেজ হাসপাতাল তৈরি হয়। সে সময়ের যে কোনও মফসসল শহরের শিরদাঁড়া তৈরি করার মতো এখানেও সাংস্কৃতিক কলাকেন্দ্র, অনুষ্ঠান, বইমেলা শুরু হয়। এই সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা একটা জনপদকে শান্ত রাখে। নানাবিধ জাগতিক সুবিধার কারণে উন্নয়ন শুরু হয় এখানে এবং তার অবধারিত ফলে বাইরে থেকে লোকজন আসতে শুরু করে। যত মাটির টাকা ওড়ে, মধু ঝরে আর মধুমক্ষিকারা ভোঁ ধরিয়ে দেয়। পাহাড়ের, উত্তরবঙ্গের অন্যান্য এলাকা থেকে নিম্নবিত্ত পরিবারের নারী-পুরুষ ভাগ্যান্বেষণে ভিড় জমতেই থাকে। ফুলেফেঁপে ওঠে উত্তরের বাণিজ্যনগরী। প্রায়শই আমরা খবর পাই বার সিঙ্গার, বেসরকারি নার্সিং স্টাফ, কারিগরি বিষয়ের পড়ুয়া, পার্লারে চাকরি করা, ছোটখাটো অসংগঠিত ক্ষেত্রের মেয়েদের আত্মহত্যা ও হত্যার ঘটনা। পরিবারের কাছে এইসব মেয়েদের হতাশা, আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের বেদনা অজানা থেকে যায়। অনেকে অন্ধকার গলিঘুঁজির পথ সহজ মনে করলেও পরে মানিয়ে নিতে পারে না। গাড়ি হাঁকিয়ে, হেঁটে দেখতে দেখতে আমরা যে হিলকার্ট রোডের আলোকমালায় মুগ্ধ হই, ঠিক তার পিছনের দিকের অলিগলিতে ছোট ঘুপচি ঘরে আরেক রকম আলো খেলা করে। আমরা কোটায় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে যাওয়া ছেলেমেয়েদের হতাশা, আত্মহত্যার খবর পাই, শিলিগুড়ি শহরেও ইদানীং এই ব্যর্থতাজনিত মৃত্যুর খবর পাই। আগে পাড়ার প্রতিটি মানুষ পরস্পরকে চিনতেন। এখন ক্রমশ ওপর দিকে উঠে যাওয়া পায়রার খোপগুলির বাসিন্দারা এ-ওর মুখ দর্শন করেন না। কেউ কারও খোঁজখবর রাখেন না। আগে আমরা শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকার বিষয়ে খবর রাখতাম যেখানে নানা অপরাধমূলক কাজকর্ম হয় বা তার সম্ভাবনা থাকে। শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ যথাসম্ভব সেই স্থান এড়িয়ে চলত। এখন আমি আপনি খবরই রাখি না আমার একতলায় ভাড়া দেওয়া কলসেন্টারে ঠিক কী কাজ চলছে, জমজমাট রাস্তার ওপরের ফ্ল্যাটে কেন এত বাইরের লোকের আনাগোনা, নতুন কিনে আসা ফ্ল্যাটের মালকিন মালিকের আসল পরিচয়ে প্যাঁচ আছে কি না। অপরাধী এখন ভিলেনের বদলে নায়কের সাজসজ্জায় থাকতে পারে।

এরপর ষোলোর পাতায়

দেওয়ালে কালী মা ও লাইনের কাশফুল

দীপায়ন বসু

এনটিএস মোড় থেকে সুভাষপল্লি যাওয়ার রাস্তা ধরে কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকটা বাঁক নিয়ে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। তাতে মিশে থাকা রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা এগিয়ে মন্দিরটার সামনে দিয়ে যে এক চিলতে গলিটা ডানদিকের বড় রাস্তায় শর্টকাট করেছে, সেখানেই দেওয়ালে জলজ্যান্ত ‘তিনি’। নীলরঙা। যে কারও চোখ যেতে বাধ্য। আর চোখ পড়লে মনটা ভালো হবেই হবে।

দেওয়ালে ভগবানের ছবি আঁকা থাকাটা একেবারেই দুর্লভ কিছু নয়। বহু জায়গাতেই আছে। কিন্তু এই জায়গাটির ক্ষেত্রে মনে এক অদ্ভুত অনুভূতি আনতে বাধ্য। রোজকে রোজ শিলিগুড়ি বদলে যাচ্ছে। বছর কুড়ি আগেও তুলনামূলক ফাঁকা সেবক রোড আজ সবসময়ই ভিড়ে জমজমাট। শহরটা যে কতটা বদলে গিয়েছে তা শালুগাড়ার দিকটা গেলেই পরিষ্কার, জায়গাটা ‘মিনি সল্টলেক’ হওয়ার পথে। বদলে চলা এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে টাউন স্টেশন সংলগ্ন সেই দেওয়ালের ‘মা কালী’ পুরোপুরি অন্যরকম। শিলিগুড়ির বুকের মধ্যেই থাকা এ এক টুকরো অন্য শিলিগুড়ি।

শহরটা রোজ ভাঙছে, গড়ছে। দেশবন্ধুপাড়ার সেই নামজাদা বিশু মোদকের মিষ্টির দোকানটার কথাই ধরা যাক। এখানকার মিষ্টির এতটাই সুনাম ছিল যে বাইরে থেকে কেউ এলে এখানকার মিষ্টি চেখে দেখাটা ছিল ‘চাই-ই চাই’। এই সুবাদে দোকানটি এলাকার এক ল্যান্ডমার্ক হয়ে ওঠা। আজ সেই দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। এক অন্য ইতিহাসের সৃষ্টি।

মহাবীরস্থানের ডিআই ফান্ড মার্কেটে ছোট ছোট অনেক দোকান। তার মধ্যে এক ফালি সিঁড়ি দিয়ে এক দোতলার এক টুকরো চাতাল। কাপড় সেলাই করার মেশিন নিয়ে সেখানে বেশ কয়েকজন বসে। সাধারণ দৃশ্য। কিন্তু সাক্ষাৎ যেন ‘টাইম মেশিন’। উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্তিক এলাকা ঘোরার অভিজ্ঞতা যাঁদের স্মৃতিতে, এখানে এলে তাঁরা তাঁর সঙ্গে তাকে মেলাবেনই মেলাবেন। আর সময়স্মৃতিতে ভাসবেন।

আমির খানের ‘রং দে বসন্তী’ যাঁদের দেখা তাঁদের নিশ্চয়ই ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট অজয় সিং রাঠোরের কথা মনে আছে। মিগ-২১ বিমান দুর্ঘটনা সিনেমায় যাঁর প্রাণ কেড়েছিল। ‘উড়ন্ত কফিন’-এর তকমা পাওয়া এই বিমান ভারতীয় বায়ুসেনার বহু অফিসারের প্রাণ নিয়েছে। অথচ এই বিমান একটা সময় দেশকে বহু সেবাও দিয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে এই ফাইটার জেট বহু গুরুত্বপূর্ণ লড়াইয়ের সাক্ষী।

শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে একটু দূরে সুকনায় সেনাবাহিনীর ঘাঁটিতে গেলে এমনই এক বিমানকে দেখা যাবে। টায়ার ফেটে একশেষ, গায়ের স্টিলের পাত ঢিলে হয়ে গিয়েছে। রোদজলে জ্বলে-পুড়ে-ভিজেও তার তেজ যেন এখনও ফুটে বেরোচ্ছে। আশপাশে পুরোনো দিনের কামান, সেনাবাহিনীর বিশেষ মিউজিয়াম, দারুণ সুন্দর এক পার্ক। আরও আছে। সর্দার উমরাও সিং লেক।

এরপর ষোলোর পাতায়

এক শান্তিস্থলের খোঁজে

সুমন মল্লিক

শিলিগুড়ি শহরের আধুনিকতা ও শহুরে ব্যস্ত জীবনযাপন থেকে অনতিদূরেই আছে ছবির মতো সুন্দর একটি গ্রাম, যার নাম তরিবাড়ি। শহরের কেন্দ্র থেকে মাত্র দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই শান্তিস্থলটির পরিচিতি এখনও সেভাবে জনমানসে তৈরি হয়নি। শিলিগুড়ি থেকে সেবক যাওয়ার পথে শালুগাড়ার ‘বেঙ্গল সাফারি’র সামনে দিয়ে যে ক্ষীণকায় রাস্তাটি পশ্চিমদিকে চলে গিয়েছে, সেই রাস্তা ধরে খানিকটা এগোলেই তরিবাড়ি অঞ্চল শুরু হয়।

গ্রামের মাঝখান দিয়ে ছোট্ট রাস্তা এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দু’দিকে নানা রঙের খুব সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি। এই রাস্তার দু’পাশে অনেক পলাশ গাছ আছে। শিলিগুড়ি শহরে আর কোথাও একসঙ্গে এত পলাশ গাছ নেই। বসন্তকালে এই রাস্তার বেশিরভাগটাই পলাশফুলের শোভায় কমলাবর্ণ ধারণ করে। পলাশ গাছ ছাড়াও রংবাহারি নানা ধরনের গাছপালা দেখা যায় এই অঞ্চলে। দেখা যায় বিভিন্নরকম ফুলের গাছও। চারপাশ শুধু সবুজ আর সবুজ। আর সবুজের মাঝে মিশে থাকা ভিন্ন ভিন্ন রঙের গাছগাছালি এই গ্রামাঞ্চলটিকে যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা একটা ছবি করে তোলে। কোথাও দেখা যায় হাঁস, মুরগি, গবাদিপশু অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কোথাও দেখা যায় গ্রামের মহিলারা জঙ্গল থেকে কাঠ নিয়ে ফিরছে, আবার কোথাও দেখা যায় গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। রাস্তা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রকৃতির আরও কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া যায়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই অঞ্চলের নেপালি অধ্যুষিত বাসিন্দারা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে নিজেদের বাড়ির মধ্যেই সুদৃশ্য হোমস্টে এবং ছোট ছোট নান্দনিক রেস্টুরেন্ট তৈরি করেছে। নানা পাহাড়ি খাদ্যখাবার পাওয়া যায় সেখানে।

রাস্তা আরও কিছুটা এগোতেই এক মনোমুগ্ধকর গগনচুম্বী ইমারত হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। এটা একটা বৌদ্ধ মনাসটেরি। নাম ‘ইওয়াম ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট মনাসটেরি’। শহরের ব্যস্ত কোলাহল থেকে খানিকটা দূরে প্রকৃতির সবুজের মাঝে গড়ে ওঠা এই মনাসটেরিতে প্রবেশ করলে তনমন একাধারে শান্ত ও পবিত্র হয়ে ওঠে। এই মনাসটেরিটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে খুবই পবিত্র একটি উপাসনার জায়গা। এর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ স্থাপত্যশিল্প এবং বিশালাকার বুদ্ধ মূর্তিটি দেখলে চক্ষু সত্যিই সার্থক হয়। মনাসটেরির সারা দেওয়ালজুড়ে ও সিলিংয়ে কিলখোর চিত্রশিল্পের অপূর্ব সব নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। এই কিলখোর হল একটি বিশেষ ধরনের তিব্বতীয় চিত্রকলা।

মনাসটেরিটির ঠিক পেছন দিয়েই বয়ে গিয়েছে ছোট্ট গুলমাকোল বা গুলমা নদী। বর্ষাকাল ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় তেমন জল থাকে না এই নদীতে। কিন্তু জল কম থাকলেও পাহাড়ি নদীর বৈশিষ্টতা হিসেবে এর খরস্রোতাভাব বোঝা যায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের পরে জলে পা রাখলে। গুলমা নদী পেরিয়ে অন্য দিকে যাওয়ায় নিষেধ আছে। সেখানে কাঁটাতারের বেড়া স্পষ্ট দেখা যায়। কাঁটাতারের কিছুটা পর থেকেই গুলমার ঘন অরণ্য। নীলরঙা গুলমা নদীর পাড়ে এসে দাঁড়ালে অরণ্যের মাথায় দেখা যায় পর্বতমালার অপূর্ব সৌম্যদৃশ্য। ঋতুবদলের সঙ্গে সঙ্গে এই সবুজাঞ্চলের রংরূপও বদলে যায়। একটু সকাল সকাল এই গুলমা নদীর পাড়ে এলে নানারকমের পাখি দেখা যায়

এরপর ষোলোর পাতায়

গ্রামের মাঝখান দিয়ে ছোট্ট রাস্তা এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দু’দিকে নানা রঙের খুব সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ি। এই রাস্তার দু’পাশে অনেক পলাশ গাছ আছে। শিলিগুড়ি শহরে আর কোথাও একসঙ্গে এত পলাশ গাছ নেই।

রামকৃষ্ণ হওয়াটা মনোজদার আর হল না

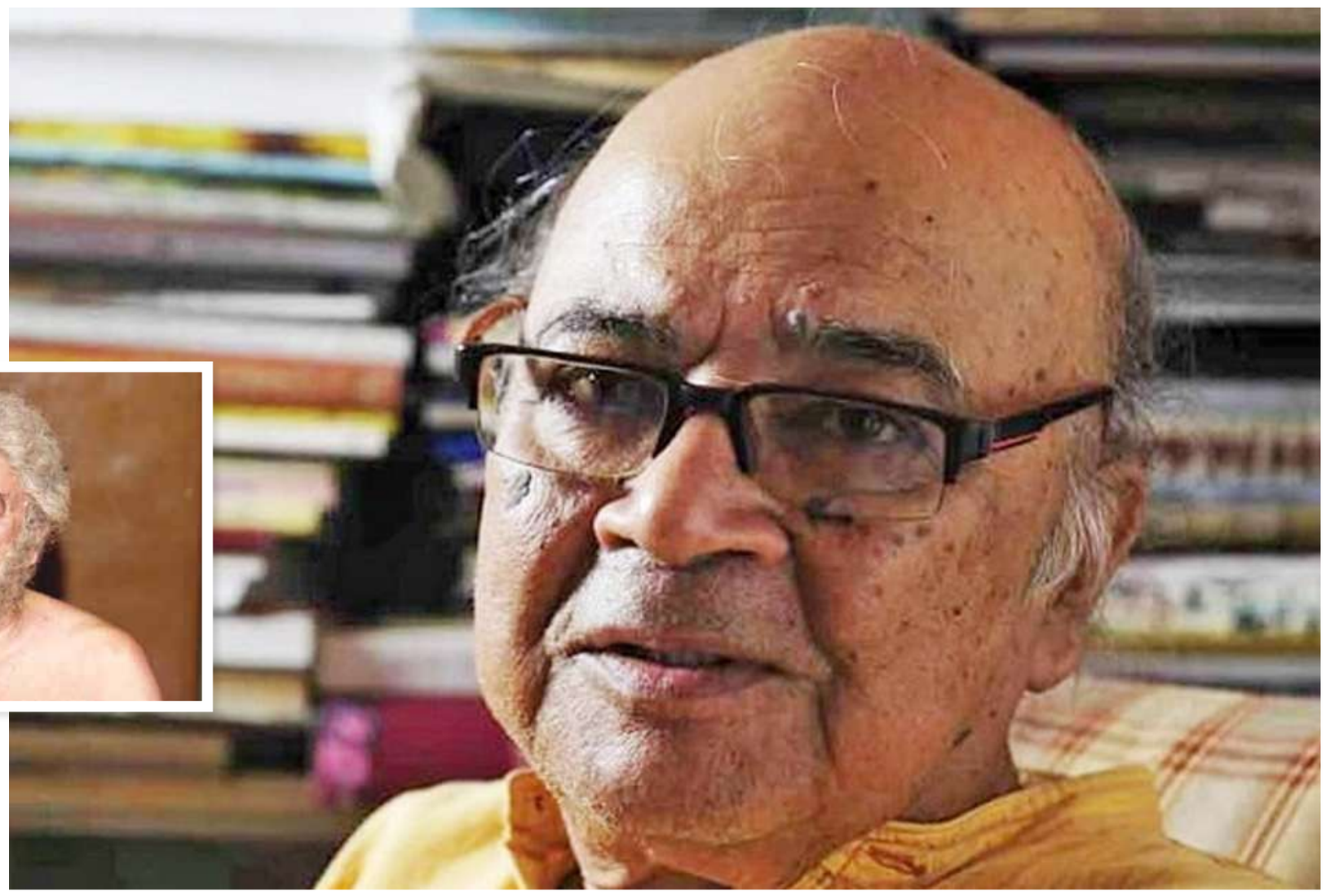

দুলাল লাহিড়ি

মনোজদা চলে গেলেন। আমার জীবনের একটা বড় অংশকে নিয়ে। আমার জীবনে ওঁর ভূমিকা কতটা তা হয়তো ঠিকমতো কোনওদিনই বুঝিয়ে বলতে পারব না। আজ হয়তো অভিনেতা হিসেবে আমি কিছুটা নামডাক করেছি। সেমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমার অভিনয়ের ব্যাকরণ শেখা। আর অভিনয়টা? মনোজ মিত্রই আমাকে শিখিয়েছিলেন।

'সাজানো বাগান' দিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। এরপর সময় যতই গড়িয়েছে সেই আলাপ গভীর সম্পর্কে গড়িয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই মনোজদা হয়ে উঠেছিলেন আমার ফ্রেন্ড, ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। আমাদের সম্পর্কটা যে শুধুই মঞ্চে সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়। আমরা খুব ভালো পারিবারিক বন্ধুও ছিলাম। তিনি ছিলেন আমার নাট্যগুরু, নাট্যশিক্ষক। কিন্তু অদ্ভুতভাবে তিনি আমার ওপর অনেকটাই নির্ভর করতেন। কোনও নাটক তৈরির সময় আমার সঙ্গে ওঁর সমস্ত ভাবনাচিন্তা ভাগ করে নিতেন। জানি না আমার মতামতের কতটা গুরুত্ব রয়েছে, কিন্তু আমার সেই সমস্ত মতামতকে উনি খুবই মন দিয়ে শুনতেন। ওঁর মাপের মানুষের আমাকে এতটা গুরত্ব দেওয়া... খুবই তৃপ্তি পেতাম। আমাকে নিয়ে খুব গর্ব করতেন। তবে ওঁর প্রত্যাশা কতটা পূরণ করতে পেরেছি, জানি না।

২০ বছরেরও বেশি দুজনে একসঙ্গে 'সুন্দরম'-এ কাজ করেছি। তারপর বাণিজ্যিক কাজের পরিধি বাড়তে থাকায় আমার সরে যাওয়া। মনোজদার সঙ্গে কিন্তু আমার সম্পর্কের বাঁধনটা আলগা হয়নি। সেটা অটুটই ছিল। এরপর উনি বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়েছেন। আমি হাসপাতালে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। 'দুলাল তুমি এলে মনে হয় আমার কাছে সময় এল!', ওঁর বলা এই কথাটা আমার যেন সবসময়ই কানে বাজে। কী বিরাট অর্থবাহী কথা।

একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'আচ্ছা দুলাল, তুমি আর আমি মিলে কি আবার মঞ্চে নামতে পারি?' উত্তরে বলেছিলাম, 'নিশ্চয়ই পারি, ১০০ বার পারি। আপনি শুধু নির্দেশ দিন, আমি রেডি।' 'কিন্তু তোমার কাজ, হাজারো ব্যস্ততা?' বিন্দুমাত্র না ভেবে উত্তর দিয়েছিলাম, 'সব ছেড়ে দেব। আপনি শুধু একটু সামলে নিন। শরীরটা থিতু হোক। তারপরই আমরা আবার মঞ্চে নামব।' রামকৃষ্ণ দেব আর গিরীশ ঘোষকে মঞ্চে ফিরিয়ে আনবেন বলে ঠিক করেছিলেন। বলেছিলেন, 'দুলাল, আমি রামকৃষ্ণ আর তুমি গিরীশ ঘোষের পার্ট করবে।' শুনে প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়ে পড়েছিলাম। সেই নাটকের কাজ কতটা এগোল বলে প্রায়ই খোঁজ নিতাম। উনি যে কাজটাই করতেন প্রচণ্ড নিখুঁত। আর অনেকটা সময় নিয়ে। সেই প্রযোজনার জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা শুরুও করেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা আর সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। আমারও আর রামকৃষ্ণবেশী মনোজদার সঙ্গে গিরীশ ঘোষ হয়ে মঞ্চে পার্ট করা হয়নি। উনি চলে যাওয়ার পর দেখলাম সংবাদমাধ্যমগুলি ওঁকে মূলত বাঙ্গারাম হিসেবেই সবার সামনে তুলে ধরল। অথচ মনোজদা যে সেই বৃত্তের বাইরেও কতটা শক্তিশালী তা আমরা যাঁরা মঞ্চের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে তাঁরা বিলক্ষণ জানি। তবে পরিস্থিতিকে হয়তো দোষও দেওয়া যায় না। আসলে সিনেমার যতটা দর্শক, দুর্ভাগ্যবশত মঞ্চের দর্শক অনেকটাই কম। তবে জোর গলায় এটা বলতে পারি যে, মানুষটার প্রতিভা বাঙ্গারামের থেকে অনেক অনেক বেশি ছিল। একজন অভিনেতা, নাট্যকর্মী, দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে ওঁর প্রতিভার যতটা মূল্যায়ন হয়েছে তার তুলনায় উনি অনেক বেশিই যোগ্য ছিলেন। শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়দের তুলনায় উনি কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে বলে প্রশ্ন করা হলে বলব, এভাবে কোনও তুলনা করা যায় না। ওঁরা প্রত্যেকে এক একটা মাইলস্টোন। নিজ নিজ ছটায় দারুণভাবে উজ্জ্বল। শম্ভু মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে মনোজ মিত্রের তেজও এতটুকু কম নয়। ওঁর সঙ্গে মঞ্চে কত সুখের মুহূর্ত কাটিয়েছি। উনি চলে যাওয়ার পর সেই মুহূর্তগুলি বারে বারেই মন-জানলায় উঁকি দিচ্ছে। মন খুব খারাপও হচ্ছে। ওঁর সঙ্গে যে গিরীশ ঘোষ হয়ে আর মঞ্চে নামা হল না। এই জন্মে হল না, তবে পরের জন্মে নিশ্চয়ই হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

নিবন্ধ

রামকৃষ্ণ দেব আর গিরীশ ঘোষকে মঞ্চে ফিরিয়ে আনবেন বলে ঠিক করেছিলেন। বলেছিলেন, 'দুলাল, আমি রামকৃষ্ণ আর তুমি গিরীশ ঘোষের পার্ট করবে।' শুনে প্রচণ্ড উৎসাহিত হয়ে পড়েছিলাম। সেই নাটকের কাজ কতটা এগোল বলে প্রায়ই খোঁজ নিতাম।

দেওয়ালে কালী মা ও লাইনের কাশফুল

পনেরোর পাতার পর

পুরোপুরিভাবে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে থাকা এই লেক শিলিগুড়ি শহরের বুকে আজকাল না থাকা পুকুর, জলাশয়ের দুঃখ অনেকটাই ভুলিয়ে দেয়।

চম্পাসারির বুকের মধ্যে গিয়ে যে রাস্তাটা অনেকটা দূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে সেখানে আজ অনেকটাই সবুজ কম। অজস্র বাড়িঘর। বেশিরভাগই আধুনিক ধাঁচের। সুবিশাল এক প্লট। নার্সিংহোমের জন্য রিজার্ভড। আজকালকার মডার্ন বাড়িঘরের স্টাইল কী হওয়া উচিত তা মনে হয় এই এলাকায় এলে পরিষ্কার মালুম হবে। একদিকে সবুজ নিধন হচ্ছে বটে, অন্যদিকে সবুজকে সঙ্গী করেও এলাকার বেড়ে চলাটা এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সাক্ষী। শহরের পুরোপুরি উলটোদিকে যাওয়া যাক। শহরের একটা কোনায় ইস্টার্ন বাইপাসের রাস্তা ধরে সাহুডাঙ্গির রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম। প্রচণ্ড গতিতে বদলে চলা জীবন এখানে এলে নিশ্চিতভাবে শান্তিতে দু'দণ্ড তিষ্ঠোনোর সুযোগ পাবেই পাবে। চারদিকে অজস্র গাছগাছালি, রংবেরঙের ফুল, পাখির ডাক, মন্দির। শেষ বিকেলে আর সাঁঝের আঁধারের যে সন্ধিক্ষণ, বহিরাগত যে কারওই স্মৃতির মণিকোঠায় চিরকাল থেকে যেতে বাধ্য।

শহরের বুকের মধ্যে বাঘা যতীন পার্ক। শর্টফর্মে 'বিজেপি'। অদূরেই শিলিগুড়ি কলেজ। এই একটা এলাকা চিরকালই শিলিগুড়ির কসমোপলিটান এলাকা। আজ থেকে বহু বছর আগে থেকেই। দিনকে দিন ঝাঁ চকচকে হয়েছে, ঐতিহ্যের প্যারামিটারে কিন্তু বরাবরই সেই একইরকম। গুচ্ছের কম্পিউটার শিক্ষা আর চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রতিষ্ঠান, আর হ্যাঁ, অবশ্যই খাবারের দোকান। জায়গাটি এখনও শিলিগুড়ির 'মাই ডিয়ার প্লেস'! প্রশাসনিক কড়াকড়িতে এখানে রাস্তায় খাবারের দোকানের রমরমাটা আগের তুলনায় কমেছে, পার্কিং সংক্রান্ত বেশ কিছু বিধিনিষেধ বর্তেছে, তবু বিজেপি এখনও নিজস্ব আবেদনের নিরিখে অটুট।

টুকরো টুকরো কত কিছুই এই শহরের একান্ত আপন। আগে ফুলেশ্বরীতে রেলগেট বন্ধ থাকলে প্রচণ্ড যানজটে সবার ভোগান্তির একশেষ। ট্রেনের তাড়া? কিন্তু সেই রেলগেট না খোলা পর্যন্ত উপায় নেই। আজকাল অবশ্য আছে। কিছুটা দূরেই একটা আন্ডারপাস তৈরি হয়েছে। সেখান দিয়ে ঘুরে এলেই কোনও সমস্যা নেই। রেলগেটের প্রতিপত্তি কমেছে। দেখে সেই আন্ডারপাস হাসে। আজকাল তার কত বন্ধু। আশপাশ এলাকার কত দুর্গা অপুদের নিয়ে এসে সেই আন্ডারপাসের নীচে দাঁড়িয়ে ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার অদ্ভুত গমগম শব্দ শোনে। পুজোর সময়টা এখানে এই রেললাইনের আশপাশে কাশফুল গজায়। সৃষ্টি হয় অন্য এক 'পথের পাঁচালি'র।

কবীর সুমনের গানের মতো করেই এই শহরের অনেক কিছু এভাবে শিলিগুড়ির মানুষগুলির জীবনে জড়িয়ে। কিছু হয়তো এভাবেই থেকে যাবে, কিছুর বদল হবে। মহাবীরস্থানে নিউ কালীবাড়ি রোডে এক চিলতে সাইকেলের দোকানটা খুব তাড়াতাড়ি বিক্রি হবে। হয়তো সেখানে নতুন কিছুর দোকান হবে। সেখান থেকে সাইকেল কেনা মানুষটার স্মৃতিতে কিন্তু সেই দোকানের সুখস্মৃতিই থেকে যাবে আজীবন।

ভালো হবেই হবে। টাউন স্টেশনের সেই দেওয়ালের মা কালী হয়তো এভাবেই আশ্বাস জুগিয়ে যাবেন। চিরকাল। ভরসা থাকুক।

ঘরের ভেতরে ঘর

পনেরোর পাতার পর

শহরের বিভিন্ন স্কুলের নামের উৎস অভিমুখে যাত্রা শুরু করলে পাওয়া যায় বিদ্যানুরাগী কিছু অর্থবান মানুষের ইতিহাস। তরাই স্কুল, জ্যোৎস্নাময়ী স্কুল, তিলক ময়দান, শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট, লালমোহন মৌলিক বিসর্জনঘাট– এসব নামের পেছনে রয়েছে এ শহর গড়ে ওঠার ইতিহাস।

প্রতিটি শহরের একটি নিজস্ব গোপন স্পন্দন থাকে। অনুভবী মন নিয়ে কান পাতলে শোনা যায় এক শহরের ভেতরে লুকিয়ে থাকা অন্য এক শহরের হৃৎস্পন্দন। সে পরিচয় হোটেল, নার্সিংহোম, ফ্লাইওভার, আলোকোজ্জ্বল বিপণি, প্রশস্ত পথঘাট দেখে বোঝা যায় না।

অতিথিবৎসল এ শহরে রয়েছে অসংখ্য অন্য প্রদেশ, এমনকি অন্য রাষ্ট্রেরও মানুষ। সব মিলেমিশে গেছে। এ শহরের আপাত চেহারার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্য শহরের পরিচয় তারা পাবে না। তারা তো জানে না এক সময় এ শহরে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট থেকে উড়ে আসত টিয়াপাখির ঝাঁক। তারা জানে না তরাই স্কুলের মাঠে যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার কথা। তারা জানে না একসময় রথখোলা পার হলেই শুরু হত শাল শিমুল জারুল বহেড়ার অরণ্য। জমিখোর মানুষের লোভের করাত সব উচ্ছেদ করে দিয়েছে। তারা জানে না শালুগাড়া পার হলে সিমেন্ট বাঁধানো সিঙ্গল রোডের কথা। এ শহরের টেনিস কোর্টের কথা তারা জানে না। কখনও স্মৃতি রয়ে যায়, কখনও সেটাও সাফ হয়ে যায়।

অমূল্য সব স্মৃতি নিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে আছে টাউন স্টেশন। এখানেই হুইলারের স্টল থেকে ইংরেজি গল্পের বই, পত্রিকা নিয়ে টয়ট্রেনে উঠত বিদেশি পর্যটক। অনাবিল প্রকৃতির সাহচর্য পেয়েছে এই শহর। তিস্তা আর মহানন্দার মাঝে এই শহর। খুব দ্রুত প্রয়োজনের তাগিদেই জনবিস্ফোরণ ঘটেছে। স্বাধীনতার পরে, অসম আন্দোলনের সময়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময়।

বাণিজ্যমুখী এ শহরে অবিরল মানুষের ঢল নেমে চলেছে ভাগ্যপরিবর্তনের জন্য। জনবিন্যাসের চরিত্র পালটে গেছে। তবু এখনও কিছু বাড়ি রয়ে গেছে পুরোনো ধাঁচের। চারফুট উঁচু খুঁটির ওপর কাঠের পাটাতনের, কাঠের ঘর। তরাই অঞ্চলে এরকমই ছিল সাধারণ মানুষের ঘর। ইটের বাড়ি ছিল না বললেই হয়। একটু রাতে হিলকার্ট রোড ধরে হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ে এখানেই ছিল তরাই পাইস হোটেল। এখানে ছিল ট্রয়ট্রেনের লাইন।

এই লাইন দিয়েই ট্রেন যেত দার্জিলিং-এ। পাহাড় পরিষ্কার থাকলে দেখা যেত রাতে কার্সিয়াং আর তিনধারিয়ার আলো। এসব কথা মিশে আছে শহরের গোপন পরতে পরতে। এ শহরের চরিত্রে মিশে আছে পাহাড়, পাহাড়ি নদী, চা বাগান, অভয়ারণ্য। সেই অরণ্য থেকে টাটকা বাতাস, সবুজ গন্ধ নগরজীবনের উষ্ণতাকে স্নিগ্ধ করে তুলত। উন্নয়নের বুলডোজারে উচ্ছেদ হয়ে গেছে চা বাগান, বিস্তীর্ণ অরণ্য। পুরোনো মানুষজন নস্টালজিক হয়ে খুঁজে ফেরে ব্রহ্মকুটির। পুরোনো ডাক্তারদের অবিশ্বাস্য ক্লিনিকাল আই-এর গল্প শোনায়।

বাতাসে কান পাতলে শোনা যায় কত উত্থানপতন, কত সার্থক ও ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী, কত মাতাল ও মস্তানের গল্প, বড়মানুষদের কত কেচ্ছার গল্প। সব মিশে আছে এই শহরের ধুলোয়।

এ শহরের ভেতরে আছে আর একটা শহর। হায় বুঝি তার খবর পেলে না।

'হেঁটে দেখতে শিখুন'

পনেরোর পাতার পর

খলনায়িকা আর নায়িকার কোনও তফাত নেই। মোদ্দা কথা একটা শিলিগুড়ির ভেতর আরও দু'-দশটা শিলিগুড়ি ঘেঁটে 'ঘ' হয়ে আছে।

তর্কের খাতিরে আপনি বলতে পারেন এমনটা কি আগে ছিল না? আমরা যারা আদি বাসিন্দা তারা জানি দেদার মস্তানের পদধূলি পড়েছে এ শহরে। শৈশবে আমরা তাদের রংঢং-এ চমৎকৃত হতাম। অমুক মস্তান অমুক পাড়ার তিনবার ফেল সুন্দরী দিদিকে অমুক দিন উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে, আগে থেকেই ঘোষিত হয়ে যেত। ঘটতও তাই। এই রাক্ষস বিবাহের নায়িকা মোটেও পুলিশে নালিশ করতে যেত না। শহরে জমি বা সম্পত্তির কারণে দু'-চারটে লাশ পড়ে যেত। কিন্তু এই অবধি। শহরে তেমন টাকাও উড়ত না, ফলে বিকারও তৈরি হয়নি।

প্রথমেই যেমন বলছিলাম শিলিগুড়ির একটা সর্বভারতীয় চরিত্র আছে, তাতে ঐতিহ্যের অহংকার নেই কিন্তু বাকি পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ঝোঁক আছে। ভারী জীবন্ত সে। শহর তার হাত-পা ছড়াতে ছড়াতে ভালোবাসা মোড় কানকাটা মোড় নাম নিয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল হালকা হয়ে সংযোজিত এলাকায় ঢুকে পড়েছে কবেই। ফরেস্ট চেকপোস্ট উড়িয়ে ছয়লেনের রাস্তা উড়ে চলেছে। শুনি মুম্বইয়ের পর এখানেই সবাধিক দ্রুততায় টাকার হাত বদল হয়। ঘনত্বে পানশালাও সবাধিক। সবসময় সেখানে কিছু ঘটছে। মহিলা বাউন্সার উত্তরের আর কোন শহরে আপনারা দেখতে পাবেন ভাবুন? এমন ঝাঁকে ঝাঁকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিশেষত বিদ্যালয় কোন শহরে এমন ফুলেফেঁপে উঠেছে? মহকুমা হয়েও এমন বড় শহরের লক্ষণ, দোষ-গুণ নিয়ে শিলিগুড়ি যেন বড় বাঘের রেপ্লিকা এক লেপার্ড ক্যাট! রাতের অন্ধকারে সে পায়রার ছিন্ন মুণ্ড, ইঁদুর ভোজের উচ্ছিষ্ট ফেলে যায় আপনার বড় সাধের মার্বেল উঠোনে। উত্তর-পূর্বের তাবড় চোরাশিকারি, সাপের বিষ পাচারের ডিব্বা সব ডেরা বেঁধে থাকে আনাচে-কানাচে। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত তার গায়ে গায়ে। সেখানেই বৈধ, অবৈধ চালান পাশাপাশি বসে থাকে। নদী থেকে দেদার বালি উত্তোলন, নদী ও চর, সরকারি জমি, অরণ্য ভূমি দখল, শিক্ষা দুর্নীতি থেকে চুনোপুঁটি বিষয়ে উৎকোচ, তোলা আদায় তলায় তলায় খুন ঝরিয়ে দিয়ে যায় শহরটার বাইরে থেকে যে মজে আসা মহানন্দার মতো আপাত শান্ত, শ্লথ, ভিতরে তার ডার্ক ওয়েবের অন্ধকার রক্ত ফুটছে। একটা 'হ্যাপেনিং' জনপদকে বুঝতে হলে ভাঁজে ভাঁজে তাকে খুঁজতে হয়। যেমনটা দেখি ভূপ্রকৃতি গঠনে বিচিত্র-বর্ণ শিলা মাটির স্তর একের পিঠে এক জমে উঠেছে, সেভাবেই...।

শহর তার হাত-পা ছড়াতে ছড়াতে ভালোবাসা মোড় কানকাটা মোড় নাম নিয়েছে। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল হালকা হয়ে সংযোজিত এলাকায় ঢুকে পড়েছে কবেই। ফরেস্ট চেকপোস্ট উড়িয়ে ছয়লেনের রাস্তা উড়ে চলেছে।

এক শান্তিস্থলের খোঁজে

পনেরোর পাতার পর

অপরাহ্নের দিকে দেখা যায় নানা ধরনের প্রজাপতি ও ফড়িং। পাখিদের কলকাকলির সঙ্গে নদীর মিহি জলস্রোতের শব্দ মিশে প্রকৃতির এক অপরূপ সুর তৈরি হয় এখানে, যা মানবমনে এক সুখকর হিল্লোল তৈরি করে।

শিলিগুড়ির এত কাছে প্রকৃতির কোলে কোলাহলমুক্ত, দূষণমুক্ত এই গ্রামাঞ্চলে এখনও সেভাবে শহরের মানুষের আসা-যাওয়া দেখা যায় না। বরং কিছু কিছু অতি উৎসাহী পর্যটক 'বেঙ্গল সাফারি'তে ঘুরতে এসে ঢুঁ মারে তরিবাড়ির অভ্যন্তরে। তবে একথা স্বীকার করতে হয় যে, মনাসটেরিটি তৈরি হবার পর সেই মনাসটেরি ও তার আশপাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছবি সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়িয়ে পড়ার পর ইদানীং তরিবাড়িতে মানুষের আনাগোনা বেড়েছে। প্রশাসন উদ্যোগ নিলে এই অঞ্চলে পর্যটনের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে।

থ্রেট কালচার

সব্যসাচী সরকার

আঁকা : অভি

১

শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে জোরে, আরও জোরে কলের নবটা খুলে দিচ্ছিল রাই। ভাবছিল, সব পাপ ধুয়ে সাফ হয়ে যাক। এতদিন যা যা পাপ সে করেছে। নিশ্চয়ই করেছে। না হলে তার সঙ্গেই কেন এমন হবে? দু'চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে। বাথরুমে একা একা কান্নার মধ্যে কোথাও একটা পরিতৃপ্তি আছে। কেউ দেখে না, কেউ বোঝে না। বুঝবেও না। একঘর লোকের সামনে...

ভাবলেও তার মাথাটা দপদপ করছে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে পোশাক পরে সে কিচেনে ঢুকল। এক কাপ গরম কফি এখনই দরকার। তখনই চোখ পড়ল ডিভানে পড়ে থাকা ফোনটার দিকে। তিনটে মিসড কল। এএইচ! আর্যনীল হাজরা। এর পরেও ফোন করছে লোকটা? এর পরেও? কেন?

ভাবতে না ভাবতে আবার বাজল ফোনটা। আবার এএইচ! ধরবে? ধরা উচিত? কী ভেবে দাঁতে দাঁত চেপে ফোনটা ধরল রাই। লোকটা কী বলতে চায়, শোনা দরকার।

'অনেকবার ফোন করছি। ধরছ না কেন?' বেশ শান্ত উলটোদিকের গলা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে রাই। তার পরে গলা শক্ত করে, 'কেন ফোন করছেন?'

'আই আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ মাস্ট বি আপসেট। কিন্তু আমার কথাটা শোনো, এটাকে সিরিয়াসলি নিও না। তুমি তো কাজ করতে এসেছ...আই অ্যাম শিওর আরও অনেক কাজ করবে...।'

'আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন, আমি জানি না। কাজ আমি করতে এসেছি ঠিকই, কিন্তু আপনি যা করেছেন, তার পরে আপনার সঙ্গে আমার পক্ষে কাজ করাটা অসম্ভব। আপনার সবার সামনে ক্ষমা চাওয়া উচিত', কেটে কেটে বলল রাই।

'ক্ষমা? ইউ মিন অ্যাপোলজি? হোয়াই? কাম অন, ইউ মাস্ট বি কিডিং। ক্ষমা কেন চাইতে যাব আমি? সেটে কাজ হচ্ছিল, একটা ইন্টিমেট সিন ছিল। সেটা কীভাবে করতে হবে, অ্যাজ ডিরেক্টর তোমাকে বোঝাচ্ছিলাম। যেটা খুব ন্যাচারাল। আরও অনেক মেয়েকে বোঝাই। সাডেনলি তুমি রিঅ্যাক্ট করলে। আস্ক এভরি ওয়ান প্রেজেন্ট দেয়ার। সবাই খুব অবাক হয়েছে। সারপ্রাইজড!'

এবার উত্তেজিত শোনায় রাইয়ের গলা, 'আপনি যা খুশি বলবেন আর আমাকে সেটা মেনে নিতে হবে? যেভাবে আপনি...'

'আহ!', রাইকে থামান আর্যনীল, 'তুমি গলা তুলো না। তোমাকে বোঝানোর জন্য ফোন করেছিলাম। যাতে মাথা ঠান্ডা হয়। যথেষ্ট ভালো একটা রোল এই ছবিটায় তোমাকে দেওয়া হয়েছে। এনাফ চান্স আছে নিজেকে প্রুভ করার। কাল শুটিংয়ে এসো, দরকার হলে ওয়ান টু ওয়ান কথা বলব...।'

'কাল? শুটিং? ওয়ান টু ওয়ান? আমার মনে হয় না, তার আর দরকার আছে।'

'এখনও বলছি, নিজের পায়ে কুড়ুল মারছ তুমি! ভুল করছ!'

'হয়তো করছি। কিন্তু আমি কী করব, সেটা আপনি বলে দেবেন না। রাখি।' বলে কট করে ফোনটা কেটে দিল রাই। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। কেন ফোনটা ধরল সে?

২

'জলে থেকে কেউ কুমিরের সঙ্গে যুদ্ধ করে? তুমি পারবে? লোকটা ইন্ডাস্ট্রিতে পাওয়ারফুল, তার উপরে রুলিং পার্টির মাথাদের চেনে। তুমি নতুন, সবে কেরিয়ারটা তৈরি হচ্ছে...আমি বলব, একটু ভেবে ডিসিশন নাও।'

রবিদা যে এরকম কিছু একটা বলতে পারেন,আন্দাজ করেছিল রাই। আর্যনীল হাজরার ইউনিটে দীর্ঘদিন কাজ করছেন। ইন্ডাস্ট্রির ঘাঁতঘোঁত জানেন। রবিদার সঙ্গে একটা সিরিয়ালের সেটে আলাপ। রবিদাই মাসখানেক আগে ফোন করে আর্যনীল হাজরার ছবির কথা বলেছিলেন। স্ক্রিন টেস্ট হয়েছিল, সিলেক্টেডও হয়ে গিয়েছিল রাই। প্রথম দিন অফিসে বসিয়ে বেশ ভালো ব্যবহার করেছিল আর্যনীল। বলেছিল, 'রোলটা তুমি ঠিকঠাক করতে পারলে আর পিছন ফিরে তাকাতে হবে না। মিলিয়ে নিও।'

বেশ ফুরফুরে মন দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে একটা এগ-চিকেন রোল কিনেছিল রাই। তার পছন্দের। ভেবেছিল। এখানে সাইড রোল হলেও স্ক্রিন পেজেন্স বেশ অনেকটা সময়ের। তার উপরে বড় ডিরেক্টর, বড় ব্যানার। ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হচ্ছিল রোলটার জন্য।

স্ক্রিপ্ট পড়ার সময়ে জানতে পারল, দুটো ইন্টিমেট সিন আছে তার। এই লাইনে নতুন কাজ করতে এলেও দু'তিনটে সিরিয়ালে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। শরীর নিয়ে খুব বেশি ছুঁতমার্গ কোনওদিনই নেই। ইন্টিমেট সিন সে আগে করেওছে। গ্রুপ থিয়েটারে কাজ করেছে। এতসব ভেবে এই লাইনে কেউ আসে না। দেখতে শুনতে ভালো, জীবনের নিয়মে বেশ কয়েকটা পুরুষের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সম্পর্ক হয়েছে। আবার ভেঙেও গিয়েছে। বয়স প্রায় তিরিশ হতে চলল। এই মুহূর্তে সম্পর্কের প্রেশার সে আর নিতে চায় না। কেরিয়ারটাই মন দিয়ে তৈরি করলেই যথেষ্ট। সেজন্যই বারাসতে মা-বাবার বাড়ি থেকে উঠে এসে টালিগঞ্জের হরিদেবপুরে এক কামরার এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেওয়া।

রবিদার কথায় সে খুব একটা বিচলিত হল না। বলল, 'কী বলছেন রবিদা! ইউনিটের সবার সামনে ঘটনাটা ঘটেছে। আর্যনীলদা কাছে ডেকেছিলেন। কাছে যেতেই উনি হাতটা চেপে আমাকে ওর কোলে বসিয়ে নিলেন। তার পরে বললেন, ব্যাপারটা এইরকম হবে...এর পরে আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার গালে চুমু খেলেন। এর পরেই আমি হাত ছাড়িয়ে উঠে এসেছি--আই রিপিট উনি কী ভেবেছেন আমাকে? হাউ ডেয়ার হি?'

রবিদা বললেন, 'তোমার অল্প বয়স। এই সাহসটা দেখতে ভালো লাগছে। কিন্তু তুমি কী করতে পারো? ইউনিটের কেউ কি তোমাকে সাপোর্ট করবে? তার বদলে প্রত্যেকে বলতে পারে, তারা কিছুই দেখেনি। তখন?'

'অন্যদের কথা ছেড়ে দিন। ওখানে অন্তত দশটা লোক ছিল। কেউ হয়তো কিছু বলবে না। কিন্তু আপনি কী বলবেন রবিদা? আমি আপনার মেয়ের বয়সি। আজ যদি আপনার মেয়ের সঙ্গে একই জিনিস ঘটত, আপনি একই কথা বলতেন?'

রবি মজুমদার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তার পরে ধীরে ধীরে বলেন, 'আমি কী করতাম, সেটা ভেবে কী লাভ? তোমাদের জেনারেশন আমার দিকটা বুঝবে না। আমি চাকরি করি। অনেক কিছুই ইচ্ছের বিরুদ্ধে করতে হয়। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম। বাকিটা তোমার উপরে।'

রাই একটু ভেবে বলল, 'আপনি ওই লোকটাকে বলে দিতে পারেন, আমি আর কাজ করছি না।'

৩

ঘরটায় ঢোকার আগে কাঁপছিল রাই। তার টেনশন হচ্ছিল। বাড়িতে আয়নার সামনে অনেকবার রিহার্সাল দিয়েছে, কিন্তু কীভাবে বলবে, ভাবতে গিয়ে এখন হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে।

এয়ারকন্ডিশনড ঘরটায় উলটোদিকে চারজন। একেবারে মাঝখানে মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান উজ্জয়িনী সেন। যিনি হেসে বললেন, 'তোমার ভয় নেই। ঠিক কী হয়েছিল, খুলে বলো। ডিটেলসে।'

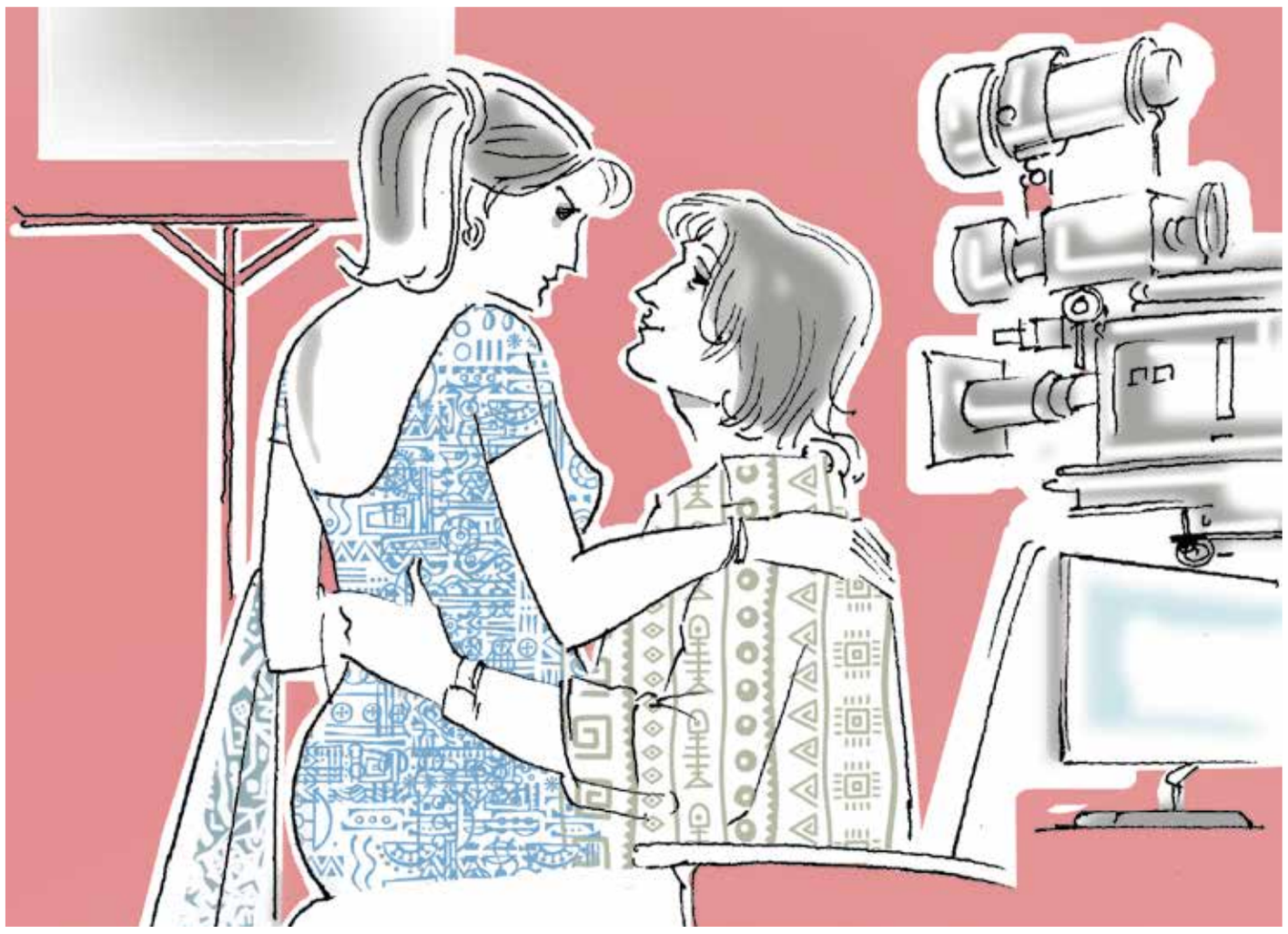

প্রায় সাত মাস হল, ঋতমের সঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছে তার সম্পর্ক। একসঙ্গে দশটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ছেলেটা। মন্দারমণির ট্রিপে না গেলে সে এসব জানতেই পারত না। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ মেসেজ করায় ভালো লাগল রাইয়ের। ঋতম তা হলে গোটা এপিসোডটা ফলো করেছে। সে রসিকতার জন্যই কী ভেবে শ্রীদেবীর বলিউডি ডায়লগ লিখল, 'ইয়াপ! ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড!' কিছুক্ষণের মধ্যে রাইয়ের মোবাইলে ঢুকল মন্দারমণির হোটেল রুমের একটা মিনিটখানেকের ভিডিও। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঋতমের কোলে বসে আছে রাই। ঋতম চুমু খাচ্ছে তাকে।

একই কাহিনী যখন বারবার বলতে হয়, তখন একটা সময়ে বিরক্তি আসতে বাধ্য। কিন্তু প্রতিকার খুঁজতে হলে, প্রতিবাদ করতে হলে তোমাকে বলতে হবে। তোমার মতো করে। বারবার কাটা রেকর্ড বাজানো ছাড়া রাস্তা কোথায়?

বলতে যখন হবে, সবটাই বলা ভালো। ঠিক সেটাই করে রাই। কমিশনের মেম্বাররা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেন সব। আর্যনীল হাজরার ফোনের কথাটাও বলে। উজ্জয়িনী সেন চশমাটা খুলে টেবিলের উপর রেখে প্রশ্ন করেন, 'এর আগে এই ইন্ডাস্ট্রিতে এরকম ঘটনা ফেস করেছ?'

'দু'একটা রোলের জন্য অফার পেয়েছিলাম। তার পরে শুনেছিলাম, প্রোডিউসারের সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে হবে। অ্যাভয়েড করে গিয়েছি। নাটকের মেয়ে। অভিনয়টা করতে জানি বলে বিশ্বাস করি।'

উজ্জয়িনী হাসেন, 'তুমি পুলিশ জানিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, পরের দিনই থানায় গিয়ে জানিয়েছিলাম। জিডি করেছিলাম। তার রেকর্ড আছে।' থানায় যাওয়ার আগে একবারও ভাবেনি রাই। একটা মরিয়া জেদ কাজ করেছিল। ঠিক করেছিল, দরকার হলে অভিনয় ছেড়ে দেবে। থানায় ইনস্পেকটর দু'একটা প্রশ্ন করার পরে বলেছিল, 'আপনি জানেন তো, কার বিরুদ্ধে কমপ্লেনটা করছেন?'

রাই জোর দিয়ে বলেছিল, 'জানি'।

ইনস্পেকটর কথা বাড়াননি। থানায় জিডি করেই চুপ করে বসে থাকেনি রাই। বন্ধুদের কয়েকজনকে বলেছিল। থিয়েটারের মেয়ে স্মিতা সোজাসাপটা, প্রতিবাদী চরিত্র। ও-ই বলেছিল মহিলা কমিশনের কথা। স্মিতার কথায় সেখানে একটা মেল করেছিল সে। কিন্তু ডাক আর আসছিল না। তার মধ্যেই স্মিতা যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল সুদীপ বসুর সঙ্গে। 'এখন দুনিয়া' কাগজের রিপোর্টার। সুদীপই দিনসাতেক আগে কাগজে খবরটা ফ্ল্যাশ করে। হেডিংটাও মনে আছে রাইয়ের। 'অভিনেত্রীর শ্লীলতাহানি, অভিযুক্ত আর্যনীল।'

এর পর থেকেই সকাল থেকে বাজছিল রাইয়ের সেলফোন। বিভিন্ন চ্যানেল না বলে-কয়ে চলে এসেছে বাড়িতে। ইন্টারভিউয়ের জন্য। বেশ কিছু ইউটিউবার এসেছে, সঙ্গে ফেসবুকে পোস্ট।

পরিচালক হিসেবে আর্যনীলের বাজার যথেষ্ট ভালো। ঠিক সময়ে রং বদলে গিরগিটি হয়ে যেতে বরাবরই পারফেক্ট। সে দেখেছে, ঠান্ডা মাথায় কীভাবে মিডিয়াকে হ্যান্ডেল করে লোকটা। একটা চ্যানেলকে হাসতে হাসতে বলল, 'হাস্যকর অভিযোগ। মেয়েটিকে একটা সিন বোঝানোর ছিল। সেই সময়ে ওর গালটা আমার গালে লেগে যায়। ব্যাস, তাতেই ও সেটেই সিন ক্রিয়েট করে। আপনারা ইউনিটের সবাইকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। সম্পূর্ণ মিথ্যে অভিযোগ করা হচ্ছে।'

রিপোর্টার পালটা প্রশ্ন করেছিল, 'কিন্তু মেয়েটি যে বলছে, আপনি ওকে জোর করে কোলে বসিয়েছিলেন?'

আর্যনীল হা হা করে হাসেন, 'সবটাই মন গড়া। মিথ্যে।'

টিভিতে সেই দৃশ্য দেখতে হয়েছিল রাইকে। একটু একটু করে তার মনে হচ্ছিল, পুরো পৃথিবীটাই তার বিপক্ষে।

এর দু'দিন পরেই এসেছিল মহিলা কমিশনের ফোন। জেনেই সুদীপ বলেছিল, 'কী হবে জানি না, কিন্তু মহিলা কমিশন থেকে আপনাকে ডেকেছে মানে সহজে পার পাবে না আর্যনীল হাজরা!'

৪

স্মিতা একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ভাগ্যিস তুই সুদীপকে বলেছিলি। ও যদি খবরটা বের না করত, মহিলা কমিশন বা ডিরেক্টরস গিল্ড এত তাড়াতাড়ি ওকে সাসপেন্ড করার স্টেপটা নিত না। ভালো কেস খেয়েছে আর্যনীল হাজরা।'

দুপুরেই খবর পেয়েছিল, ডিরেক্টরস গিল্ড সাসপেন্ড করেছে আর্যনীল হাজরাকে। তার পরেই এক বিখ্যাত অভিনেত্রী এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'অবশেষে! এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম!'

তার ভালো লাগছিল। স্মিতার সঙ্গে সন্ধেয় লম্বা আড্ডা হল। হোম ডেলিভারিতে অর্ডার দিয়ে বিরিয়ানি, কাবাব। সঙ্গে ওয়াইন। টেলর সুইফ্ট চালিয়ে নাচলও দুজনে বেশ কিছুক্ষণ।

স্মিতা চলে যাওয়ার পরে সে দেখল, ফোনে বেশ কয়েকটা মেসেজ এসেছে। সবই গতানুগতিক। ওয়েল ডান, ব্রেভ গার্ল, হোয়াট আ ফাইট, এইসব। তার মধ্যে ঋতমের মেসেজটা তার চোখ টানল। অন্যরকম। পুরোনো প্রেমিক। দুটো শব্দ লিখেছে, 'গার্ল পাওয়ার!' সঙ্গে একটা লাল পান পাতা।

প্রায় সাত মাস হল, ঋতমের সঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছে তার সম্পর্ক। একসঙ্গে দশটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে ছেলেটা। মন্দারমণির ট্রিপে না গেলে সে এসব জানতেই পারত না। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ মেসেজ করায় ভালো লাগল রাইয়ের। ঋতম তা হলে গোটা এপিসোডটা ফলো করেছে। সে রসিকতার জন্যই কী ভেবে শ্রীদেবীর বলিউডি ডায়লগ লিখল, 'ইয়াপ! ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড!'

কিছুক্ষণের মধ্যে রাইয়ের মোবাইলে ঢুকল মন্দারমণির হোটেল রুমের একটা মিনিটখানেকের ভিডিও। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ঋতমের কোলে বসে আছে রাই। ঋতম চুমু খাচ্ছে তাকে।

তলায় ঋতমের একটা ছোট্ট মেসেজ। 'ওয়ান মোর টাইম বেবি? ইউ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড! ইউ টেল মি হোয়েন? হোয়্যার?'

মাঝরাতে ফোনের সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে রাই। থ্রেট। সামনে পুরুষ, আর একটা যুদ্ধে নামতে হবে তাকে!

এডুকেশন ক্যাম্পাস

তানিয়া বিশ্বাস, ষষ্ঠ শ্রেণি, কুমুদিনী বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি।

কৃতী সাহা, অষ্টম শ্রেণি, বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার।

দেবমিত্রা বিশ্বাস, পঞ্চম শ্রেণি, ময়নাগুড়ি গার্লস হাইস্কুল।

সুমন ভৌমিক, চতুর্থ সিমেস্টার, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।

সপ্তাহের সেরা ছবি

নিসর্গ।। *হেমন্তে অপরূপ শ্রীনগর। - এএফপি*

কবিতাগুচ্ছ

পর্যটন ভূর্জপত্র

বিজয় দে

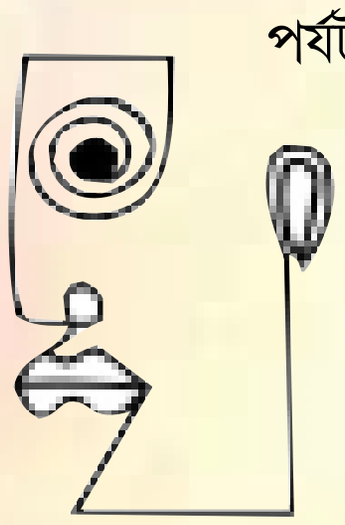

ধূ ধূপগুড়ি

কবি যেখানে থাকে তার নাম পুণ্যশ্লোক
কবি যেখানে থাকত তার নাম অন্যমন
কবিরা যেখানে একদা থাকবে বলে ভেবেছিল
তার নাম ওঁ নমস্তে মধুবাতা শালবন
পাট ও আলুর বস্তা নিয়ে চলে যাচ্ছে শত শত ট্রাক
সবজি সর্বার্থসাধক; দলবল সমেত তোরা এবার কবিদের ডাক
যদি প্রেম হয় গোছা গোছা, তবে শালবনে গিয়ে মশাল-চি হে
তাহাদের জয়ী করুন

মা মাথাভাঙ্গা

কথা বলতে বলতে কখন যে মাথাভাঙ্গা শহরে চলে এলাম
বুঝতেই পারিনি
এখানে যেন কে কে আছে আমাদের?
ধরা যাক, জলে সন্তোষ আর ডাঙায় সঞ্জয়
মনে মনে বন্ধু জানি, আমি তাহাদের কিছুটা বিজয়
হয়ে এখনও বেঁচে-বর্তে থাকি
একটা গোপন ইচ্ছে; একবার মাথাভাঙ্গায় একা একা যাব
একরাত্রি থাকব
মাথাভাঙ্গার একটা সস্তা হোটেলে কাঁথামুড়ি দিয়ে
সারাদিন শুয়ে থাকব
আর রাতে স্বপ্ন দেখব 'গীতবিতানপ্রসূত এই বৃষ্টি ধারা'
হে নিত্য মালাকার, তুমি থাকো কোন পাড়া?
এত কাছে, তবু যেন মনে হয় মাথাভাঙ্গা
একটা ঝাপসা স্বপ্ন হয়েই আমার কাছে থেকে যাবে

রা রায়মাটাং

"হ্যাঁ, কী যেন বললেন... রায়মা টাং?"
প্রতিধ্বনি কমবেশি হতে পারে, রাই' বা রায় যেন উপাধি সকল
তার পেছনে পেছনে
কিছুটা শব্দ শোনা যাচ্ছে মাটাং মাটাং...
শব্দ প্রাচীন ফুংফাং; শব্দ যেন একদা কবেকার কোনও গহিন গাং
নদীর একটা আদল আছে বটে কিন্তু নদীর নাম নেই
অথচ পাথরে পা দিতেই বাদল মেঘে লেখা বিভিন্ন মাদলের শব্দ...
"না,না, এখানে এখন কাউকে পাবেন না, একটু ওপরে দিকে চলুন"
তবে তাই হোক, তবে সুন্দরের জয় হোক, ওপরে যেন শুধু
আমাদের জন্যই বিছানো এক খণ্ড সবুজ যমুনা
বাহাদুর লামা বলল "এটাই আমাদের গর্ব... বৃক্ষে বৃক্ষে যক্ষের ধন
কিংবা ঈশ্বর রচিত সুন্দরের একমাত্র নমুনা"...

কা কামাখ্যাগুড়ি

"ভট্টাচার্যি মশাই বাড়ি আছেন নাকি"?
ঊনবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়া থেকে হাঁটতে হাঁটতে
এই তো এলাম... বাড়ি না বলে বাটী বললেই ভালো হত
আহা ভদ্রাসন কথাটা উড়ে গেল বুঝি
একটা সময় ছিল, যখন মানুষ কোথাও ছিল না, সবাই পথিক
আর পথিক হলে তো তৃষ্ণার্ত হতেই হবে, না হলে
ভট্টাচার্যি মশাই আর জলদান করবেন কীজন্যে?
সন্ধ্যায় যথেষ্ট অন্ধকার; বোঝা গেল দেবালয় কিছু আছে বটে এখানে, কিন্তু
একটা গির্জা নিশ্চিত আছে। তা নইলে জনপদের জীবন এত শান্ত
তোমরা থাকো কী করে?
"গাছে গাছে জঙ্গল হয় পাতায় পাতায় মঙ্গল হয়"
"আরে, ভট্টাচার্যিবাবু এত ব্যস্ত হবেন না, আমরা এখানে সবাই
এক রাত্রি। আপনার ছাত্রছাত্রীদের একটু আসতে বলুন, এই উঠোনে বসেই
মথি লিখিত সুসমাচার
মিশনারিদের মঙ্গলকাব্য শুনব"

চা চালসা

"দক্ষিণে বঙ্গ-উপসাগর আর উত্তরে চালসা-গড়"
যেতে আসতে একটা গোটা বাংলার পথ
আমি এখানে শুধু একটা হেলা-ফেলা মানচিত্রের
সূত্রপাত করে দিলাম-
এদিকে তোমার তো কাজ নেই, শুধু সঙ্গিনীকে একটা দিব্য
চুমু খাবে বলে এত দূরে এসেছ...
তাড়াতাড়ি শেষ করো, তা' নাহলে মানচিত্র কখন যে
হাওয়ায় উড়ে যাবে, টেরও পাবে না
ডাকবাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ভাবি
উপ-সাগরের হাওয়াকে আমি কিন্তু এক ফোঁটাও বিশ্বাস করি না
তবে সুখের কথা, ১৯৮৬ সনে আমরা যে পাঁচজন বন্ধু মিলে
চালসা-গড়ের মাথায় নীল রঙের পতাকাটি উড়িয়ে দিয়েছিলাম
সেটি কিন্তু আজও দাউদাউ করে উড়ছে

দ দমনপুর

একটি মন সব সময় আমার কাছেই, আরেকটি অনতিদূরে
দ্যাখা হলে দুজনেই বলে ওঠে "ভাই, আমরা তো আছি তোমার সেই
মহৎ দমনপুরে"
হাতির বৃহত্তর দোকানে লালবাতি জ্বলে উঠলে
যারা খুশি হয়
জানিয়ে রাখি, আমি তাদের জন্য এক দাগ অমার্জিত ভয়
হে আবহমান ঝিঁঝিপোকা, আমি তোমাদের সেই
পুরোনো দিনের খোকা
হে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের নিঝুম তক্ষক, আমি কিন্তু
তোমাদের সেই নিরীহ শাবক
আমার ফেলে-আসা সব মন একদা দমনপুর
শিরীষের জঙ্গলে গিয়ে শুনে নাও অখণ্ড কীর্তনের সুর

আ আলিপুরদুয়ার

দুয়ারে সরকার নাকি প্রথমে দিবাকর ছিল
নাকি প্রথম থেকেই আলিপুর
শুধু জানি এক হাতে তালি বাজলে আরেক হাত ঘন নেশাতুর
কোনও ভয় নেই, সড়কপথে একবার চড়কডাঙা যাবে নাকি
ব্যস্ত দিবাকর থাকুক বা না-থাকুক ত্রিদিব সেখানে থাকবেই
পাকাপাকি
আমাদের সকল জানাজানি ত্রিস্রোতা কালজানি
আকাশে-বাতাসে আমাদের বিমূর্ত আকাশবাণী
কথা বলো কথা বলো, যদি তাহাদের ভালোবাসো
তাহলে অন্তত একবার আলিপুর চলো

শি শিলিগুড়ি

১
তুমি তো কমরেড আপেল প্রধান, প্রতিবারই মিত্র সম্মিলনীর মোড় পেরোতেই
তোমার সাথে আমার দ্যাখা হয়ে যায়
আর প্রতিবারই ভাবি, দ্যাখা হলেই তুমি চিৎকার করে বলবে
"লাল ঝান্ডা ঝুঁকই ন ঝুঁকদই ন"...
কিন্তু সেটা হয় না। শুধু ৪৫ কিলোমিটার লম্বা একটা হাসি
অন্তত ৪৫০ কিলোমিটার লম্বা একটা ঠিকানা,
এখন এই তোমার সম্বল
এবং বলে রাখি, সেই ঠিকানার কাছাকাছি একজন ডাকপিওন
সবসময় বসে আছে
২
মিত্র সম্মেলন মানে প্রচুর শিলিগুড়ি
এবং শিলিগুড়ির মানে সবাই এখানে সমান
শুধু একটা ব্যবধান আছে; তার নাম এখনও লেখা
কমরেড আপেল প্রধান

দা দার্জিলিং

১
তাই রে নানা তাই রে নানা, এরকম আদরের কথা বলতে বলতে
আমাদের দু'চোখে
এক কাঁড়ি ঘুম নেমে এল
ঘুম কিন্তু একটা রেলওয়ে স্টেশনেরও নাম
চোখ খুললে তাকিয়ে দেখি, আশ্চর্য
সূর্যের দিকে জঙ্ঘা কাঞ্চনের ক্ষণিক প্রণাম
২
তাই রে নানা তাইরে নানা
আর মাত্র কয়েক পা এগোলেই সাহেববাবুর
বিপুল বৈঠকখানা
আসলে আমরা তো সবাই সাহেবপন্থী
মেম কিংবা প্রেম খুঁজতে খুঁজতে জীবন কাবার
শীত চাইতে শিবের গীত গাইতে বাংলায় আবার

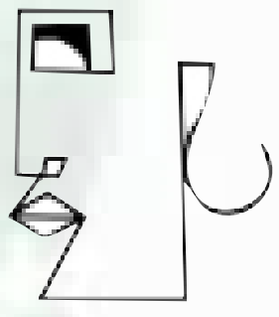

জ্ঞান যখন ফিরল, চারিদিক আলোয় আলোকিত

পূর্বা সেনগুপ্ত

এক একটি পরিবার স্থানীয় অঞ্চলে একটি প্রতিষ্ঠানের মতো বিরাজ করে। বহু বছর আগে মুগবেড়িয়া অতিক্রম করার সময় পাশের সঙ্গী বলেছিলেন, এই মুগবেড়িয়া অঞ্চল গড়ে উঠেছে নন্দ পরিবারের মাধ্যমে। সমস্ত অঞ্চলটিই ওঁদের জমিদারি! শুনে আশ্চর্য হয়েছিলাম খুব। কিন্তু পরবর্তীকালে এই পরিবারের সম্বন্ধে জেনেছিলাম ধীরে ধীরে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ভাবনায় এই পরিবারের অবদান এত বেশি যে তাঁদের গৃহের দেবতা ও দেবী সকলের দেবদেবী হয়ে ওঠেন। আজ আমরা পূর্ব মেদিনীপুরের মুগবেড়িয়ার নন্দ পরিবারের ইতিহাস ও তাঁদের অর্চিত দেবীর কাহিনী আলোচনা করব।

পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর অঞ্চলকে ওড়িশার সীমান্ত অঞ্চল বলা যায়। প্রমোদ স্থান দিঘা থেকে কিছুটা দূরে গেলেই চন্দনেশ্বর শিবের মন্দির কিন্তু ওড়িশা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। তাই এই অঞ্চলের মানুষের ভাষার মধ্যেও আছে ওড়িশাবাসীর নিজস্ব ভাষা উড়িয়ার টান। আর তার সঙ্গে ওড়িশার প্রভু জগন্নাথের প্রতি অসাধারণ ভক্তি!

এখন থেকে প্রায় তিনশো বছর আগের কথা। তখন সমুদ্রের পার্শ্ববর্তী এই অঞ্চল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ। সেই সময় ওড়িশার সাক্ষীগোপাল থেকে অপর্ত্তি নন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ মুগবেড়িয়া অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। জগন্নাথধাম পুরী থেকে ভুবনেশ্বরগামী রাস্তায় সাক্ষীগোপাল অঞ্চল। এই সাক্ষীগোপাল কেবল গোপালের কাহিনীতে আবদ্ধ নয়, শিল্পের দিক দিয়েও উন্নত এক অঞ্চল। সেই অঞ্চলের বীররামচন্দ্রপুর নামে একটি গ্রাম থেকে বঙ্গভূমিতে উপস্থিত হয়েছিলেন অপর্ত্তি নন্দ। তিনি কেন এসেছিলেন তাঁর কারণ অজানা। কিন্তু তাঁর আগমনের পরবর্তীকালের ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য!

অপর্ত্তি নন্দ বঙ্গে বসতি স্থাপন করলে ওড়িশা থেকে গোবিন্দজির এক মূর্তি নিয়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণ মিলে এই অঞ্চলে এসে পৌঁছান। তাঁরা সেই বিগ্রহ নিয়ে বেশ কিছুদিন সেই ঠাকুরের সেবা ও পুজো করে কিছু আয় করতেন। তারপর আবার ওড়িশায় ফিরে যেতেন। তাঁরা এসে একেক দিন এক এক পরিবারের অতিথি হতেন। এই সময় যে অপর্ত্তি নন্দের গৃহের অতিথি হয়েছিলেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নীলাচল শ্রীক্ষেত্রধাম বৈষ্ণবদের এক উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র। সেখান থেকে গোবিন্দজির বিগ্রহ নিয়ে এখানে কেন আসতেন, আবার তা বেশ কয়েকজন মিলে আসা, আবার চলে যাওয়া! এই আগমনের কোনও গূঢ় ইতিহাস ছিল কি না জানা না গেলেও এটি একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা।

ইতিহাস বলে একদিন এই গোবিন্দজির বিগ্রহ মুগবেড়িয়ার বাড়িতে উপস্থিত হলে সমস্ত দিন ধরে তাঁর সেবাপুজো চলল। রাতে যে ব্রাহ্মণরা বিগ্রহকে বহন করে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন স্বপ্নাদিষ্ট হলেন, 'আর এখানে-ওখানে বিগ্রহ নিয়ে ঘোরাফেরা নয়, অপর্ত্তি নন্দের গৃহেই গোবিন্দজি চিরস্থায়ী রূপে থাকতে আগ্রহী।' পরদিন সকালে ব্রাহ্মণরা অপর্ত্তি নন্দকে স্বপ্নের কথা জানিয়ে তাঁর অধীনেই গোবিন্দজিকে রাখার সিদ্ধান্ত জানালেন, স্বপ্নের কথা জানাতে ভুল হল না তাঁদের। একান্ত গোবিন্দভক্ত অপর্ত্তি নন্দ পারিবারিক শিকরচ্যুত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বঙ্গভূমে। নীলাচলবাসী প্রভু আবার তাঁকে বাঁধলেন গৃহদেবতার বাঁধনে। এই নন্দ পরিবারের প্রথম গৃহদেবী হলেন গোবিন্দজি।

কিন্তু পরিবারে ইতিহাস গড়ার সূত্র সেখানেই শেষ হয়ে গেল না। বংশের ধারা বয়ে চলল ভক্তের ধারাকে অনুসরণ করে। এতক্ষণ আমরা দেখলাম এই পরিবার পুরোপুরি বৈষ্ণব এবং এমন স্থান থেকে গৃহদেবতা এসেছেন যা বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। কিন্তু কয়েক প্রজন্ম পর দেখতে পাচ্ছি , বৈষ্ণব ছিলেন এই পরিবার ঠিকই কিন্তু তাঁদের মধ্যে কোনও ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। অপর্ত্তি নন্দের তিন পুত্র, বনমালি, দামোদর ও ভিখারিচরণ। এই ভিখারিচরণের সন্তান হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণের সন্তান খগেশ্বর। খগেশ্বর নন্দ ছিলেন নিঃসন্তান। দীর্ঘদিন কোনও সন্তানের মুখ না দেখতে পেয়ে খগেশ্বর নন্দ চললেন দেওঘর, বৈদ্যনাথধামে। গৃহে গোবিন্দজি থাকতেও তিনি কেন বৈদ্যনাথধামে গেলেন? এ এক আশ্চর্য ধর্মভাবনার গতি। নিশ্চয় কোনও কারণে তিনি শৈবধারায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলেন। তাই সন্তান কামনায় তিনি উপস্থিত হলেন দেওঘরে। সেখানে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শিবের উপাসনা শুরু করলেন। তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং বাবা বৈদ্যনাথ জানালেন, 'গৃহে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করবে, কিন্তু শর্ত আছে। শর্ত হল সেই সন্তানের নাম রাখতে হবে 'ভোলানাথ'। খগেশ্বর নতমস্তকে রাজি হলেন।

ভোলানাথের জন্ম হল। এক অদ্ভুত বলশালী, অকুতোভয় মানুষ। আমরা আগেই বলেছি যে অঞ্চলে কাশ্যপ গোত্রীয়, সামদেবীয় ব্রাহ্মণ অপর্ত্তি নন্দ বসতি তৈরি করেছিলেন সেই স্থান তখনও ঘন জঙ্গলে আবৃত ছিল। ছিল হিংস্র জীবজন্তুর বসবাস। ভোলানাথ নন্দ ঠিক করলেন, সেই ঘন জঙ্গল কেটে মানুষের বসতি স্থাপন করবেন। তিনি জঙ্গলকে ধীরে কাটতে শুরু করলেন। এই সময় বাঁশের বেড়া দেওয়া মাটির একটি ঘর তৈরি করেছিলেন যে ঘরের মধ্য থেকে তিনি বন্যজন্তুদের গতিবিধি লক্ষ করতেন। তাঁর সঙ্গে থাকত দীর্ঘ, উজ্জ্বল ধারালো এক তরোয়াল। এক রাতে সেই মাটির ঘরটি থেকে জন্তুদের গতিবিধি লক্ষ করছেন, এমন সময় হঠাৎ সেই বেড়া ভেদ করে এক বন্য বরাহ তাঁকে আক্রমণ করল। সেই আক্রমণ এতই আকস্মিক ছিল যে ভোলানাথ নন্দ হতচকিত হয়ে গেলেন। তিনি অস্ত্রচালনা করার আগেই বরাহ তাঁকে জখম করে চলে যায়। ভোলানাথ চৈতন্যহীন হয়ে পড়ে থাকেন।

সেখানে কতক্ষণ তিনি পড়েছিলেন তা জানা নেই, কিন্তু যখন জ্ঞান ফিরল তখন তিনি দেখলেন চারিদিক আলোয় আলোকিত। সেই আলোর জ্যোতি থেকে তিনি মাতৃআদেশ লাভ করলেন। তিনি সুস্থ হয়ে ওঠার পর, বনের মধ্যে দেখা আলোকিত স্থানে নিজের বসতবাড়ি তৈরি করলেন আর তার সঙ্গে সেই গৃহে শুরু হল বাসন্তীপুজো। এই বাসন্তীপুজো বা দেবী দুর্গার আরাধনা করার কথা কি সেই আলোকিত জ্যোতিরই আদেশে হয়েছিল? না তা স্পষ্ট নয়। তবু বলা যায় নিশ্চয়ই কিছু কারণ ছিল এর পিছনে। কাহিনীর গতিকে অনুসরণ করলে আমরা একটা বিষয়ে বলতে পারি, প্রথমে এই পরিবারের গৃহদেবতা হলেন ওড়িশা থেকে আগত গোবিন্দজিউ। পরবর্তী তিন প্রজন্মের পরই আমরা দেখছি শাক্ত ধারা পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রথমে বৈদ্যনাথধামে যাওয়া এবং পরে বাসন্তীপুজোর জন্য

পর্ব - ২১

ইতিহাস বলে একদিন এই গোবিন্দজির বিগ্রহ মুগবেড়িয়ার বাড়িতে উপস্থিত হলে সমস্ত দিন ধরে তাঁর সেবাপুজো চলল। রাতে যে ব্রাহ্মণরা বিগ্রহকে বহন করে এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন স্বপ্নাদিষ্ট হলেন, 'আর এখানে-ওখানে বিগ্রহ নিয়ে ঘোরাফেরা নয়, অপর্ত্তি নন্দের গৃহেই গোবিন্দজি চিরস্থায়ী রূপে থাকতে আগ্রহী।'

নাটমন্দির ও বাসন্তীপুজোর আয়োজন করা। শুধু তাই-ই নয়, গৃহদেবতার আরাধনা পৃথকীকরণের মধ্য দিয়ে যেন বসতবাটীও পৃথক হয়ে উঠল। আমরা এই ধারাটিকে নিয়ে আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হব।

ভোলানাথ নন্দ দেবী বাসন্তীর জন্য যে নাটমন্দিরটি তৈরি করলেন সেই নাটমন্দির একটি ইতিহাস গড়ে তুলেছিল। এখানে ভোলানাথ ১২২৭ সালে ভোলানাথ চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। যে চতুষ্পাঠী পরবর্তীকালে ভোলানাথ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। ভোলানাথ নন্দের তিন পুত্র- গোবিন্দপ্রসাদ, দিগম্বর, তৃতীয় হলেন গঙ্গাধর। এখানে আমরা দিগম্বর নন্দের প্রসঙ্গ আলোচনা করব, কারণ দিগম্বরনন্দ ছিলেন একাধারে মেধাবী, তিনি পণ্ডিত দিগম্বর বিদ্যানিধি নামে সম্মানিত হয়েছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন তাঁর বন্ধু ছিলেন। কেবল পাণ্ডিত্য নয়, দিগম্বর নন্দ ছিলেন স্বদেশি চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া এক বিপ্লবী সত্তা। তিনি ছিলেন অনুশীলন সমিতির সদস্য। এছাড়া যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগাযোগ ছিল। এই দুই বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি প্রভূত অর্থও ব্যয় করতেন। এ প্রসঙ্গে নন্দ পরিবারের সূত্রে জানা যায়, দিগম্বর নন্দ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুকে মেদিনীপুরে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। গৃহদেবী বাসন্তীর নাটমন্দিরে ক্ষুদিরাম গোপনে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। সেই নাটমন্দিরেই তিনি এলাকার ছেলেদের লাঠি খেলা, ছোরা খেলা ইত্যাদি শেখাতেন। মুগবেড়িয়াকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটি বিপ্লবী আখড়াও গড়ে উঠেছিল। যখন কিংসফোর্ড হত্যা নিয়ে অভিযুক্ত ক্ষুদিরাম বসুকে এই মুগবেড়িয়া থেকেই নাকি ব্রিটিশ গ্রেপ্তার করেছিল। কেবল ক্ষুদিরাম বসু গ্রেপ্তার হলেন না, তার সঙ্গে ব্রিটিশের রাগ গিয়ে পড়ল দিগম্বর নন্দের উপরও। দিগম্বর নন্দ পালিয়ে কাশীবাসী হলেন। ছদ্ম নাম নিলেন কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য। পিছনে পড়ে রইল দেবীর নাট মন্দির। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম ফাঁসি যাওয়া তরুণ তুর্কি যে মন্দিরের আঙিনায়, যে দেবীর পদতলে নির্ভয় ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন সেই দেবীস্থান। সুদূর কাশীতে বসে দিগম্বর নন্দ সেই দেবীকে স্মরণ করে লিখেছিলেন 'কালীকুসুমাঞ্জলী'। এর মধ্য দিয়ে একশো আঠারোটি শ্লোকে দেবী বন্দনাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর।

ভোলানাথ নন্দের কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাধর নন্দের দুই পুত্র শৈলজাচরণ আর বিরজাচরণ। আমরা আমাদের কাহিনীর অভিমুখটি এবার বিরজাচরণের দিকে রাখব। বিরজাচরণের জন্ম ১২৯২ সালে। শোনা যায় ঠাকুমা, অর্থাৎ গঙ্গাধর নন্দের স্ত্রী সুধাময়ী দেবী তীর্থ করতে পুরী গিয়েছিলেন। জগন্নাথ দর্শন করে ফিরবার সময় যাজপুরে মা বিরজাদেবীর মন্দিরে দেবীদর্শন করে কৃতার্থ হন। গৃহে ফিরে এসে নাতির নাম রাখেন বিরজাচরণ! বিরজাদেবীর কৃপাতে হোক বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, বিরজাচরণ ছিলেন অত্যন্ত কালীভক্ত। অত্যন্ত মেধাবী বিরজাচরণ পরবর্তীকালে সুচিকিৎসক রূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি যখন ছাত্রাবস্থায় হিন্দু হস্টেলে ছিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদের সঙ্গে থাকতেন বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। কালীভক্ত বিরজাচরণ পিতা গঙ্গাধর নন্দের কাছে কালীমূর্তি বা শ্যামামায়ের মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠার অনুমতি চাইলেন। গঙ্গাধর অনুমতি দিলেন। গঙ্গাধর কিন্তু তার সঙ্গে এও জানালেন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন, তাই যা করার এক বছরের মধ্যে করতে হবে।

পিতার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি মন্দিরের কাজ শুরু হল। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, মন্দির নির্মাণের প্রায় আট বছর আগে কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে এক শিল্পীর কাছে তিনি কষ্টিপাথর নির্মিত এক দেবী মূর্তি নির্মাণের বায়না দিয়ে এসেছিলেন, মন্দির নির্মাণ হলে কাশী থেকে নৌকাযোগে সেই মূর্তি মুগবেড়িয়াতে এসে পৌঁছায়। ভাটপাড়ার পণ্ডিতদের দিয়ে হোমযজ্ঞ করিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা হল। কিন্তু এবারও ঘটল একটি অদ্ভুত অলৌকিক কাণ্ড। বিরজাচরণ নন্দের ইচ্ছা ছিল দেবীর সম্মুখে বলি দেওয়ার। কিন্তু একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন দেবী তাঁকে বলছেন, 'আমি কাশী থেকে তোমার কাছে এসেছি , তোমার কাছেই থাকব। কিন্তু কথা দাও এখানে বলি দেবে, না এখানে চিরকাল আমার নিরামিষ ভোগ হবে।' সেই থেকে বিরজাচরণ মায়ের সম্মুখে বলি দেওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করলেন এবং চিরকাল নিরামিষ ভোগের ব্যবস্থাই করা হল। বিরজাচরণের ভক্তি একটি দেখবার বিষয় ছিল, তিনি যখন দেবী মন্দিরে 'মা তারা ব্রহ্মময়ী' বলে চিৎকার করতে করতে ঢুকতেন তখন চারিদিক গমগম করে উঠত। তাঁর শ্রীশ্রী চণ্ডীপাঠ শুনে মনে হত, এ যেন মাতা-পুত্রের একান্ত আলাপচারিতা। এই শ্যামা বিগ্রহ সমস্ত নন্দ পরিবারের ধর্মীয় অনুভূতির মোড়টিকে ঘুরিয়ে দিল। পূর্বপুরুষের গোবিন্দজিউ, বাসন্তী দেবী ও তাঁর নাট মন্দির সব কিছুর মধ্যে দেবী যেন বেশি উজ্জ্বল অস্তিত্ব হয়ে উঠলেন। সমস্ত পরিবারের আকর্ষণ সেই দেবীর দিকেই ছুটে গেল।

এই হল ধর্মীয় ভাবনার বিচিত্র গতি। এক বৈষ্ণব পরিবারের শাক্ত পরিবার হয়ে ওঠার ইতিবৃত্তান্ত। কিন্তু এ শেষ হয়েও হইল না শেষ। এত বিচিত্র গতিতে এসে পরিবারে ধর্মীয় অনুভূতির চলন এই শ্যামামায়ের মন্দিরে তার ছাপ রেখে গিয়েছে। বিরজাচরণই প্রতি একাদশী তিথিতে মায়ের মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করেছিলেন। একাদশী তিথি বৈষ্ণবদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। সেই পবিত্র অঙ্গটিকে সংযোজন করেছেন দেবী মন্দিরে। এছাড়াও, জন্মাষ্টমী, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি, পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি, দুর্গাপুজোর মহাঅষ্টমী ও মহানবমী, ফলীরণী কালীপুজো, রটন্তীকালীপুজো ইত্যাদি বিশেষভাবে পালিত হয়।

বাসন্তী দেবীর নাট মন্দিরের মতো এই শ্যামামায়ের নাট মন্দিরও কিন্তু কম উল্লেখযোগ্য নয়, এই মন্দিরে মুকুন্দদাস শ্যামাসংগীত শুনিয়েছেন দেবীকে। নন্দ পরিবারের মধ্যে সংগীতচর্চার ধারা ছিল তাই বাড়ির সদস্যগণ নানা অনুষ্ঠানে গীত ও বাদ্যে ভরিয়ে দিতেন মায়ের পাদপদ্ম। এই বিরজাচরণ নন্দের পুত্রই ছিলেন প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় নন্দ। একদিকে পাণ্ডিত্য, অন্যদিকে জনসেবা আর তার সঙ্গে গৃহদেবীর প্রতি ভক্তি– এই ত্রিবেণিসঙ্গমে ধন্য এই বিখ্যাত নন্দ পরিবার।

সাফল্যের দিনে কঠিন সময়ের কথা সঞ্জুর

ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে তিলকের সেলিব্রেশন

শতরানের জন্য তিলক ভার্মাকে অভিনন্দন সঞ্জুর।

জোহানেসবার্গ, ১৬ নভেম্বর : এক হাতের তর্জনী আকাশের দিকে।

অপর হাত ফোন ধরার মতো কানে। ম্যাচের নায়ক তিলক ভার্মার যে সেঞ্চুরি-সেলিব্রেশন রীতিমতো চর্চায়। প্রশ্ন কাকে উদ্দেশ্য করে এরকম সেলিব্রেশন? ম্যাচের পর নিজেই রহস্যভেদ করলেন হায়দরাবাদের বছর বাইশের মিডল অর্ডার ব্যাটার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতেই নাকি এরকম উচ্ছ্বাস।

তিলক বলেছেন, 'নিজের অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না। স্বপ্নেও ভাবিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কঠিন পরিবেশে পরপর দুই ম্যাচে শতরান পাব। ঈশ্বরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে। গত কয়েক মাসে চোট নিয়ে ভুগেছি। সেখান থেকে এই সাফল্য। তাই সেঞ্চুরির পর ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে এরকম সেলিব্রেশন করি।'

২০২৩ সালের সফরে জোহানেসবার্গের ব্যর্থতা টেনে তিলক বলেছেন, 'গতবছর এখানে প্রথম বলে আউট হয়েছিলাম। তাছাড়া আজকের ইনিংসটা দলের জন্যও দামি ছিল। লক্ষ্য ছিল ক্রিজে টিকে থাকা। বেসিকে জোর দিয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে নিজের কাজটা সারতে চেয়েছি।' পুরস্কারস্বরূপ টানা দ্বিতীয় ম্যাচে সেঞ্চুরি। সেঞ্চুরিয়ানে ৫৬ বলে ১০৭। শুক্রবার সিরিজ জয়ের ম্যাচে ৪৭ বলে অপরাজিত ১২০।

ম্যাচের অপর নায়ক সঞ্জু স্যামসনের মুখে গত কয়েক বছরে ব্যর্থতা, টিম থেকে বারবার বাদ পড়ার কঠিন সময়ের কথা। শেষ পাঁচ টি২০ ম্যাচে তিনটি শতরানের নজির গড়া সঞ্জু বলেছেন, 'কেরিয়ারে অনেকবার ব্যর্থ হয়েছি। দুইটি শতরানের পর দুই ম্যাচে শূন্য। কিন্তু নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল। পরিশ্রম করেছি, আজ ফের ফল পেলাম।'

সিরিজের প্রথম ম্যাচে বিস্ফোরক শতরানে দলকে জেতান। পরের দুই দ্বৈরথে রানের খাতা খুলতে না পারার ধাক্কা কাটিয়ে ফের শতরান। সঞ্জুর কথায়, 'জোড়া শূন্যের পর মাথার মধ্যে একঝাঁক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। তবে এদিন শুরুতে বিস্ফোরক ইনিংসে অভিষেক চাপ কমিয়ে দেয় অনেকটা। তারপর তিলক।'

ওপেনিং জুটিতে অভিষেক-সঞ্জু ৭৩ রান যোগ করেন। তারপর তিলক-সঞ্জুর অবিচ্ছিন্ন ২১০ রানের রেকর্ড যুগলবন্দি। তিলককে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে, 'তিলকের সঙ্গে বেশ কিছু পার্টনারশিপ রয়েছে আমার। অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ ও। ওর সঙ্গে জুটি উপভোগ করেছি।'

সিরিজ সেরা বরুণ চক্রবর্তী বলেছেন, 'শেষ দুই ম্যাচ সত্যিই চ্যালেঞ্জিং ছিল আমার জন্য। তবে আমরা চেষ্টা করেছি পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের। কয়েকটা ছক্কা খেলেও জানতাম ওরা মিস করবে এবং উইকেট দিয়ে যাবে। গোটা সিরিজেও তিন স্পিনার খেলানোর সিদ্ধান্ত দারুণভাবে কাজে এসেছে।'

স্পেশাল সাফল্য ভিভিএসের কাছে

টি২০ সিরিজ জিতেই বিরাটদের বার্তা সূর্যর

জোহানেসবার্গ, ১৬ নভেম্বর : টি২০ ফরম্যাটে স্বপ্নের বছর।

বিশ্বকাপ সহ ২০২৪ সালে সব সিরিজ জয়! সূর্যকুমার যাদবের তরুণ ব্রিগেডের হাতে বিজয়রথ বজায় থাকল দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতেও। শুক্রবার ওয়ান্ডারার্সে সঞ্জু স্যামসন, তিলক ভার্মার স্বপ্নের ব্যাটিংয়ে বেলাইন প্রোটিয়া ব্রিগেড।

ইনিংসে অপরাজিত সেঞ্চুরি সঞ্জু (৫৬ বলে ১০৯), তিলকের (৪৭ বলে ১২০)। সঙ্গে ২১০ রানের যুগলবন্দি। ২৮৩/১ স্কোরের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৪৮-এ গুটিয়ে দেওয়া। প্রতিপক্ষ অধিনায়ক আইডেন মার্করামও মেনে নিলেন, সব বিভাগেই ভারত তাদের টেক্কা দিয়েছে।

৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জয়ের পর ট্রফিটাও তরুণদের হাতেই তুলে দিলেন সূর্য। নিজে নেওয়ার বদলে প্রেজেন্টারকে হাত দিয়েই তা তুলে দেন রামনদীপ সিং, বিজয়কুমার ব্যাশক, যশ দয়ালদের হাতে!

সাফল্যের ওয়ান্ডারার্সে রঙিন জয়ের পর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রস্তুতিতে ব্যস্ত টেস্ট দলকেও শুভেচ্ছাবার্তাও দিলেন সূর্যকুমার। টি২০ অধিনায়ক বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়ায় থাকা দলের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। জানি পুরোদস্তুর প্রস্তুতি নিয়েই নামবে ওরা। তবে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং সিরিজ হতে চলেছে।'

ইয়ং ব্রিগেডের সাফল্যে দেশের ক্রিকেট পরিকাঠামোকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন। সূর্যর যুক্তি, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন হলেও প্রত্যেকে প্রচুর ঘরোয়া ক্রিকেট ম্যাচ খেলে। তারই ঝলক সিরিজে। দলের আগ্রাসী ক্রিকেটের কথাও গর্বের সঙ্গে তুলে ধরেন। সূর্য বলেছেন, 'আমরা আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের যে ব্র্যান্ড তৈরি করেছি, সেটাই চালিয়ে যেতে চাই। এই সিরিজেও সেই অভ্যাস থেকে সরে আসিনি। সূর্য ও তিলকের মধ্যে কোন ইনিংসটা ভালো, বেছে নেওয়া কঠিন। বাইশ গজে দুর্দান্ত ব্যাটিং স্কিলের তুলে ধরল ওরা।'

মুখ ঢেকে যায় ট্রফি জয়ের সেলিব্রেশনে। উচ্ছ্বসিত রিঙ্কু সিং, সঞ্জু স্যামসন, রামনদীপ সিংরা।

স্টপগ্যাপ কোচ ভিভিএস লক্ষ্মণের জন্যও স্পেশাল সিরিজ জয়। ছাত্রদের সাফল্যে খুশি নিয়ে বলেছেন, 'ওদের জন্য আমি গর্বিত। গোটা সিরিজে দুর্দান্ত স্পিরিট দেখিয়েছে। দারুণ নেতৃত্ব সূর্যর। সঞ্জু, তিলক কার্যত অপ্রতিরোধ্য। বোলিংয়ে অসাধারণ বরুণ। পরস্পরের সাফল্য প্রত্যেকে যেভাবে উপভোগ করেছে, তা গর্বের। স্মরণীয় এই সাফল্যের জন্য সবাইকে অভিনন্দন।'

২০২৩-এ দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে কথা টেনে লক্ষ্মণ বলেছেন, 'বিদেশের মাটিতে সিরিজ জয় সবসময় কঠিন। গতবার এখানে ১-১ হয়েছিল। এবার ৩-১। প্রত্যেকের অভিনন্দন প্রাপ্য। আগাগোড়া আগ্রাসী ক্রিকেট গুরুত্ব পেয়েছে। ২-১ এগিয়ে থাকার পরও সেখান থেকে সরে আসিনি আমরা।'

সিরিজে কোনও ম্যাচ না খেলা বিজয়কুমার, যশ দয়াল, জিতেশ শর্মাও যেভাবে দলের পাশে থেকেছে, সেকথাও তুলে ধরেন লক্ষ্মণ। আরও বলেছেন, 'স্পেশাল সাফল্য। প্রত্যেকেই দারুণ খুশি। জয়ের পাশাপাশি অনেক কিছু শেখার ছিল এই সফরে।'

সামি-শাহবাজের দাপটে জয় বাংলার

বাংলা-২২৮ ও ২৭৬
মধ্যপ্রদেশ-১৬৭ ও ৩২৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : টানটান উত্তেজনা। ব্যাট-বলের কাঁটে কা টক্কর। শেষ পর্যন্ত ১১ রানে রুদ্ধশ্বাস জয় বাংলা দলের।

গালি থেকে অনেকটা দৌড়ে মহম্মদ সামির (১০২/৩) বলে কুমার কার্তিকেয় সিংয়ের ক্যাচটা রোহিত কুমার তালুবন্দি করতেই বাংলা শিবিরে শুরু উৎসব। সাফল্যের উৎসব। যার নেপথ্যে রয়েছে পাঁচ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে রনজি ট্রফির নকআউটের দৌড়ে টিকে থাকার স্বস্তি। সঙ্গে কঠিন পরিস্থিতিতে বাংলা ম্যাচ জিততে জানে, সর্বভারতীয় ক্রিকেটে এমন বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

'এই ম্যাচের সাফল্য পুরো দলের। সবারই অবদান রয়েছে বাংলার জয়ে। কিন্তু আমাদের এখানেই থামলে চলবে না। এখনও অনেক পথ পাড়ি দেওয়া বাকি।' সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাকে ফোন করতেই উচ্ছ্বাস, আবেগে ভেসে গেলেন তিনি। বলে দিলেন, 'সাফল্যের কৃতিত্ব পুরো দলেরই। কঠিন পরিস্থিতিতে পুরো দল দুর্দান্ত লড়াই করল আজ। সামি, শাহবাজ আহমেদদের পাশে আমাদের দলের বাকি বোলারদেরও সাফল্যের কৃতিত্ব দিতেই হবে।' গতকালের ১৫০/৩ থেকে শুরু করে আজ দ্রুত রজত পাতিদারকে (৩২) বোল্ড করেন সামি। আর তারপরই মধ্যপ্রদেশ দলের পালটা লড়াই শুরু হয়। অধিনায়ক শুভম শর্মা (৬১) ও ভেঙ্কটেশ আইয়াররা (৫৩) ৯৫ রানের পার্টনারশিপ গড়ে বাংলার জয়ের পথ কঠিন করে দিয়েছিলেন। তখনই রোহিত (৪৭/২), শাহবাজ আহমেদদের (৪৮/৪) ম্যাজিক শুরু হয়। ৩৩৮ রানের কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে শেষ পর্যন্ত ৩২৬ রানে শেষ হয়ে যায় মধ্যপ্রদেশের ইনিংস।

ব্যাট-বলের ধুন্ধুমার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত জয়ী বাংলার বোলাররা। অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার সন্ধ্যায় ইন্দোর বিমানবন্দর থেকে কলকাতা ফেরার বিমানে ওঠার আগে

মধ্যপ্রদেশ ম্যাচে জয়ের পর মহম্মদ সামির সঙ্গে বাংলার বাকি ক্রিকেটাররা।

বলছিলেন, 'অবিশ্বাস্য জয়। একটা সময় মনে হচ্ছিল, আমরা পারব তো? শেষ পর্যন্ত বোলারদের, বিশেষ করে সামি-শাহবাজের সুবাদেই এই জয় নিশ্চিত হল।' কঠিন পরিস্থিতির চ্যালেঞ্জ সামলে অধিনায়ক অনুষ্টুপও তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'মাথা ঠান্ডা রেখে রুকু (অনুষ্টুপের ডাকনাম) সতীর্থদের উজ্জীবিত করে ম্যাচটা বের করে আনল। ওর নেতৃত্বের প্রশংসা করতেই হবে। নিশ্চিতভাবেই রনজিতে অন্যতম সেরা জয় বাংলা দলের।'

আজ রাতেই ইন্দোর থেকে কলকাতায় ফিরে এল বাংলা দল। রনজির দ্বিতীয় পর্বে বাংলার পরের ম্যাচ ২৩ জানুয়ারি। তার আগে রয়েছে সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জও। কিন্তু তার আগে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রুদ্ধশ্বাস, রোমহর্ষক জয়ের আমেজে ডুবে বঙ্গ ক্রিকেট। সাফল্যের এই রেশটা হয়তো কিছুদিন থাকবে।

রোনাল্ডোর ঝলকে চূর্ণ পোল্যান্ড

লিসবন, ১৬ নভেম্বর : উয়েফা নেশনস লিগে পোল্যান্ডকে পাঁচ গোলে চূর্ণ করল পর্তুগাল। জোড়া গোল করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। চর্চায় পর্তুগিজ মহাতারকার একটি গোল।

হিসেব বলছে, তিন মাস পর ৪০ পূর্ণ করবেন সিআর সেভেন। তবে, এই বয়সেও তিনি যে কতটা ফিট আরও একবার তা বুঝিয়ে দিলেন। ম্যাচের অন্তিম লগ্নে তিনি যেভাবে বাইসাইকেল কিকে বল জালে জড়ালেন, তা দেখে তাঁর অতি বড় সমালোচকও মুগ্ধ হতে বাধ্য। সেই গোলেই পুরোনো রোনাল্ডোর ঝলক খুঁজে পেলেন তাঁর অনুরাগীরা।

শুক্রবার পর্তুগাল ম্যাচ জিতল ৫-১ গোলে। যদিও প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। ৫৯ মিনিটে পর্তুগালের হয়ে গোলের খাতা খোলেন রাফায়েল লিয়াও। ৭২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান সিআর সেভেন। পরের দুইটি গোল ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও পেদ্রো নেটোর। রোনাল্ডো দর্শনীয় গোলটি করেন ৮৭ মিনিটে। ভিতিনয়ার ভাসানো বল শূন্যে ভেসে ডান পায়ের শটে জালে পাঠিয়ে দেন। উলটোদিকে পোল্যান্ড একটি গোল শোধ করে পরের মিনিটেই।

বড় জয় পেলেও প্রথমার্ধের খেলায় সন্তুষ্ট নন পর্তুগাল কোচ রবার্তো মার্টিনেজ। বলেছেন, 'আমরা যেমন চেয়েছিলাম প্রথমার্ধে তেমনটা হয়নি। তবে দ্বিতীয়ার্ধে মানসিকতা বদলে নিয়ে খেলায় মনোযোগ বাড়িয়েছি।' এদিন রোনাল্ডোকে আরও একবার জিজ্ঞাসা করা হয় অবসর প্রসঙ্গে। উত্তরে বলেছেন, 'যতদিন পারব ফুটবল উপভোগ করতে চাই। অবসরের সময় একদিন তো আসবে। হতে পারে সেটা দুই- এক বছর পর। অবসরের পর ফুটবলের বাইরে কিছু করার পরিকল্পনা রয়েছে।' কোয়ার্টার্র ফাইনাল নিশ্চিত করায় ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপের শেষ ম্যাচে সিআর সেভেনকে বিশ্রাম দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পর্তুগাল কোচ।

অন্য ম্যাচে স্পেন ২-১ গোলে হারিয়ে দেয় ডেনমার্ককে। ১-০ গোলে স্কটল্যান্ডের কাছে হেরে গিয়েছে ক্রোয়েশিয়া।

বাইসাইকেল কিক থেকে গোলের পথে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শুক্রবার রাতে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে।

পোগবার সঙ্গে চুক্তি বাতিল জুভেন্তাসের

রোম,১৬ নভেম্বর : ফরাসি তারকা পল পোগবার সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে জুভেন্তাস। শুক্রবার ক্লাবের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে। বিশ্বকাপজয়ী ফরাসি তারকা ডোপিংয়ের দায়ে ৪ বছরের জন্য নিষিদ্ধ হন। কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে সেই নিষেধাজ্ঞা কমিয়ে ১৮ মাস করে দেয়। কিছুদিন আগেও পোগবা জানিয়েছিলেন, তিনি জুভেন্তাসের হয়ে খেলতে মুখিয়ে রয়েছেন। তবে সেটা আর হল না। ইতালিয়ান ক্লাবটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুই পক্ষের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এই চুক্তি বাতিল করা হয়েছে। পোগবার সঙ্গে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তি ছিল জুভেন্তাসের।

সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া

সিডনি, ১৬ নভেম্বর : এক ম্যাচ বাকি থাকতে টি২০ সিরিজ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। শনিবার ১৩ রানে জিতে তারা সিরিজে অনতিক্রম্য ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল। ওপেনিং জুটিতে ম্যাথু শর্ট (৩২) ও জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (২০) মাত্র ৪ ওভারে ৫২ রান তুলে দিলেও অস্ট্রেলিয়া ১৪৭/৯ স্কোরে আটকে যায়। পরবর্তী ব্যাটারদের মধ্যে অ্যারন হার্ডি (২৮) বাদে আর কেউ হ্যারিস রউফ (২২/৪) ও আব্বাস আফ্রিদির (১৭/৩) সামনে দাঁড়াতে পারেননি। জবাবে পাকিস্তান ১৯.৪ ওভারে ১৩৪ রানে অল আউট হয়। স্পেনসার জনসন ২৬ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। বাবর আজম ফিরে গিয়েছেন ৩ রানে।

ফেরার ম্যাচে জয় চান সন্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : দিন দুয়েক আগেই গুরপ্রীত সিং সান্ধু দলে তাঁর উপস্থিতিকে সুনীল ছেত্রীর মতো বলে তুলনা করেছেন। প্রায় দশ মাস পরে জাতীয় দলে সন্দেশ ঝিংগানের ফেরায় সত্যিকারের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো কাউকে পাওয়া গেল বলে শুধু গুরপ্রীত নয়, মনে করছেন দলের প্রতিটি সদস্যই।

এই সেন্টার ব্যাক নিজে অবশ্য জাতীয় দলে ফিরতে পেরেই খুশি। এই কথা জানাতে কোনও দ্বিধা নেই তাঁর, 'কৃতজ্ঞ, সত্যিই খুব খুশি। বলতে পারেন আমি অনুপ্রাণিত। জাতীয় দলে ফিরতে পারার মধ্যে একটা অদ্ভুত আবেগ আছে। কারণ মাঝের এই চোট পাওয়ার সময়টা তো একেবারেই ভালো যায় না। মন খারাপ, হতাশা আসে। আমি আমার দেশকে সাহায্য করতে পারছি না এই বোধটা খারাপ লাগা তৈরি করে। তার সঙ্গে অস্ত্রোপচারের ভয় থাকে। কিন্তু তারপরই নিজের মধ্যে সদর্থক ভাবনা তৈরি করতে হয় যে আমি আমার দেশের এবং ক্লাব দলের খুব গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার। তাই নিজেকে ফিরিয়ে আনতে হবে।' গত বছর অক্টোবরের পর থেকে ভারত কোনও ম্যাচ জেতেনি। সেই সময়টা ডিফেন্সে সন্দেশের অনুপস্থিতি গোটা দলের সঙ্গে সঙ্গে সমর্থকরাও অনুভব করেছেন। এই প্রসঙ্গ উঠলে সন্দেশের প্রতিক্রিয়া, 'এই সময়টা মনে মনে নিজেকে দোষী লাগে। আসলে বহু বছর ধরে এদের অনেকের সঙ্গে খেলে আসছি। প্রতিটি লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্পর্কও তৈরি হয়ে যায়। সেখানে যদি তুমি না থাকো, দলের ফল খারাপ হয় তখন মনে হয় যে আমিই বোধহয় এর জন্য দায়ী। তবে দিনের শেষে ফুটবল এরকমই।' এরকম কঠিন পরিস্থিতিতে মনের জোরটা দরকার। কিন্তু সেটা সব অ্যাথলিটদেরই করতে হয় বলে মনে করেন জাতীয় দলের এক নম্বর সেন্টার ব্যাক। তাঁর বক্তব্য, 'দেখুন, মানুষ যখন প্রতিদিন খাবারের জন্য দৌড়ায় এবং দিনের শেষে পরিবারের পাতে খাবার তুলে দেয়, সেটাই হল মনের জোর। আমি যেটা করেছি সেটা প্রায় সব অ্যাথলিটরাই করে থাকে। এটাকে মনের জোর নয়, আপনি কাজের অঙ্গ বলতে পারেন। আমার ফিরে আসা হয়ত কঠিন ছিল কিন্তু তার জন্য যদি আমি কাঁদতে বসতাম তাহলে হয়ত ফিরতে পারতাম না। নিজের কাজ এবং স্বপ্নকে সত্যি করতে হলে আপনাকে সততার সঙ্গে লড়তে হবেই।'

মানোলো মার্কুয়েজ থেকে গুরপ্রীত, সকলেরই আসল লক্ষ্য এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতার্জন পর্ব। আগে সুনীল যা বলতেন, প্রায় সেকথাই বললেন সন্দেশও, 'অন্তত এখন সবাই বুঝতে পারছেন, আমাদের নিয়মিত এএফসি এশিয়ান কাপ খেলাটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আমাদের মূল লক্ষ্য হল বিশ্বকাপে পা রাখা। আপাতত আমাদের দলের মধ্যেকার পরিবেশ বেশ ভালো। মালয়েশিয়া ম্যাচটা খুব জরুরি ছিল কারণ মার্চ পর্যন্ত আর আমাদের কোনও খেলা নেই জাতীয় দলের। তার আগে নিজেদের কীভাবে তৈরি করতে হবে, তার একটা ধারণা নিয়ে ফিরব। তার আগে এই ম্যাচে তিন পয়েন্ট, ক্লিনশিট এবং ভালো খেলে দেশকে গর্বিত করা।' এখন দেখার, সন্দেশ দলে ফিরে হারানো জয়ের খোঁজ দেশকে দিতে পারেন কিনা।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ২০২৪ সালে ভারতে টি২০ আন্তর্জাতিকে কয়টি ম্যাচ হেরেছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. ওয়াকার ইউনিস, ২. ১৯৮৮।

সঠিক উত্তরদাতারা

লাবণ্য কুণ্ডু, সদাশিব দাস।

মুস্তাকেও খেলার প্রতিশ্রুতি সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : প্রথম ইনিংসে ১৯-৪-৫৪-৪। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট হাতে ৩৭ রানের আগ্রাসী ইনিংস। পরে দ্বিতীয় ইনিংসে বল হাতে ২৪.২-৩-১০২-৩-এর আগ্রাসী বোলিং।

সবমিলিয়ে ম্যাচে ৪৩.২ ওভার বল করে সাত উইকেটের পাশে কঠিন সময়ে ৩৭ রানের ইনিংসের পর

রাতেই ফিরলেন এনসিএ-তে

মহম্মদ সামির ফিটনেস নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজে কারও কোনও সংশয় নেই। মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে বাংলা দলকে রুদ্ধশ্বাস জয় এনে দিয়ে রাতেই ইন্দোর থেকে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ফিরে গেলেন তিনি। বেঙ্গালুরু রওনা হওয়ার আগে বাংলা দলের সতীর্থদের সামি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ২৩ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ প্রতিযোগিতায় অন্তত দুইটি ম্যাচে তিনি খেলবেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরের খবর, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে সামির স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। অ্যাডিলেডে ৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলা গোলাপি টেস্টেই হয়তো তাঁর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন।

সামিকে নিয়ে বিসিসিআই বা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের আগামীর পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, বাংলা শিবির এখন সামিময়। ইন্দোর বিমানবন্দর থেকে বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার বলছিলেন, 'সামির প্রত্যাবর্তন অবিশ্বাস্য। আমার ধারণা দ্রুত অস্ট্রেলিয়াও যাবে ও। কিন্তু তার আগে মুস্তাক আলিতে ও খেলবে বলে জানিয়েছে। আশা করছি, মুস্তাক আলির অন্তত দুই-তিনটি ম্যাচে ওকে পাওয়া যাবে।' ২৩ নভেম্বর পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে রাজকোটে মুস্তাক আলি অভিযান শুরু করছে বাংলা।

নিলামে কনিষ্ঠতম বৈভব

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : আইপিএল নিলামের চূড়ান্ত তালিকায় ভারতীয় ক্রিকেটে বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। বছর তেরোর বৈভবই মেগা নিলামে সর্বকনিষ্ঠ ক্রিকেটার। বিহারের সমস্তীপুরের বিস্ময় বালকের ব্রেস প্রাইস ৩০

চূড়ান্ত তালিকায় ৫৭৪

লক্ষ টাকা। ১২ বছর বয়সে রনজি ট্রফি খেলে নজির গড়েছিলেন। বিহারের হয়ে অংশগ্রহণ করেন কোচবিহার ট্রফি, ভিনু মানকড় ট্রফিতেও। ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া যুব দলের বিরুদ্ধে শতরানও রয়েছে। ৫৭৪ জনের চূড়ান্ত নিলাম তালিকায় থাকা বৈভবের আইপিএল ভাগ্য ঠিক হবে ২৪ ও ২৫ নভেম্বর সৌদি আরবের

জেড্ডায় অনুষ্ঠিত মেগা নিলামে।

প্রাথমিক তালিকায় ১৫৭৪ জন নাম লিখিয়েছিলেন। সেখান থেকে ৫৭৪ জনকে বাছাই করে দুইদিনের মেগা নিলাম। ৩৬৬ জন ভারতীয়। ২০৮ জন বিদেশি। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বাঁহাতি অর্থোডক্স বোলিং করা বৈভব সর্বকনিষ্ঠ। সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার ১৮৮ টেস্টে ৭০৪ উইকেটের মালিক জেমস অ্যান্ডারসন। প্রথমবার নিলামে নাম লিখিয়েছেন ইংল্যান্ডের পেস কিংবদন্তি। দুজনের বয়সের পার্থক্য ২৯! দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি মিলিয়ে সর্বাধিক ২০৪ জন সুযোগ পাবেন। এরমধ্যে বিদেশির সংখ্যা ৭০-এর বেশি হবে না। তালিকা থেকে ১২ জনের মার্কি ক্রিকেটারের পৃথক তালিকা তৈরি করা হয়েছে। ৬ জন করে আলাদা দুই সেটে নিলামের শুরুতেই তোলা হবে মার্কি প্লেয়ারদের। ২৪ তারিখ নিলামের প্রথম নাম জস বাটলারের। তারপর শ্রেয়স আইয়ার ও ঋষভ পন্থ। প্রথম সেটে বাকিরা হলেন কাগিসো রাবাদা, অর্শদীপ সিং, মিচেল স্টার্ক। পরের মার্কি সেটে রয়েছেন যুযবেন্দ্র চাহাল, লিয়াম লিভিংস্টোন, ডেভিড মিলার, লোকেশ রাহুল, মহম্মদ সামি ও মহম্মদ সিরাজ।

প্রথম ম্যাচে বড় জয় বাংলা দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : সন্তোষ ট্রফির বাছাই পর্বের প্রথম ম্যাচে বড় জয় পেল বাংলা। তারা ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করল ঝাড়খণ্ডকে। বাংলার হয়ে জোড়া গোল করেন রবি হাঁসদা। বাকি দুইটি গোল মনোতোষ মাঝি ও নরহরি শ্রেষ্ঠার। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে সঞ্জয় সেনের ছেলেরা। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে ইসরাফিল দেওয়ানের পাস থেকে গোলের খাতা খোলেন মনোতোষ। ৬৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলের দ্বিতীয় গোলটি করেন রবি হাঁসদা। ৬৬ মিনিটে মনোতোষের থ্রু পাস থেকে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। ৮৪ মিনিটে গোল করে ঝাড়খণ্ডের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন নরহরি।

শুভেচ্ছা

☺ মৌমিতা ও প্রসেনজিৎ (হায়দারপাড়া) : নব দাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে উঠুক। শুভ কামনায় "মাতঙ্গিনী ক্যাটারার", (Veg & N/Veg.), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

ভাঙল আঙুল, প্রথম টেস্টে অনিশ্চিত শুভমান

নতুন বাবা রোহিত নেই পারথে ■ নাম ভাসছে পাডিক্কাল, সুদর্শনের

পারথ, ১৬ নভেম্বর : জোরদার ধাক্কা!

খারাপ সময় কাটতেই চাইছে না টিম ইন্ডিয়ার। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কা সামলানোর মাঝেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি শুরুর আগে লাগাতার চোট টিম ইন্ডিয়ায়।

সরফরাজ খান, লোকেশ রাহুলদের পর আজ চোটের তালিকায় ঢুকে পড়লেন শুভমান গিল। পারথের ওয়াকা স্টেডিয়ামে ম্যাচ সিমুলেশনের সময় দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ ধরতে গিয়ে তাঁর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে বল লাগে। দ্রুত মাঠ থেকে বেরিয়ে যান শুভমান। পরে তাঁকে আর মাঠে দেখা যায়নি। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে শুভমানকে নিয়ে প্রাথমিকভাবে কোনও তথ্য দেওয়া না হলেও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্রের খবর, শুভমানের বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ভেঙেছে। স্ক্যানের রিপোর্টে প্রাথমিকভাবে তাই জানানো হয়েছে। নিট ফল, ২২ নভেম্বর থেকে পারথে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে প্রবলভাবে অনিশ্চিত শুভমান। সাধারণত, ভাঙা আঙুল ঠিক হতে অন্তত দুই সপ্তাহ সময় লাগে। তাই মনে করা হচ্ছে, অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে খেলা হচ্ছে না শুভমানের।

শুভমানের আঙুল ভাঙার খবর সামনে আসার পরই টিম ইন্ডিয়ার সম্ভাব্য ব্যাটিং কম্বিনেশন নিয়ে শুরু হয়েছে নয়া জল্পনা। অধিনায়ক রোহিত শর্মা গতরাতেই বাবা হয়েছেন। রাতের দিকের খবর, দ্বিতীয়বার বাবা হওয়ার পর রোহিত আপাতত কিছুদিন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাইছেন। ফলে পারথে প্রথম টেস্ট হিটম্যান নিশ্চিতভাবে মিস করতে চলেছেন। সূত্রের খবর, রোহিত নিজের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছেন। অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় টেস্টে রোহিতকে হয়তো দলের সঙ্গে দেখা যেতে পারে। এমন অবস্থায় টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং কম্বিনেশনের পাশে দলের তিন নম্বর ব্যাটার নিয়েও শুরু হয়েছে চর্চা। ওয়াকা স্টেডিয়ামে নিজেদের মধ্যে পরিস্থিতি তৈরি করে ম্যাচ প্র্যাকটিসের আসরে ব্যাট হাতে গতকাল ভালো ছন্দে ছিলেন শুভমান। অপরাজিত ৪২ রানের একটি ইনিংসও খেলেছিলেন তিনি। ঠিক যখন মনে করা হচ্ছিল, শুভমান ভারতীয় ব্যাটিংকে ভরসা দিতে তৈরি। তখনই এল তাঁর চোটের ধাক্কা। বিভিন্ন রিপোর্টের মতে, শুভমানের চোটের পর প্রথম টেস্টে তাঁর বিকল্প হিসেবে বি সাই সুদর্শন ও দেবদত্ত পাডিক্কালের মধ্যে একজনকে পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে বিসিসিআইয়ের।

এই ছবি রোহিত শর্মা ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে দ্বিতীয়বার বাবা হওয়ার কথা জানিয়েছেন। একই ছবি পোস্ট করেছেন তাঁর স্ত্রী রীতিকাও।

শুভমানের চোট নিশ্চিতভাবেই টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়ার আগে বড় ধাক্কা।

শুভমান খেলতে না পারলে অভিমন্যু ঈশ্বরণের টেস্ট অভিষেকের সম্ভাবনা নতুনভাবে সামনে এসেছে আজ। যদিও তাঁর সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে রাহুল ওপেন করলে অভিমন্যুকে তিন নম্বরে খেলতে হতে পারে। রাহুলেরও চোট রয়েছে। পারথ টেস্টের আগে তিনি ফিট হয়ে উঠবেন, এমনটাই মনে করছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। ধারাবাহিক চোটে কাবু টিম ইন্ডিয়ার জন্য আপাতত একমাত্র সুখবর হল বিরাট কোহলি। তাঁর রহস্য চোট নিয়ে চলা জল্পনা উড়িয়ে গতকালের পর আজও ম্যাচ সিমুলেশনে অনেকটা সময় ব্যাট করেছেন বিরাট। তাঁর ব্যাটিং দেখে মনে হয়েছে, ক্রমশ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের পিচ, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে ছন্দে ফিরছেন তিনি।

বিরাট ছন্দে ফিরে দলকে ভরসা দিতে পারবেন কিনা, অপটাস স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্ট শুরু হলে বোঝা যাবে। কিন্তু তার আগে শুভমানের চোট নিশ্চিতভাবেই টিম ইন্ডিয়ার মিশন অস্ট্রেলিয়ার আগে বড় ধাক্কা।

Late Rangalal Baul
(1910–1997)
Painfully remembering today – the day of demise.
–Sujata Baul (Daughter)

অনুশীলনে গড়হাজির অধিকাংশ বিদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : রেফারিং ইস্যুতে ইস্টবেঙ্গলকে ডেকে পাঠালেন এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচের পর রেফারিং নিয়ে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে চিঠি পাঠায় ইস্টবেঙ্গল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তারিত আলোচনার জন্য লাল-হলুদ কর্তাদের ১৯ তারিখ সকালে হায়দরাবাদে ডেকে পাঠিয়েছেন ফেডারেশন সভাপতি। পাশাপাশি নাওরেম মহেশ সিং ও নন্দকুমার শেখরকেও এক ম্যাচের বেশি নিবাসিত থাকতে হচ্ছে না। যা আইএসএল কর্তৃপক্ষের তরফে চিঠি দিয়ে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ছয়দিনের ছুটি কাটিয়ে শনিবার শুরু হল ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন। ঘণ্টা দুয়েক প্রস্তুতির শেষ দিকে বল পায়ে অনুশীলন করালেও এদিন অস্কার মূলত নজর দেন ফিটনেসের দিকে। জিকসন সিং, আনোয়ার আলি ছাড়াও ছিলেন না

ইস্টবেঙ্গলকে তলব ফেডারেশন সভাপতির

প্রভসুখান সিং গিল ও গুরসিমরত সিং গিল। বিদেশিদের মধ্যে একমাত্র উপস্থিত ছিলেন ক্লেইটন সিলভা। সাউল ক্রেসপো, মাদিহ তালাল ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসের সোমবারের মধ্যেই কলকাতায় চলে আসার কথা। হিজাজি মাহের রয়েছেন জর্ডনের জাতীয় দলে। ১৯ নভেম্বর কুয়েত ম্যাচের পর আসবেন তিনি। হেক্টর ইউস্তে এখনও স্পেনেই রিহ্যাব সারছেন। চলতি মাসের ২১ তারিখ তাঁর কলকাতায় আসার কথা। যদিও ২৯ নভেম্বর নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচে স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের খেলার সম্ভাবনা কম।

এদিকে, আগামী বছর মার্চের ৫ ও ১২ তারিখ এএফসিতে ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তার মাঝে ৮ মার্চ আইএসএলে খেলতে হবে নর্থইস্টের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচ পিছোনোর আবেদনও জানানো হচ্ছে।

পোষ্যের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের সাউল ক্রেসপো।

ছন্দহীন বিরাট টার্গেট হবে, দাবি মঞ্জরেকারের

শাস্ত্রীর ওপেনিংয়ে পছন্দ যশস্বী ও গিল

নয়াদিল্লি, ১৬ নভেম্বর : হাতে সপ্তাহখানেকের কম সময়।

পর্দা উঠতে চলেছে উত্তেজক বর্ডার-গাভাসকার সিরিজের। দুই দলও ব্যস্ত শেষ তুলির টান দিতে। জোরকদমে চলছে ২২ নভেম্বর শুরু পারথ টেস্টের নীল নকশা তৈরির কাজ।

দুই দলের ওপেনিং কম্বিনেশন কী হতে চলেছে? ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারে সরফরাজ খান নাকি লোকেশ রাহুল? রোহিত শর্মার পরিবর্তই বা কে হবে? এরকম একঝাঁক প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে। এর মাঝেই এদিন প্রথম টেস্টে পছন্দের ভারতীয় একাদশ বেছে নিলেন রবি শাস্ত্রী।

যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে ওপেনিংয়ে পছন্দ শুভমান গিলকে। শাস্ত্রীর যুক্তি, ব্যাকআপ ওপেনার অভিমন্যু ঈশ্বরণ অস্ট্রেলিয়ার পিচ, পরিবেশের সঙ্গে এখনও মানিয়ে নিতে পারেননি ('এ' দলের হয়ে খেলেছে)। লোকেশ রাহুলও ছন্দে নেই। রোহিতের সঠিক বিকল্প শুভমানই।

শাস্ত্রী বলেছেন, 'শুভমানকে ওপেনিংয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে আগে ওপেনও করেছে। আর অভিমন্যু বা লোকেশ, কেউই 'এ' দলের হয়ে সাফল্য পায়নি। নেটে কেমন করছে জানি না। অনুশীলনে ইতিবাচক মনে হলে খেলানো যেতে পারে। নাহলে যশস্বীর সঙ্গে শুভমানই সঠিক ব্যক্তি।'

শুভমান ওপেন করলে, তিন নম্বরে লোকেশ। শাস্ত্রীর যুক্তি, রান, পরিসংখ্যান সবসময় গুরুত্বপূর্ণ হয় না। কোনও ব্যাটার যদি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, তাঁর ফুটওয়ার্ক যদি ঠিক হয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরার ক্ষমতা রাখে, তাহলে অবশ্য তার ওপর ভরসা রাখা উচিত। দল লাভবান হবে। পিচের চরিত্র বুঝে খেলা জরুরি। বিদেশ সফরে দল বাছাইয়ে এইসব ফ্যাক্টরগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার।

নেট প্র্যাকটিসও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। বিরাট কোহলিদের প্রাক্তন হেডস্যর শাস্ত্রীর কথায়, 'একজন খেলোয়াড়ের গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হল ছন্দ। বিশেষত বোলারদের ক্ষেত্রে। নেট প্র্যাকটিস দেখলে আন্দাজ মেলে। বোঝা যায় কে কেমন ছন্দে রয়েছে। ব্যাটারদরে ক্ষেত্রে আবার ছন্দের সঙ্গে মানসিকতাও গুরুত্বপূর্ণ।'

উইকেটকিপার-ব্যাটার ধ্রুব জুরেলকেও বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে খেলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন শাস্ত্রী। বলেছেন, 'এ দলের হয়ে খুব ভালো ব্যাট করেছে। বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবে খেলানো যেতে পারে। মাথাটা ঠান্ডা। চাপের মুখেও তাড়াহুড়ো করে না। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে লড়াকু মানসিকতার পরিচয় রেখেছিল।'

স্পিন ডিপার্টমেন্টে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের চেয়ে রবীন্দ্র জাদেজাকে একমাত্র স্পিনার হিসেবে খেলানোর পক্ষপাতি। সৌজন্যে জাদেজার অলরাউন্ড দক্ষতা। ওয়াশিংটন সুন্দরের কথাও ভাবা যেতে পারে। অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডিকেও রাখছেন একাদশে।

পারথ টেস্টে যশস্বী জয়সওয়ালের ওপেনিং পার্টনার কে হবেন, তা নিয়েই চলছে জোর আলোচনা।

শাস্ত্রীর পছন্দের দল হল, যশস্বী, শুভমান, লোকেশ, বিরাট, ঋষভ পন্থ, জুরেল, জাদেজা/ওয়াশিংটন, নীতীশ, জসপ্রীত বুমরাহ, আকাশ দীপ ও মহম্মদ সিরাজ।

এদিকে, অফফর্মে থাকা কোহলি টার্গেট হতে চলেছেন বলে মনে করেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। প্রাক্তনের মতে, 'অফস্টাম্পের বাইরে টানা বল করবে ওরা। মাঝেমধ্যে জোশ হ্যাজেলউডদের বলটাকে ভিতরে আনবেন। পরিকল্পনা সফল না হলে শরীর লক্ষ্য করে বোলিং। বিরাটকে শট খেলার জায়গা দিতে চাইবে না।'

জেক পলের পাঞ্চ আটকানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মাইক টাইসন।

একপেশে লড়াইয়ে হার টাইসনের

ওয়াশিংটন, ১৬ নভেম্বর : দীর্ঘ দুই দশক পর বক্সিং রিংয়ে ফিরলেন তিনি। তবে প্রত্যাবর্তনটা সুখের হল না তাঁর। টেক্সাসের আর্লিংটন স্টেডিয়ামে হাঁটুর বয়সি বক্সার জেক পলের কাছে হারলেন কিংবদন্তি মাইক টাইসন। কয়েকদিন ধরে যে লড়াইকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল গোটা বিশ্ব। কিন্তু একপেশে লড়াইয়ে হার স্বীকার 'দ্য ব্যাডেস্ট ম্যান অন প্ল্যানেট'-এর।

> আমি এখানে লড়াই করতে এসেছি। নিজের কাছে ছাড়া কারও কাছে কিছু প্রমাণের ছিল না। নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট। তবে এটাকে আমার শেষ লড়াই বলে মনে করছি না।
>
> **মাইক টাইসন**

ম্যাচের আগেই উত্তেজনা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন টাইসন। প্রতিদ্বন্দ্বী জেককে চড় মেরেছিলেন এই কিংবদন্তি। তবে রিংয়ের ভিতরে অবশ্য পুরোনো টাইসনকে দেখতে পাওয়া যায়নি। তবে ৫৮ বছর বয়সে শেষপর্যন্ত যেভাবে লড়াই করেছেন, তাতে টাইসনকে কুর্নিশ জানাচ্ছে গোটা বিশ্ব। বিচারকদের বিচারে জ্যাক জিতেছেন ৮০-৭২, ৭৯-৭৩ ও ৭৯-৭৩ পয়েন্টে। ম্যাচের পর টাইসন বলেছেন, 'আমি এখানে লড়াই করতে এসেছি। নিজের কাছে ছাড়া কারও কাছে কিছু প্রমাণের ছিল না। নিজের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট। তবে এটাকে আমার শেষ লড়াই বলে মনে করছি না।' প্রতিপক্ষ পল সম্পর্কে টাইসন মন্তব্য করেছেন, 'পল একজন ভালো বক্সার।'

প্রতিপক্ষ জেকও পালটা প্রশংসা করেছেন টাইসনের। তিনি বলেছেন, 'টাইসন সর্বকালের সেরা। একজন কিংবদন্তি। আমি তাঁকে দেখেই অনুপ্রাণিত হই। তাঁকে ছাড়া আমরা এখানে আসতে পারতাম না।'

ফেডারেশনকে হুমকি আই লিগ ক্লাবদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের বিরুদ্ধে এবার এক জোট আই লিগের ১২ দলে। এআইএফএফ ফ্র্যাঞ্চাইজি ধাঁচের রাজ্য লিগ করে আই লিগকে কোণঠাসা করতে চাইছে, এরকমই অভিযোগ তুললেন ক্লাব প্রতিনিধিরা। একইসঙ্গে কোনও জাতীয় পর্যায়ের টেলিভিশন চ্যানেলে সম্প্রচার না করা হলে তাঁরা আই লিগে দল না নামানোরও হুমকি দিলেন।

I-LEAGUE

এদিন এক ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেন ১২ আই লিগ ক্লাবের প্রতিনিধিরা। মূলত দিল্লি এফসির কর্ণধার রঞ্জিত বাজাজের নেতৃত্বেই এই সাংবাদিক সম্মেলন হয়। সেখানে সরাসরি আই লিগকে কোণঠাসা করা, তাঁদের দলগুলিকে ঝুঁকি এবং নিরাপত্তাহীনতায় ঠেলে দেওয়া, ফেডারেশন সভাপতির কথা না রাখার মতো একাধিক অভিযোগ করেন ক্লাব প্রতিনিধিরা। তাঁরা একথাও বলেছেন, 'আমরা বয়কট বা কিছুই করতে চাই না। কিন্তু যেভাবে আমাদের ক্লাবগুলোকে কোণঠাসা করা হচ্ছে বা আই লিগ নিয়ে ছেলেখেলা হচ্ছে, তাতে আমি চিন্তিত। সঠিক প্ল্যাটফর্মে সম্প্রচার না হলে ক্লাবগুলির পক্ষে স্পনসর পাওয়া সমস্যার হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর মাত্র ৬ দিন পর আই লিগ শুরু, অথচ এখনও ফেডারেশন এর কোনও সম্প্রচারকারী চ্যানেল এবং প্রচার স্বত্বই ঠিক করতে পারেনি। এরকম চললে আমরা আই লিগ বয়কটের পথে হাঁটতে বাধ্য হব।' বিভিন্ন রাজ্যে যেসব ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ শুরু হতে চলেছে, তার জন্যই যে এভাবে আই লিগের ক্লাব দলগুলিকে কোণঠাসা করা হচ্ছে, এরকম অভিযোগও এই সাংবাদিক সম্মেলনে করা হয়।

যা খবর, এই বিষয় নিয়ে আগামী সোমবার হায়দরাবাদে কার্যনির্বাহী সমিতির সভা ফেডারেশনের। তবে সূত্রের খবর, এআইএফএফ নির্দিষ্ট দিনে আই লিগ শুরুর ব্যাপারে অনড়।

প্রয়াত প্রশান্ত

কলকাতা, ১৬ নভেম্বর : শনিবার বিকেলে মাঠে অনুশীলন করানোর সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমির কোচ প্রশান্ত দে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪১ বছর। খেলোয়াড়ি জীবনে ঐক্য সম্মিলনী ও সোনালি শিবিরের হয়ে খেলেছেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে ময়দানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গম্ভীরের কোচিং পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন পেইনের

পারথ, ১৬ নভেম্বর : রিকি পন্টিং বনাম গৌতম গম্ভীরের পর এবার শুরু টিম পেইন বনাম টিম ইন্ডিয়ার কোচের যুদ্ধ।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ফর্ম নয়, প্রাক্তন অস্ট্রেলিয় অধিনায়ক পেইন ভারতীয় দলের সাফল্যের পথে সবচেয়ে বড় কাঁটা হিসেবে দেখছেন কোচ গম্ভীর ও তাঁর কোচিং পদ্ধতিকে। ভারত থেকে অস্ট্রেলিয়া রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে কোহলির বিষয়ে পন্টিংয়ের পর্যবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল গম্ভীরকে। জবাবে গম্ভীর প্রাক্তন অজি অধিনায়ককে একহাত নিয়েছিলেন।

আজ সেই প্রসঙ্গ টেনে টিম ইন্ডিয়ার কোচের কোচিং পদ্ধতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন পেইন। শেষ দুই সিরিজে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে যখন সিরিজ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া, পেইন ছিলেন সেই অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক। বিপক্ষ দলের কোচ হিসেবে রবি শাস্ত্রীর প্রতি তাঁর যতটা শ্রদ্ধা ছিল, বর্তমান কোচ গম্ভীরের প্রতি সেটা নেই। সৌজন্যে গম্ভীরের 'বদরাগী' মনোভাব। পন্টিংয়ের মতোই ভারতীয় কোচের সেই মনোভাবের সমালোচনা করেছেন পেইন। বলেছেন, 'আমাদের দেশে ভারত যখন শেষ দুইবার সিরিজ জিতেছিল, দলের কোচ ছিলেন রবি। কোচ হিসেবে উনি দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভারতীয় দলের অন্দরে উনি দারুণ একটা পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। যেখানে ক্রিকেটাররা সাফল্যের জন্য ঝাঁপাতে

> পান্টার (পন্টিংয়ের ডাকনাম) যা খুশি বলতেই পারে। ক্রিকেট নিয়ে ওর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা অস্বীকার করার জায়গা নেই। আমরা ক্রিকেট নিয়ে নিজেদের মতামত জানানোর জন্যই টাকা পাই।
>
> **ম্যাথু হেডেন**

পেরেছিল।' শাস্ত্রীর উত্তরসূরী হিসেবে গম্ভীরের জন্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। পেইনের কথায়, 'ভারতীয় দলে এখন কোচ বদলেছে। গম্ভীর এখন টিম ইন্ডিয়ার কোচ। প্রাক্তন ক্রিকেটার ও কোচ হিসেবে উনি অসম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা মানসিকতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু সমস্যাটা হল উনি বদরাগী। কোচের এমন মনোভাব দলের জন্য ভালো বিজ্ঞাপন নয় বলেই আমার বিশ্বাস।'

কোহলির মতো ক্রিকেটার রান না পেলে প্রশ্ন উঠবেই, আলোচনার পাশে সমালোচনাও হবে। তাই সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীরের কাছে কোহলির ফর্ম নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সেই ঘটনার সঙ্গে কেন ভারতীয় কোচ পন্টিংয়ের মন্তব্যকে মিলিয়ে দিলেন, সেটা বুঝতে পারছেন না প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। পেইনের কথায়, 'আগ্রাসী মনোভাবের পাশে পালটা দেওয়ার বিষয়টা অবশ্যই ভালো। কিন্তু সেটা তখনই ভালো যখন সাফল্য থাকবে। আসন্ন সিরিজে ভারতের পারফরমেন্স ভালো না হলে গম্ভীরের জন্য আরও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি অপেক্ষা করে থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস।'

পন্টিংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁর দুই প্রাক্তন সতীর্থ ম্যাথু হেডেন ও অ্যাডাম গিলক্রিস্ট। গম্ভীরকে একহাত নিয়ে হেডেন বলেছেন, 'পান্টার (পন্টিংয়ের ডাকনাম) যা খুশি বলতেই পারে। ক্রিকেট নিয়ে ওর জ্ঞান, অভিজ্ঞতা অস্বীকার করার জায়গা নেই। আমরা ক্রিকেট নিয়ে নিজেদের মতামত জানানোর জন্যই টাকা পাই।'